ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 20, No. 1, June 2023

S R Lahiri Mahavidyalaya
University of Kalyani
West Bengal

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 20, No. 1, June 2023

'Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas' is a bilingual multidisciplinary peer reviewed journal published biannually in June and December since 2003.

- Official journal of the Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya, Majdia, University of Kalyani, West Bengal, India.
- Covers key disciplines of Humanities and Social Sciences like Economics, Political Science, Sociology, Demography, Development studies, Literature as well as Commerce & Management.
- Open to original research articles as well as scholarly review papers.
- Strives to bring new research insights into the process of development from an interdisciplinary perspective.
- Prospective authors will have to follow styles mentioned in the 'Journal Guidelines' given in the inner leaf of the back cover page of this journal or in the website.

Advisory & Editorial Board

Professor (Dr.) Tapodhir Bhattacharya, Eminent Author & Ex-Vice Chancelor, Assam University

Professor (Dr.) Barun Kumar Chakroborty, Emeritus Professor, Rabindra Bharati University, Kolkata & Ex. Professor, Department of Folklore, University of Kalyani, West Bengal, India.

Professor (Dr.) Apurba Kumar Chattopadhyay, Department of Economics & Politics, Visva-Bharati (A Central University), West Bengal, India.

Professor (Dr.) Jadab Kumar Das, Department of Commerce, University of Calcutta, Kolkata, India.

Professor (Dr.) Samirranjan Adhikari, Department of Education, Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia, West Bengal

Professor (Dr.) Md. Mizanur Rahman, Department of English, Islamic University, Kushtia, Bangladesh.

Professor (Dr.) Biswajit Mohapatra, Department of Political Science, North Eastern Hill University, Shillong, Meghalaya, India.

Professor (Dr.) Paramita Saha, Department of Economics, Tripura University (A Central University), Tripura.

Professor (Dr.) Prasad Serasinghe, Department of Economics, Faculty of Arts, University of Colombo, Sri Lanka.

Editor-in-Chief :

Dr. Dipankar Ghosh

Executive Editors :

Dr. Bhabesh Majumder (bhabesh70@rediffmail.com)

Shubhaiyu Chakraborty (shubhaiyu007@gmail.com)

Contents

দক্ষিণবঙ্গের বাঙালি ও সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কৃতির সম্পর্কান্বয় : প্রসঙ্গ দ্বিভাষিকতার নিহিত প্রেক্ষিত অন্বেষণ
বিকাশ মুরমু 3

হাংরি জেনারেশন ও বিট্ জেনারেশন আন্দোলনের দুই স্বতন্ত্র নাম
অভিষেক প্রামাণিক 11

রাম নয় সীতার আখ্যান : নবনীতা দেবসেনের দৃষ্টিতে
অগ্নিমিতা শীল 16

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' : কবির প্রেমচেতনার স্বরূপ-সন্ধান
সুব্রত মাহাত 24

The Subjection of Land and Indigenous People : Revisiting Linda Hogan's *Mean Spirit* from the Perspective of Ecocriticism
Bapin Mallick 31

Decoding the Intersection of Race and Gender in Select Works of Buchi Emecheta
Amrita Chattopadhyay 41

Refugee Crisis in West Dinajpur District
Palash Chandra Modak 52

Agrarian Relation and Peasant Class Differentiation : A Study of West Bengal, India
Gouriprasad Nanda 65

The Political Economy of Decentralisation : A Review
Seemantini Chattopadhyay 89

OPEN EYES

দক্ষিণবঙ্গের বাঙালি ও সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কৃতির সম্পর্কান্বয় : প্রসঙ্গ দ্বিভাষিকতার নিহিত প্রেক্ষিত অন্বেষণ

বিকাশ মুরমু

প্রথমেই ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ইংরেজি 'কালচার'-এর বাংলা সর্জন 'সংস্কৃতি' সম্পর্কে দেখা যায়, "The training and refinement of mind, tastes and manners the condition of thus being trained and refined. Culture is the intellectual side of civilization." বলা যেতে পারে যে, মানুষের দৈনন্দিন যাপিত জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতা বা চর্যাচর্যের স্বরূপই তার সংস্কৃতি। প্রতিটি মানুষ বা জনগোষ্ঠীই তার নিজস্ব জীবন চেতনানুযায়ী এক-একটি স্ব-সৃষ্ট সংস্কৃতির ধারক-বাহক। কিন্তু ভূগোল, ইতিহাসাদি যখন দুই জনগোষ্ঠীকে একতায় বেঁধে রাখে কালে কালান্তরে তখন উক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের সূত্র নিহিত থেকে যায়, থেকে যায় ভাষিক সমন্বয়ের ক্ষেত্র। যেমনটা পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশে বাঙালি ও সাঁওতালি সংস্কৃতির মধ্যে সুলভ। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের জন্যই ভাষিক সমন্বয়ও ঘটেছে, কেননা ভাষাও সংস্কৃতিরই একটি বিশেষ অঙ্গ। এই ভাষিক সমন্বয়ই দ্বিভাষিকতা সৃষ্টির প্রেক্ষিত, ফলে বাঙালি ও সাঁওতাল এই দুই ভাষিক গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক ভাষায় দ্বিভাষিক হওয়ার প্রবণতাটি নিহিত রয়ে গেছে। আমরা এখানে দ্বিভাষিকতার নিহিত প্রেক্ষিত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কান্বয় প্রদর্শনে প্রয়াসী হব। প্রথমেই আসা যাক দ্বিভাষিকতা সম্পর্কে—

> চার্লস ফার্গুসন ১৯৫৯ সালে 'Diaglossia' বা 'দ্বিবাচনিকতা' প্রসঙ্গটি প্রথম নিয়ে আসছেন, এবং সে সূত্রেই Bilingualism-এর কথা আনছেন। দ্বিভাষিকতা বা 'bilingualism'-এর বিষয় হল একের অধিক ভাষার ব্যবহার। কোনো ব্যক্তি দুটো ভাষা জানতে পারে, তাকে বলা হবে দ্বিভাষিক। আবার কোনো গোষ্ঠী বা জাতিও দ্বিভাষিক হতে পারে। একটি ব্যক্তি বা একটি জাতি (যেমন, দক্ষিণবঙ্গের সাঁওতাল জনগোষ্ঠী) নানা কারণে দ্বিভাষিক হতে পারে। যখন ভৌগোলিকগত কারণে একই অঞ্চলে একটি ভাষী বা ভাষিক গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে ভিন্ন ভাষিক গোষ্ঠীর সাথে বসবাস করে তাহলে 'Language speaking pattern'-এ মিশ্ররূপ তৈরি হওয়া উচিত। ভাষার 'Bio-Program'-র তত্ত্ব ধরলে একথা মান্যতা পাওয়া সঙ্গত ও স্বাভাবিক। আবার যখন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দুটি ভাষিক গোষ্ঠীর একটি ভাষা dominant হয়, তবে ভিন্ন subjugate ভাষাকে ঐ 'dominate' বা 'বড় ভাষা'র আধিপত্য মেনে নিয়ে সেই ভাষীদের দ্বিভাষিক হতেই হয়। যেমন দক্ষিণবঙ্গে বাংলা ভাষা সাঁওতালি ভাষাকে 'dominate' করে রেখেছে। কাজেই এখানে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীকে বাংলা ভাষায় দ্বিভাষিক হতেই হয়েছে। কিন্তু এই অঞ্চলেই বাঙালির একাংশ যে সাঁওতালি ভাষায় দ্বিভাষিক, তাও দেখা যায়।

এই দুই ভাষাগোষ্ঠী যে পরস্পর পরস্পরের ভাষায় দ্বিভাষিক হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, বাঙালি যে জাতিতে আর্য নয়, সে যে অনার্য, তা ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,

মুরমু, বিকাশ : দক্ষিণবঙ্গের বাঙালি ও সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কৃতির সম্পর্কান্বয় : প্রসঙ্গ দ্বিভাষিকতার নিহিত প্রেক্ষিত অন্বেষণ
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 20, No. 1, June 2023, Pages : 3-10, ISSN 2249-4332

> ''বাঙালী জাতিটা যে একটা মিশ্র অনার্য জাতি—মোঙ্গোল কোল মোন্-খমের দ্রাবিড় এই সব মিলে সৃষ্ট খিচুড়ি।''[১]

আবার এই খিচুড়িতে যে গরম-মশলা পড়েছে, এবং সেই গরম-মশলাটুকুতেও ভেজাল আছে বলে জানিয়েছেন ভাষাচার্য। আর এই জাতির ভাষাটি, তাঁর মতে ''অনার্য ভাষার ছাঁচে ঢালা আর্য ভাষা।''

ভাষাচার্য তাঁর O.D.B.L.-এ বিকৃত প্রাচ্য সংস্কৃতি থেকেই যে বাংলা ভাষার উৎপত্তি, তা দেখিয়েছেন। তাহলে এটি বোঝাই যাচ্ছে যে, অনার্যদের দ্বারাই কথ্য ভাষা বাংলার সৃষ্টি হয়েছে, তাই বাংলা মিশ্র অনার্য ভাষা ও বাঙালি জাতিও মিশ্র অনার্য জাতি। এই অনার্য গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অস্ট্রিক বর্গে সাঁওতালি প্রভৃতি ভাষা আছে। কাজেই অনার্য সাঁওতাল ইত্যাদি গোষ্ঠীর অনার্যত্বের সঙ্গে বাঙালির অনার্যত্বের মিল ও পারস্পরিক গ্রহণ-বর্জনের জন্যই উভয় জাতির সাংস্কৃতিক নানান আদানপ্রদান বিষয়গুলি গড়ে উঠেছে। এখানে তার কতকগুলি দিক আলোচনা করা গেল—

প্রথমেই ভৌগোলিক ইতিহাসের বিষয়ে আসা যাক। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব' গ্রন্থে বাংলার যে ভৌগোলিক সীমা দেখিয়েছেন বর্তমানে তা পরিবর্তন হলেও আসলে যে এই সকল অঞ্চল সাঁওতাল ইত্যাদি অনার্যদেরই বসবাস, তা বলাবাহুল্য। কারণ, বাংলার প্রাচীন জনপদগুলির যে নাম তিনি উল্লেখ করেছেন, যথা 'বঙ্গাঃ', 'রাঢ়াঃ', 'পুণ্ড্রাঃ' ইত্যাদি, সেই 'বঙ্গাঃ', 'রাঢ়াঃ', 'পুণ্ড্রাঃ' ইত্যাদি শব্দগুলি সাঁওতালি ভাষাজাত এবং এই শব্দগুলিই তাদের গোষ্ঠী বা কৌম জীবনের নিদর্শন। কাজেই যা বাংলার সীমানা, তা সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য গোষ্ঠীর বসবাসের ঠিকানা। তাহলে দীর্ঘদিন ধরে দুটি ভাষাগোষ্ঠী একই ভৌগোলিক পরিসীমায় একই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবন কাটাতে গিয়ে তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক সমন্বয়, ভাষিক সমন্বয় ও তাদের পারস্পরিক 'Language speaking pattern'-এ মিশ্ররূপ, এগুলিই উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে নিহিত দ্বিভাষিকতার প্রেক্ষিত।

সুতরাং একই ভৌগোলিক ভূ-খণ্ডে একই ভূ-প্রকৃতিতে দুই ভাষিক গোষ্ঠী বাঙালি আর সাঁওতাল দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করার ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই উভয়ের বেশ কতকগুলো সাংস্কৃতিক বিষয়ে আন্তঃসম্পর্কগুলি গড়ে উঠেছে। সেগুলি হল,

(ক) সৃষ্টিতত্ত্বের ভাবনা ঃ মিথ অনুযায়ী

সাঁওতালি পুরাণ ও হিন্দু পুরাণ উভয় পুরাণেই বলা হয়েছে, পৃথিবী প্রথমে জলমগ্নই ছিল; দুই, দুই জাতির পুরাণেই ডিম থেকে সৃষ্টির কথা আছে; তিন, জল থেকে মাটি তুলে স্থলভাগ সৃষ্টির কথা উভয় জাতের পুরাণেই আছে; চার, কোনো কোনো শাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় স্বর্গীয় অশ্বের কথা উল্লেখ আছে। উচ্চৈঃশ্রবা নামে স্বর্গের ঘোড়া দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন বলে কথিত। সাঁওতালি পুরাণেও সৃষ্টিতত্ত্বে 'সিঞ্ সাদম' নামে ঘোড়াকে উচ্চৈঃশ্রবার সমতুল্য বলে গণ্য করা হয়। তবে বাঙালি হিন্দুরা যে সৃষ্টিতত্ত্বে সাঁওতালি পুরাণ দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত তার প্রমাণ পাওয়া যায় সৃষ্টিতত্ত্বে 'ডিম' বা 'পক্ষী টোটেম' ব্যবহৃত হওয়ার জন্য। কারণ বাঙালির ধর্মীয় জীবনে যে বহু দেবদেবীর বাহন হিসাবে ঐ পক্ষী ব্যবহৃত হয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এই পক্ষীই যে সাঁওতালদের টোটেম তা তাদের পুরাণেই উল্লেখিত। নৃ-ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন,

> ''বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা দাক্ষিণদের নিকট হইতে-ই হিন্দু পুরাণে গৃহীত হইয়াছিল। বিশ্বপ্রপঞ্চকে অণ্ডবৎ (''ব্রহ্মাণ্ড''-রূপে) কল্পনা, এবং মৎস কূর্ম বরাহ প্রভৃতি অবতারের কল্পনা, মূলতঃ ইহাদের-ই বলিয়া মনে হয়।''[২]

বলাবাহুল্য, এখানে 'দাক্ষিণদের' বলতে সুনীতিবাবু সাঁওতাল প্রভৃতি কোল জাতিকেই বলেছেন। আর্য-ব্রাহ্মণ্য 'পালিশ' পড়ায় এই বিষয়গুলি ধরা না গেলেও সুনীতিবাবুর মতই সত্য।

(খ) সামাজিক সংগঠনের মূল্যায়ন

সাঁওতাল জনসমাজকে বলা হয়ে থাকে মৌচাকের মত গোষ্ঠীবদ্ধ। এই সমাজের গঠনটি ছিল দু'ধরণের, যথা—রাজনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস ও সাংস্কৃতিক শ্রেণিবিন্যাস। রাজনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসে দেখা যায়, গ্রাম শাসনের সর্বোচ্চপদে যিনি ছিলেন তাকে বলা হয় 'মাঝি'। ইনি হলেন 'Supreme'। এর মাধ্যমেই নতুন গ্রাম প্রতিষ্ঠা হয়, সমাজের সমস্ত সামাজিক কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ, সংস্কার যথা—জন্ম, বিবাহ, বিচার ইত্যাদি মাঝির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়া থাকে 'পারাণিক', 'জগমাঝি', 'জগ-পারাণিক', 'নায়কে', 'কুডাম-নায়কে' ইত্যাদি।

সাংস্কৃতিক শ্রেণিবিন্যাসটি সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস-নির্ভর। সাঁওতালদের সমাজে সাংস্কৃতিক শ্রেণিবিন্যাসে লক্ষ করা যেত 'কিস্কু' পদবীর লোকেরা রাপাজ' বা রাজা' নামে পরিচিত হত তাদের আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক প্রতিপত্তির জন্য, 'হেমব্রম'রা সমাজের প্রধান (noble man) ও সামাজিক বিচারক রূপে পরিচিত হত, 'মুর্মু'-রা ঠাকুর বা পৌরোহিত্যের কাজ-কর্ম করে থাকত ইত্যাদি। আবার নানান বিধিনিষেধভিত্তিক গোত্র হিসেবে নানান 'Taboo'-ও তারা মেনে চলে। সেই অনুযায়ী তাদের আলাদা ধর্মীয় প্রতীকও আছে।

বাঙালির সমাজ সংগঠনের দিকে তাকালে দেখা যায় কৌমভিত্তিক সংগঠন। এই কোমগুলি ছিল বঙ্গ, রাঢ়, পুণ্ড্র, গৌড় ইত্যাদি যাদের সম্পর্কে আমরা আগেই বলবার চেষ্টা করেছি। এই কোমগুলিই যেহেতু অনার্য বাঙালির পরিচয়, তাই বাঙালি সমাজ গঠনে অনার্য সাঁওতালদের যে প্রভাব ও দান আছে, তা ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জনবাবুর মতই বহু পণ্ডিতগণ মনে করেছেন। যেমন নীহারবাবু লিখেছেন,

> ''আমাদের গ্রাম্য পঞ্চায়েতী শাসনযন্ত্র এই প্রাচীন কৌম সমাজের দান; পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্বাচিত দলপতি স্থানীয় কৌম শাসনযন্ত্রে নায়কত্ব করিতেন। মাতৃপ্রধান বা পিতৃপ্রধান কৌম ব্যবস্থানুযায়ী উত্তরাধিকার শাসন নিয়ন্ত্রিত হইত, এবং সামাজিক দণ্ডের ও নির্দেশের কর্তা ছিলেন পঞ্চায়েতমণ্ডলী।''[৩]

এখন যেমন ব্রাহ্মণদেরও অনেক বিভাগ আছে ও অনেক গোত্র আছে, আর সেই গোত্রের 'Taboo'-গুলো তারা সেইভাবেই মেনে চলে, অনরূপ অন্যান্য বৃত্তিধারী মানুষদেরও, যারা সকলেই সংকর বর্ণ, তাই 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' যাদের 'উত্তম-সংকর, মধ্যম-সংকর ও অধম-সংকর বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদেরও অনেক বিভাগ ও গোত্র এবং গোত্রের 'Taboo' আছে, তারাও এই 'Taboo'-গুলো মেনে চলে। তাই বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে সাঁওতালদের মতই বাঙালিদেরও এই আন্তর্গঠনটি দেখা যায়। আবার সাঁওতালদের মতই এই গোত্রগুলির যে আলাদা আলাদা চিহ্ন ছিল তা উল্লেখ করেছেন গবেষক পণ্ডিত লোকেশ্বর বসু।

> ''গোত্রের অর্থ গোষ্ঠ বা গো-সম্পদে যুক্ত বা স্থিত। প্রাথমিক পর্বে আর্য্যরা ছিল পশুপালক। সম্পদ বলতে বোঝাতো গোধন। আদিতে এই গোধন ও গো-চারণ-ভূমি ছিল যৌথসম্পদ। বোধহয় গরুগুলির গায়ে পৃথক পৃথক দগ্ধচিহ্ন দিয়ে গোষ্ঠীর মালিকানার সাক্ষ্য রাখা হত। কালক্রমে এগুলি পরিবার বা গোষ্ঠীর সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। যে ঋষির গো-সম্পদে গোষ্ঠী নির্ভরশীল ছিল সেই গোষ্ঠীর সকলেই সেই গোত্রনাম গ্রহণ করে।''[৪]

আবার হয়তো বা সাঁওতালদের মতই বাঙালির বিভিন্ন গোত্রগুলির ধর্মীয় প্রতীক কিংবা পরিবারগত টোটেম থাকতে পারে।

(গ) সামাজিক তথা লৌকিক আচার

একটি সমাজবদ্ধ জাতিগোষ্ঠীর পালিত সামাজিক আচারই তার জাতি সত্তার পরিচয় দেয়। আর এখানেই দক্ষিণবঙ্গের বাঙালি ও সাঁওতালদের পালিত সামাজিক আচারগুলির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, উভয় ভাষীই একটি জাতি সত্তারই বর্তমান প্রতিভূ। যেমন—

জন্মসংস্কার : বাঙালি সমাজে যখন কোনো শিশু জন্মায় তখন একজন 'দাই বুড়ি'কে আনা হত এবং সেইই মাতৃজঠর থেকে নাড়ী ছেদন করে শিশুকে ভূমিষ্ঠ হতে সাহায্য করত। এই একই বিষয় সাঁওতাল শিশুর জন্মের সময়ও করে থাকে 'দাই বুড়ি', যাকে সাঁওতালিতে 'দাঁই বুডহি' বলা হয়। মনে হয় এই শব্দ থেকেই আগত 'দাই বুড়ি' শব্দটি। এছাড়া নামকরণে উভয় সমাজেই শিশু তার পিতৃকুলের গুরুজনের নাম পায় এবং পরের বারের সন্তানরা মাতৃকুলের নাম পেয়ে থাকে। ছয়মাস পর শিশুর অন্নপ্রাশনে বাঙালি সমাজে যে লোকাচারগুলি আছে তা সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্যদের কাছ থেকেই গৃহীত। এই অনুষ্ঠানকে সাঁওতালিতে বলা হয় 'চাচো ছাটিয়াঁর'।

বিবাহরীতি : বিবাহরীতিতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একই বিষয় লক্ষ করা যায়। তার দু'একটি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা গেল বাঙালি সমাজে নিমন্ত্রণের সময় যে পান-সুপারির ব্যবহার করা হয়, তা ''পান ও সুপারীর ব্যবহার ইহাদের নিকট হইতেই ভারতীয় সভ্যতায় গৃহিত হয়।''[৫] এখানে 'ইহাদের' বলতে নৃ-ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিবাবু সাঁওতাল প্রভৃতি কোল জাতিকেই বলেছেন। অর্থাৎ গাছের পাতা দিয়ে নিমন্ত্রণের সংস্কৃতি সাঁওতালদের থেকেই আগত। কারণ সাঁওতালি সমাজেও নিমন্ত্রণে শালগাছের পাতা ব্যবহার করা হয়, যাকে বলে 'গিরী'। অবশ্য এই পাতার সঙ্গে থাকে হলুদ জলে চোবানো গিঁটবাঁধা সাদা সুতো, দুর্বাঘাস ও আতপচাল। এই শালপাতা ব্যবহারের ধারণা থেকেই পত্র বা নিমন্ত্রণ পত্র এসেছে। বাঙালিদের বিবাহে হলুদের ব্যবহারও এদের কাছ থেকেই নেওয়া। বিবাহের আগের দিন বিবাহের মণ্ডপ সজ্জায় আমপাতা, কলাগাছ, তীর, মাঝখানে খোঁড়া গর্ত ইত্যাদি বিষয়গুলি বাঙালিরা সাঁওতালদের থেকেই গ্রহণ করেছে।

সাঁওতালদের ক্ষেত্রে পাত্র বিবাহে রওনা হয়ে প্রথমে একটি বৃক্ষকে বিবাহ করে, সেটি মূলত আম্রবৃক্ষই হয়। এটি একটি লোকাচার, মনে হয় এর উদ্দেশ্য হল সাঁওতালদের প্রকৃতি সংরক্ষণ। প্রাচীনকালে বাঙালি হিন্দুদের মধ্যেও এরূপ বৃক্ষ বিবাহ ছিল বলে গবেষক পণ্ডিত অতুল সুর মহাশয় জানিয়েছেন। অবশ্য সেখানে একাধিক বিবাহ সম্পর্কিত লোকাচারই প্রদর্শিত। আবার বিবাহের নানান রকমফের উভয় জাতির মধ্যেই লক্ষ করা যায়।

মৃত্যুসংস্কার : মৃতদেহকেন্দ্রিক যে সংস্কার, তা উভয় ভাষীদের ক্ষেত্রে একইভাবে পরিলক্ষিত। তারপর চিতা সাজানো, মৃতদেহটি দক্ষিণদিকে মাথা করে শোয়ানো, মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্রের দ্বারা মুখাগ্নি, ক্রমে আত্মীয়-পরিজনদের দ্বারা অগ্নিসংযোগ, মৃতদেহ দাহ হলে পর একটি মাটির ভাঁড়ে দগ্ধাস্থি সযত্নে সংগ্রহ এ সবই বাঙালি হিন্দুরা সাঁওতালদের থেকেই নিয়েছে। E.T. Dalton লিখেছেন,

> "The Brahman like the santal, carefully preserves the bones in an earthen vessel; he is ordered to bury them in a safe place till a convenient season arrives for his journy to the sacred river – in his case the Ganges – where he consigns the vessel with its contents to the river."[৬]

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিন পর্যন্ত সিদ্ধ খাওয়া, শ্রাদ্ধের দিন পুরানো হাঁড়ি-কুড়ি, জামাকাপড় ফেলা, পরিবারের লোকেদের চুল-

দাড়ি-নখ কেটে অশৌচ মুক্ত হওয়া, তারপর নতুন ধুতি বা পোশাক ও গলায় বেলকাঠের কণ্ঠীমালা পরা এসবই যে সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীদের কাছ থেকেই বাঙালিরা নিয়েছে তা, অনেকেই বলেছেন। এমনকি ''মৃতের উপর স্তূপ রচনা, ইহাও দাক্ষিণ জাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি ছিল।''[৭] এই 'দাক্ষিণ' বলতে ভাষাচার্য সুনীতিবাবু সাঁওতাল প্রভৃতি কোল জাতির কথাই বলেছেন।

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন,

> ''আমাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক দৈনন্দিন জীবনের মূল অস্ট্রিক ও দ্রবিড় ভাষাভাষী আদি কৌমসমাজের মধ্যে। সেই হেতু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাচীনতম আভাস এই দুই ভাষার এমন সব শব্দের মধ্যে পাওয়া যাইবে যে-সব শব্দ ও শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তু আজও আমাদের মধ্যে কোনও না কোনও রূপে বর্তমান।''[৮]

বাঙালির ও সাঁওতালদের দৈনন্দিন জীবন আলোচনা করলে এই উক্তির যথার্থতা পাওয়া যাবে। এখানে কেবল গণনা কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিকে দেখানো হল।

(ঘ) গণনা পদ্ধতি :

প্রাচীন বাংলায় এমনকি দক্ষি ণবঙ্গে একেবারে গ্রাম্য এলাকায় যে সমস্ত বাঙালি বসবাস করে তাদের সংখ্যা গণনা এরকম, যথা—এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়ি ইত্যাদি। আবার বাইসকে (২২) বলে এক কুড়ি দুই এইভাবে। আবার এক পণ অর্থাৎ ৮০টায় এক পণ গণনার রীতি প্রচলিত আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,

> ''এই কুড়ি শব্দটি এবং গণনারীতিটি—দুইই অস্ট্রিক। সাঁওতালি ভাষায় উপুণ বা পুণ বা পণ কথাটির অর্থ ৮০ এবং সঙ্গে সঙ্গে ৪-ও। মূল অর্থ চার। অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকদের ভিতর কুড়ি শব্দ মানবদেহের কুড়ি অঙ্গুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত; কুড়িই তাহাদের সংখ্যাগণনার শেষ অঙ্ক এবং কুড়ি লইয়া এক মান। কাজেই এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়িতে (৪ x ২০ = ৮০) এক পণ। এই অর্থে আশিও পণ, চারও পণ। এই পণও তাহা হইলে অস্ট্রিক শব্দ।''[৯]

৩০ দিনে একমাস, এই একমাস কিন্তু চান্দ্রমাস, অর্থাৎ চন্দ্রের তিথি ধরে ৩০ দিন গণনা করা হয়। সাঁওতালিতে একমাসকে 'চাঁদো' বলা হয় অর্থাৎ চান্দ্রমাসের ধারণা এইখান থেকেই। নৃ-ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ''চন্দ্রের তিথি ধরিয়া কাল নিরূপণ-ও সম্ভবতঃ ইহাদেরই রীতি ছিল।''[১০]

কৃষি ও প্রকৃতি কেন্দ্রিক যাপিত জীবন :

ভারত তথা সমগ্র বাংলায় সাঁওতাল প্রভৃতি অস্ট্রিক গোষ্ঠীই যে প্রথম কৃষিকর্মের সূত্রপাত করেছিল তা, প্রায় সকল সমালোচকই বলেছেন। ''বস্তুত, আর্য-ব্রাহ্মণ্য সাধনায় যথার্থ আর্যপ্রবাহ মূলত ক্ষীণ।''[১১] এবং ভাষাচার্য সুনীতিকুমারও বলেছিলেন যে বাঙালির এই 'আর্য্যামী' আসলে 'গরম-মশলা' মাত্র। তাই কৃষি ও প্রকৃতি কেন্দ্রিক বাঙালির যে সংস্কৃতি, তা যে সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য সংস্কৃতির উপর দাঁড়িয়ে, কতকগুলি বিষয় আলোচনা করলে, তা প্রমাণিত হবে।

(ক) সহরায় বা সরহায় ও কালীপুজো : কৃষিকে কেন্দ্র করে সাঁওতাল ও বাঙালিদের নানান লোকাচার থাকে বীজ বপন থেকে শুরু করে শস্য সংগ্রহ পর্যন্ত। শস্য সংগ্রহ হয়ে গেলে সাঁওতালরা যে উৎসব পালন করে থাকে তাকে 'সরহায়' বা 'সহরায়' বলে। বড় অমাবস্যা বা জ্বালা অমাবস্যা বা দীপাবলী বা কালীপুজোর দিন থেকে পাঁচদিন ও পাঁচরাত্রি ধরে চলে

এই উৎসব। অমাবস্যার পর দিনই পিত্রালয় থেকে দাদা, ভাই বা কেউ এসে প্রবাসী মেয়ে ও তার স্বামীকে শ্বশুর বাড়ি থেকে নিয়ে যায় তার বাপের বাড়ি। এই দিনটি মেয়ের অহংকারের দিন। এই দিনটির জন্য মা মেয়ে সংবৎসরকাল পরস্পর পরস্পরের প্রতি অপেক্ষা করে থাকে। এই নিয়ে 'সরহায়'-এর কত গান আছে। ভক্তকবি রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের আগমণী ও বিজয়ার যে সঙ্গীতগুলি গড়ে উঠেছে, যে সমাজ প্রেক্ষিত ও সুরকে কেন্দ্র করে, তার ভিত্তি সাঁওতালদের 'সরহায়' উৎসব বলেই মনে হয়। কারণ সাঁওতালদের মতো বাঙালি বিবাহিত কন্যারাও দুর্গাপুজোর আগে বৎসরান্তে একবার পিতৃগৃহে আসে এবং মা মেয়ের পরস্পর করুণ অপেক্ষার অবসান হয় এই সময়েই। এই বিষয়ই দেবদেবীর আধারে পরিবেশিত করেছেন রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত।

(খ) বাহা ও বসন্তোৎসব : প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণের পাতা ও ফুলরাশিকে অভিনন্দন জানানোর জন্য সাঁওতালদের উৎসব হল 'বাহা' অর্থাৎ ফুল। এই উৎসব হল কৃতজ্ঞতারই অভিনন্দন, কারণ এই ফুল, ফলে রূপান্তরিত হবে আগামী দিনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে, অর্থাৎ এ উৎসব হল শস্যলাভের প্রত্যাশার উৎসব অবগুণ্ঠিত কৃষি উৎসব। আবার এ উৎসব বৃক্ষ ও প্রকৃতি পূজাও, যা বাঙালির বৃক্ষপূজা বা প্রকৃতি পুজোর উৎস। বাহা পরবে সাঁওতাল নারীরা প্রথম পুজোর শাল ফুল মাথায় পড়ে ও নাচগান করে। একে 'বাহা এনেচ্' বা পুষ্প নৃত্য বলা হয়। পুজোর দ্বিতীয় দিনে একে অপরকে জল কিংবা ধুলো দিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় সাঁওতাল নর-নারীরা অনেকটাই মুক্ত অবস্থায় থাকে। লক্ষণীয় এই 'বাহা' অনুষ্ঠানই বাঙালি সমাজে মনে হয় 'বসন্তোৎসব'-এ পরিণত হয়েছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে হোলী বা দোলযাত্রা।

(গ) শারদোৎসব তথা দুর্গোৎসব ও দাঁশায় : দুর্গম বর্ষার পর যখন বাংলার গ্রাম ও প্রান্তর শ্যামল হয়ে ওঠে, তখন বিশ্রাম ও অবসরের দিনে কৃষিজীবী বাঙালি নবপত্রিকাকে আহ্বান জানাত, আর দীর্ঘকাল ধরে চলত এই উৎসব। এই নবপত্রিকা হল কদলী, ডালিম, ধান, হলুদ, মান, কচু, বেল, অশোক ও জয়ন্তী। আসলে এটি এক প্রচ্ছন্ন কৃষি উৎসব, যা সাঁওতালদের 'বাহা' পরবের মধ্যে লক্ষণীয়, বসন্তকালীন নবরূপে প্রকৃতিকে পূজা আসলে কৃষির উৎসব। এই নবপত্রিকা পূজাই হল শারদোৎসব, আর এই উৎসবে 'দুর্গা' যুক্ত হওয়ার ফলে এটি দুর্গোৎসব নামে পরিচিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে নবপত্রিকার পূজাই দুর্গোৎসবের উৎস।

এই শরৎকালীন দেবী দুর্গার পূজা একমাত্র 'কৃত্তিবাসী রামায়ণেই' পাওয়া যায়, আর কোথাও নয়। তবে তিনি যে দুর্গা, এই নামটি পাওয়া যাচ্ছে সাঁওতালি লোককাহিনীতে। এই লোককাহিনীতে আছে, আর্য্য দলনেতা ইন্দ্রের সঙ্গে অনার্য তথা খেরোয়াল দলনেতা 'হুদুড়দুর্গা'র প্রচণ্ডলড়াইয়ে ইন্দ্র পরাজিত হওয়ার পর এক অসাধারণ সুন্দরী কুহকিনী যুবতী নারীকে পাঠানো হয়েছিল হুদুড়দুর্গাকে ছলাকলা দেখিয়ে বধ করতে। ঐ নারীর কুহকিনী মায়ায় খুব সহজেই খেরোয়াল দলনেতা পরাজিত হয়। আর ঐ দলনেতাকে বধ করায় ঐ নারীর নাম হয় 'দুর্গা'। তাই সাঁওতাল ছেলেরা এই পুজোর কটাদিন বাড়িতে আলো জ্বালায় না বা অন্ধকার করে রাখে। আর বাড়িতে থাকে না কিংবা কাজেও যায় না, তারা মাথায় পাগড়ী বেঁধে ময়ূরের পালক গুঁজে নারীর মত পোশাক পরে লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরি 'ভুয়াং' বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি ঐ যুদ্ধে পরাজয়ের কাহিনী ও দুঃখ বর্ণনা করে বেড়ায় গানের মাধ্যমে। এটিই তাদের 'দাঁশায়' পরব বা 'দাঁশায় এনেচ্' (নৃত্য)।

উক্ত দুর্গাপুজোর অন্যান্য দেবদেবীদের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, দেবী লক্ষ্মী হলেন ধানের বা সম্পদের দেবী, তার বাহন হল পেঁচা, অর্থাৎ তিনি কৃষির দেবী এই ধারণা যে সাঁওতালদেরই, তা আমরা ইতিমধ্যেই দেখাবার চেষ্টা করেছি। অন্যদিকে লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, গণেশের ইঁদুর, সরস্বতীর হাঁস, কার্তিকের ময়ূর, আবার মনসার সাপ, চণ্ডীর গোসাপ ইত্যাদি

বাহনগুলি সাঁওতাল প্রভৃতি অস্ট্রিক গোষ্ঠীর পশু-পক্ষী 'টোটেম'-এরই ধারণা-জাত। বলাবাহুল্য, শিব যে অনার্য, তা সর্বৈব সত্য। যদিও দেব-দেবীর মূর্তি কল্পনা অনার্য দ্রাবিড় সংস্কৃতির দান, তবে দ্রাবিড়ীয় 'লিঙ্গ-ধারণা' বা শিবমূর্তি নির্মাণ সাঁওতাল তথা খেরওয়াল গোষ্ঠীর পৌরাণিক দেবতা 'মারাংবুরু' থেকে বলেই মনে হয়।

নানান বিশ্বাস-সংস্কার :

এবার বাঙালির নানান সংস্কার তথা 'ট্যাবু' কেন্দ্রিক মানসগঠনের বিষয়টি আলোচনা করা হল। প্রথমে বাঙালির 'মঙ্গল ঘট'-এর কথা ধরা যাক। বাঙালির সমস্ত শুভকাজে জলপূর্ণ কলস দরজার পাশে রাখা হয়। এই ঘট পূজাতে বা ঘটে যে জিনিসগুলি লাগে তা সবই সাঁওতাল বা কোল গোষ্ঠীর আদিম সংস্কার পদ্ধতিরই দান। এরকম মঙ্গল ঘটকে সাঁওতালিতে বলে 'সাগুন ঠিলি' বা পূণ্য কলস। এই সংস্কার বা 'ট্যাবু'ই বাঙালির মঙ্গলঘটে অর্পিত। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে (বিবাহ, পুজো ইত্যাদি), গৃহপ্রবেশে, অতিথিবরণে কলা ও কলাগাছ, দুর্বাঘাস, ধান, আমপাতা বা আম্রপল্লব, হলুদ ইত্যাদির একটা বড় ভূমিকা থাকে। এই সমস্ত গাছ বা শষ্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লোকবিশ্বাস বাঙালিরা সাঁওতাল সমাজ থেকেই গ্রহণ করেছে।

বাঙালির নারী মহলে যেসকল সংস্কার-বিশ্বাস প্রচলিত আছে, তা হল গ্রামসমাজে শিশুর জন্মের পর তার হাতে লোহার বালা পরানো, কোমরে লোহার জাল-কাঠি পরানো, শিশু ঘুমানোর সময় মাথার দিকে বিছানার কাজললতা কিংবা লোহার কিছু রাখা, চোখে কাজল ও কপালে টিপ পরানো ইত্যাদি সংস্কারের পিছনে যে অশুভ বিষয়ের বিশ্বাস তা সাঁওতালি সংস্কার থেকেই আত্তিকৃত। এমনকি আগেকার দিনে ছেলেমেয়েদের একটা করে ডাকনাম রাখা পচা, বুচি, পটল, টেপি, কেলো, গুলে, গুয়ে, হাবা, হাঁদা ইত্যাদির পিছনে ঐ অশুভদৃষ্টির সংস্কারই কাজ করত।

এই যে উভয় ভাষীর একই ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করার ফলে যে সাংস্কৃতিক মিল বা acculturation ঘটেছে, ফলে উভয় জাতিগোষ্ঠীই তাদের যাপিত জীবনে একই জীবনাভিজ্ঞতাকে তাদের লোকসাহিত্যে ব্যক্ত করেছে, তা প্রবাদই হোক, বা ধাঁধা, ছড়া, লোককথা, লোকগান কিংবা সাঁওতালি বিনতি ও বাঙালি ব্রতই হোক সব ক্ষেত্রেই তাদের সাংস্কৃতিক মিল ও মিশ্রণটি লক্ষ করা যায়।

সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক হল ভাষা, ফলে ভাষার শব্দভাণ্ডারেও উভয়ই ভাষীর আন্তঃসম্পর্কগুলি গড়ে উঠেছে দীর্ঘদিন ধরে একই অঞ্চলে বসবাস করার জন্য এবং দৈনন্দিন জীবন ধারণের ফলে দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক থেকে। বাংলার বহু জিনিসের নাম, তার দেশি শব্দ বলে খ্যাত এমন অনেক শব্দ, বিশেষ করে বাঙালির ধ্বন্যাত্মক শব্দ যে সাঁওতালি শব্দ দ্বারা গঠিত, তা গবেষক ড. ক্ষুদিরাম দাশ মহাশয় তাঁর 'সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান' বইয়ে দেখিয়েছেন। এমনকি বাঙালির অনেক স্থাননামও যে সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য শব্দ দ্বারা গঠিত, তা ভাষাচার্য সুকুমার সেন মহাশয়ের 'বাংলা স্থাননাম' বইয়ে দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া সাঁওতালি ভাষায় যে অনেক বাংলা শব্দ ব্যবহৃত হয়, তা আমরা অনেকেই জানি। এই কারণেই তাদের মধ্যে ভাষিক রীতির আন্তঃসম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যা তাদের পরস্পরের ভাষায় দ্বিভাষিক হওয়ার পথকে ত্বরান্বিত করেছে।

তথ্যঋণ

১. চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার, বাংলা ভাষার কুলজী, প্রমথ চৌধুরি এম, এ, বার-য়াট-ল কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, উইকলী নোটস প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পৃ. ১।

২. চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার, সাংস্কৃতিকী (অখণ্ড সংস্করণ), আনন্দ, কলকাতা প্রথম অখণ্ড সংস্করণ ২০১৭, পৃ. ৫৪।

৩. রায় নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬, পৃ. ৩১৮।

৪. বসু লোকেশ্বর, আমাদের পদবীর ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা : প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৮১, পৃ. ৪০।

৫. সাংস্কৃতিকী (অখণ্ড সংস্করণ), পৃ. ৫২।

৬. Dalton Edward Tuite, Descriptive Ethnology of Bengal, Printed for the Government of Bengal under the Direction of the Council of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1872, page -229

৭. সাংস্কৃতিকী (অখণ্ড সংস্করণ), পৃ. ৫৪।

৮. বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব, পৃ. ৪৪২।

৯. ঐ, পৃ. ৪৩।

১০. বাংলা ভাষার কুলজী, পৃ. ৪।

১১. বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব, পৃ. ৪৩।

বিকাশ মুরমু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আরামবাগ গার্লস কলেজ, হুগলি

হাংরি জেনারেশন ও বিট্ জেনারেশন আন্দোলনের দুই স্বতন্ত্র নাম

অভিষেক প্রামাণিক

কল্পনায় ভাসতে ভাসতে মেঘের স্পর্শ পাওয়া এক বিলাসী মন সাহিত্যের পরিসরকে রঙিন করে তোলে। এমন ধারণা নিয়ে স্নিগ্ধ স্পর্শে সাহিত্যচর্চা বাঙালির প্রায় মজ্জাগত। শ্লীলতা, শিষ্টাচার, সাহিত্যের নৈতিকতা নিয়ে দীর্ঘদিন সাহিত্য রচিত হয়েছে বাংলা ভাষায়। শ্লীলতার একটা মাত্রায় থেকে বাস্তব নামে চিহ্নিত এক বিশেষ পরিসরকে ভাষায় প্রকাশ করে সাহিত্য হয়েছে। বাস্তবের সঙ্গে মিশেছে কল্পনা। সাহিত্যের প্রায় সব সংরূপেই সাহিত্য রচনার একটা অভ্যস্ত পথ বাংলা ভাষায় গড়ে উঠেছিল বা চলছে। কিন্তু চলব বললেই তো কালের অগ্রগতিতে একই শৃঙ্খলে বরাবর সাহিত্য প্রবাহিত হয় না। মাঝে মাঝেই বহু অনুশীলিত ধারাপ্রবাহে নতুন নতুন মোড় আসে। নতুন পথ সৃষ্টি হয়। একটা প্রচলিত ধারায় অবগাহন করতে পারলেই বুঝি সাহিত্য ফলানো যায় বা সাহিত্যিক হয়ে ওঠা যায় এই ধারণার মূলে বড্ড বড় অভ্যাসের তীব্র গন্ধে যখন ম ম করছিল তখনই স্বাধীন ভারতের বাস্তবচিত্র ও সমগ্র বিশ্বব্যাপী চলতে থাকা সাংস্কৃতিক ক্ষুৎ কাতরতার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন বাংলারই বেশ কিছু যুবক। সময়ের পচনশীল অবস্থাকে তাঁরা তাঁদের হাতে ধরা কলমের ধারালো লেখনীতে অপারেশন করে সুস্থ করে তুলতে চেয়েছিলেন। সময়ের মধ্যে গড়ে ওঠা অবিশ্বাসের স্তূপকে পরিষ্কার করতেই, সেই স্তূপের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন তাঁরা। তাঁরা বাংলার হাংরি জেনারেশন। বাংলাসাহিত্যের প্রথম পত্রিকা নির্ভর ঘোষিত সাহিত্য আন্দোলন। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই বাংলাসাহিত্য প্রথম সাক্ষী হল সাহিত্যিক আন্দোলনের। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা সাহিত্যধারার মধ্যে একটি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন হাংরি জেনারেশনের সাহিত্যিকরা। বিস্ফোরণ বলতে আক্ষরিক অর্থেই বিস্ফোরণ। কারণ কবিতা লেখার জন্য পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া, আদালতে মামলা হওয়া ও সাহিত্য সৃষ্টির জন্য আইনের সামনে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হয়েছিল হাংরি আন্দোলনকারীদের। বাংলাসাহিত্য দেখল শুধু একটি কবিতা একাধিক সাহিত্যিককে আদালতের আইনি প্রহরায় জবাবদিহি করতে বাধ্য করতে পারে। তাহলে এমন সাহিত্যচর্চাকে অবশ্যই আন্দোলন বলতে হয়। আন্দোলন প্রচলিতের বিরুদ্ধে গিয়ে, সমস্ত মেকিত্বের চোখে চোখ রেখে। সাহিত্যের প্রচলিত ধারা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ভিন্ন পথ ধরলে যে পুলিশে ধরতে পারে, হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের ইতিহাস তার প্রমাণ।

কিন্তু হঠাৎ কী এমন ঘটল যে বাংলাসাহিত্যে একদল সাহিত্যিক আন্দোলন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন? বেশ তো ছিল শান্ত শুভ্র সাহিত্যচর্চার বাঙালি পরিমণ্ডল। একরকম জানা অজানা নির্দিষ্ট কাঠামো মেনে রচিত হচ্ছিল সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপ। আসলে সব বেশ থাকাই ভালো থাকা নয়। কোথাও কোনও এক ছিদ্রপথে অন্বেষণের আগ্রহে ধরা দেয় অন্তঃসারশূন্য সময়ের পরিধি। 'হাংরি জেনারেশন' আন্দোলনকে অনেক ক্ষেত্রে 'ক্ষুধার্ত আন্দোলন' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু 'ক্ষুধা' অর্থে অনাহার, দুর্ভিক্ষ বা 'সাহিত্যিক ক্ষুধা' ভাবলে ভুল হবে। যেকথায় 'In The Sowre Hungry Tyme' এর অর্থ কেবলমাত্র ক্ষুধা নয়, সময়ের এক পচনশীল অবস্থা। এই পচনশীল সময়কে নিজেদের সাহিত্যে প্রকাশ করতে চাইলেন হাংরি জেনারেশনের সাহিত্যিকরা। তৎকালীন অবস্থায় যেন 'হাংরি জেনারেশন' আন্দোলন একটি স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সাহিত্যিকদের কাছে। বিকল্প হিসাবে প্রথাগত সাহিত্যচর্চা সেই সময়কে ধরতে পারত না। এমনটা অন্তত হাংরি জেনারেশনের সাহিত্যিকেরা মনে করেন। এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে

প্রামানিক, অভিষেক : হাংরি জেনারেশন ও বিট্ জেনারেশন আন্দোলনের দুই স্বতন্ত্র নাম
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 20, No. 1, June 2023, Pages : 11-15, ISSN 2249-4332

ওঠে সময়। সময়টা ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী দুই থেকে তিন দশক। স্বাধীনতা অর্জনের পর কুড়ি থেকে ত্রিশ বছর আমাদের দেশবাসীর মধ্যে নানা চিন্তা ও নব আবিষ্কারের দৃষ্টিকে উন্মোচিত করেছিল। রাজনীতির দোলাচলতা, অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থা, নব্য প্রশাসনের নানা ত্রুটি, দেশের মানুষের মধ্যে সর্বগ্রাসী অভাবের ব্যাপক প্রসার সবই ঘটেছে এই সময় পর্বে। তবে একইসঙ্গে এই সময়ের মধ্যে ছিল এক বাঁধভাঙা স্বাতন্ত্র্য বোধের উজ্জ্বল স্রোতধারা। সমান্তরাল ভাবে নতুন কিছু করার আগ্রহ ও পুরনো ও প্রচলিতকে চ্যালেঞ্জ জানানো স্বাধীন, দেশের স্বাধীন চিন্তাশীল মানুষদের চিত্তের এক স্বাভাবিক অনুশীলন হয়ে উঠেছিল। সেই অনুশীলনেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রচলিত দর্শনকে হাংরি জেনারেশন অস্বীকার করতে চেয়েছিল। আর এই অস্বীকারের মধ্যে দিয়েই তাঁরা সাহিত্যের পরিসরে স্বাধীনতাকে সর্বশক্তিসম্পন্ন সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিলেন।

বিশ শতকের ছয়ের দশকের শুরুতেই বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ধারার মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে 'হাংরি জেনারেশন' পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলনের পথ চলা। আন্দোলনের পথ চলার মধ্যে নানা ওঠাপড়া, বিতর্ক এমনকি পুলিশি চোখ রাঙানি থাকলেও বাংলা সাহিত্যের ধারায় এই আন্দোলনের অস্তিত্বকে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। ক্ষমতার মোহজাল ছিন্ন করে সাহিত্যের গা থেকে তত্ত্ব, দর্শন, ধর্ম, নীতি ঝেড়ে ফেলে ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাস থেকে 'হাংরি জেনারেশন' আন্দোলনের সূচনা। উত্তম দাস হাংরি জেনারেশন আন্দোলন সূচনার প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

> ''১৯৬২-র এপ্রিলে বের করলেন 'হাংগ্‌রি জেনারেশন।' তিন কলমে ডবল ক্রাউন ১/৮ কাগজের এক পৃষ্ঠায় ছাপা বুলেটিন। বার্জাস টাইপে ছাপা হলো—স্রষ্টা : মলয় রায়চৌধুরী। নেতৃত্ব : শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা : দেবী রায়।''[১]

তবে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন কবে থেকে শুরু হয়েছে সে বিষয়ে বিভিন্ন মতামত প্রচলিত আছে। আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সাহিত্যিক ও সমালোচকদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। শৈলেশ্বর ঘোষ জানিয়েছেন ১৯৬৩-৬৪ সালে হাংরি আন্দোলনের সূচনা।[২] অন্যদিকে অজিত রায় জানিয়েছেন, ১৯৬১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে 'হাংরি জেনারেশন' নামের ইস্তেহার থেকেও হাংরির সূচনা। বলা যায়, সাহিত্য আন্দোলন হিসাবে হাংরি জেনারেশনের সূচনা ১৯৬২ সাল থেকেই। ১৯৬১ সালে হাংরি ইস্তেহারে সাহিত্যের প্রকাশ অপেক্ষা তাঁদের ঘোষিত আন্দোলনের রূপরেখা উচ্চারিত হয়েছিল অধিক পরিমাণে। ফলে সেটা যেন সূচনার প্রস্তুতি পর্ব ছিল।

আন্দোলনের সূচনার দিনক্ষণ বা আন্দোলনের সঙ্গে প্রকৃতভাবে যুক্ত ছিলেন কারা ও আন্দোলনের সূচনা করেন কে? এরকম বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে হাংরি জেনারেশনের সাহিত্যিকদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। তবে দেখা যায় বিংশ শতকের ছয়ের দশকের একেবারে সূচনায় মলয় রায়চৌধুরী যখন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির ছাত্র তখন তাঁর দাদার বাড়িতে আসেন আমেরিকান কবি গিন্‌সবার্গ। তখনই সাহিত্যচর্চার পরিসরেই চসারের লেখা 'In The Sowre Hungry Tyme' থেকে মলয় রায়চৌধুরী 'হাংরি' শব্দটি গ্রহণ করেন। কারণ ঐ শব্দটিই সেই সময়ের সব থেকে উপযুক্ত প্রতিনিধি বলে তিনি মনে করেছিলেন। যার মধ্যে তৎকালীন পচনশীল সময়কে ধরে রাখার ক্ষমতা ছিল। সেখান থেকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সূচনা বলা যায়। তবে এই সূচনার সঙ্গে গিন্‌সবার্গের কোনও যোগাযোগ ছিল না। তবে বাংলা সাহিত্যের আন্দোলন হয়েও এই আন্দোলনের ঢেউ বিদেশ পর্যন্ত পৌঁছে ছিল একথা সত্য। আবার 'হাংরি জেনারেশন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় যখন নেতৃত্বে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নাম পাওয়া যায় তখন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্ককেও এই আন্দোলন থেকে একেবারে মুছে দেওয়া যায় না। অন্তত একেবারে আন্দোলনের শুরুর কথা বলতে গিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নাম হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রসঙ্গে অবশ্যই চলে আসে। বিনয় মজুমদারের 'ফিরে এসো চাকা' কবিতার সমালোচনায় লিখেছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'সম্প্রতি' পত্রিকার তৃতীয় সংকলনে। সময়টা ১৯৬২ সাল। শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

> ''বিদেশে সাহিত্য কেন্দ্র যেসব আন্দোলন বর্তমানে হচ্ছে কোনটি বিট জেনারেশন কোনটি এ্যাংরি বা সোভিয়েত রাশিয়াতেও সমপর্যায়ী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বাংলাদেশে কোন অনুক্ত বা অপরিষ্কার আন্দোলন ঘটে গিয়ে থাকে তবে তা আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক পরিবেশে ক্ষুধা সংক্রান্ত আন্দোলন হওয়াই সম্ভব। ওদিকে ওদেশের সামাজিক পরিবেশ এফ্লুয়েন্ট, ওরাবিট বা এ্যাংরি হতে পারে আমরা কিন্তু ক্ষুধার্ত। যেকোন রূপের বা রসের ক্ষুধাই একে বলতে হবে। কোন রূপ কোন রসই এতে বাদ নেই, বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। একে যদি বিট বা অ্যাংরি দ্বারা প্রভাবিত বলার চেষ্টা হয় তবে ভুল বলা হবে। কারণ এ আন্দোলনের মূলকথা 'সর্বগ্রাস'। অর্থাৎ ভাত, ডাল, চিংড়ি মাছের চচ্চড়ির সঙ্গে এই আন্দোলন বিট জেনারেশন সমেত মেখে লঙ্কা ও নিমকের টাকনা দিয়ে গ্রাস করতে চায়। বদহজম সংক্রান্ত কথা উত্থাপিত হবে না আশা করি। কারণ বদহজমই হলো শিল্প। জীবন চিবিয়ে যতটুকু অখাদ্য তার বমনই হল গদ্য, পদ্য, ছবি ইত্যাদি, গু গোবরের সামিল।''[৩]

'ক্ষুধার্ত' শব্দটিকে সাহিত্যের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। বিদেশি বিভিন্ন সাহিত্য চর্চার সঙ্গে এদেশের যে একটি মৌলিক সাহিত্য চর্চার ধারা আছে বা একেবারে মৌলিক ধারা প্রয়োজন সেটি তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন। খুব স্পষ্টভাবেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কথার মধ্যে বিট জেনারেশনের থেকে বাংলার নিজস্ব 'ক্ষুধার্ত' সাহিত্য চর্চাকে পৃথক বলে ঘোষণা করা আছে। অর্থাৎ শুরু থেকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের মধ্যে থাকা মৌলিকতা প্রকাশিত হয়েছে। এটি কোনও বিদেশি সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অনুকরণ নয়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় সেই মতকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তাঁর বক্তব্যে।

হাংরি জেনারেশন আন্দোলন কবিতার মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল। কবিতার জন্যই এই আন্দোলনের সাহিত্যিকদের ওপর নেমে এসেছিল আঘাত। কিন্তু কবিতাতেই থেমে থাকেনি হাংরি জেনারেশন। কবিতার পাশাপাশি ছোটোগল্প হাংরি জেনারেশনের এক অন্যতম প্রকাশ রূপ। সাহিত্য আন্দোলনের ধারণা আমাদের দেশের হতে পারে কিনা এ নিয়ে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই যেন একটা অনুকরণের বিশেষ করে পাশ্চাত্য অনুকরণের ধারণাকে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে। হাংরি জেনারেশনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। এই আন্দোলনের সঙ্গে বিদেশি কবির যোগ বা বিদেশের গ্রন্থাগারে হাংরি জেনারেশন পত্রিকা রাখা এবং একেবারে এই আন্দোলন নিয়ে বিদেশে পত্রিকা 'Time Magazine'এ লেখালিখি ইত্যাদি বিষয়গুলি হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে কোনো না কোনো বিদেশি আন্দোলনের যোগ ও বিদেশি আন্দোলনের অনুকরণ হিসাবে প্রচারের একটা সহজ পথ করে দিয়েছে। সেই সূত্রেই বাংলার হাংরি জেনারেশন আন্দোলন আর পাশ্চাত্যের বীট্ জেনারেশনকে এক পঙক্তিতে বসিয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। হাংরি জেনারেশনকে অনেক সময় বাংলা বা ভারতীয় 'বিট' সংস্করণ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে কি আদৌ কোনও যুক্তি আছে? সমকালীন আন্দোলন মানে এক আন্দোলন অন্য আন্দোলনকে প্রভাবিত করতে পারে বা অনেক ক্ষেত্রে করে। একথা ঠিক। তার মানেই একটি আন্দোলনকে অন্যটির দেশীয় সংস্করণ বলে দেওয়া ঠিক নয়।

'Time Magazine' এর প্রতিবেদনে হাংরি জেনারেশন সম্পর্কে লেখা হয়েছিল—

> "Born in 1962 with an inspirational assist from visiting U.S. Beatnik Allen Ginsberg, Calcutta's Hungry Generation is a growing band of young Bengalies with tigers in their tanks. Somewhat unoriginally they insist that only in immediate physical pleasure do they find any meaning in life, and they blame modern society for their emptiness."[৪]

খুব স্পষ্টতই টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত উক্ত প্রতিবেদনে আমেরিকান কবির পরিচয় বীটনিক হিসাবেই দেওয়া আছে। আর একথা ঠিকই যে সমীর রায়চৌধুরী ও মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে গিন্‌সবার্গের সাক্ষাৎ হয়েছিল। আবার BBC থেকেও যে ডকুমেন্টরি মুক্তি পেয়েছিল সেখানে ও হাংরি জেনারেশনকে চিহ্নিত করা হয়েছে India's Beats - The Hungry Generation হিসাবে। একটি আন্দোলনকে যখন চিহ্নিত করা হয় অপর একটি আন্দোলনের বিশেষণ হিসাবে, তখন দুটি আন্দোলনের মধ্যে সাদৃশ্য থাকবে এমনটাই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।

এখন বীট জেনারেশন আন্দোলনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। কী ছিল বীট জেনারেশন আন্দোলনের মূল সুর? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আমেরিকার একদল সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ শুরু করেন এই আন্দোলন। শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁরা প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত নীতি-রীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, স্বাধীন যৌন চিন্তা, প্রাচ্য দর্শনের প্রতি তাঁদের আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল। বস্তুবাদকে প্রত্যাখ্যান করে মানব জীবনের প্রকৃত অবস্থাকেই শিল্পের মূল ভিত্তি হিসাবে তাঁরা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। এমনকি তাঁরা psychedelic drugs এরও ব্যবহার করতেন। আমেরিকায় তাঁরা বীটনিক হিসাবে অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য বীটনিকরা হলেন—অ্যালেন গিন্‌সবার্গ, হার্বার্ট হাঙ্কে, উইলিয়াম বারস, জ্যাক কেরোয়াক প্রমুখ। গিন্‌সবার্গের 'Howl' (১৯৫৬), উইলিয়াম বারসের 'The Naked Lunch' (১৯৫৯), জ্যাক কেরোয়াকের 'On The Road' (১৯৫৭) প্রভৃতি বীট জেনারেশনের জনপ্রিয় গ্রন্থ। সাহিত্যের এক মৌলিক ধারণা হিসাবে 'বীট' নামটি প্রথম ব্যবহার করেন হার্বার্ট হাঙ্কে।[৫] শুরুতে 'বীট' শব্দটির অর্থ ছিল 'Tired' বা 'Beaten up' পরবর্তীতে হয় 'The Beat to keep'।[৬] বীট জেনারেশনের ধারণা নিয়ে বেশকিছু চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছিল। এমনকি ১৯৬০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বীট জেনারেশন রাজনৈতিক দল হিসাবেও আত্মপ্রকাশ করেছিল। দলটির নাম ছিল 'Beat Party'। অর্থাৎ বলা যায় বীট জেনারেশন আন্দোলনের মধ্যে প্রথা ভাঙার ঘোষণা ছিল। কবিতার মধ্যে দিয়ে শুরু করে তাঁরা উপন্যাস এমনকি চলচ্চিত্র পর্যন্ত নিজেদের বিস্তার করতে পেরেছিল। তবে সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে আবদ্ধ না থেকে রাজনীতির আঙিনাতেও তাঁরা নাম লেখাতে চেয়েছিলেন। বলা যায় সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বীটদের সঙ্গে হাংরিদের কিছুটা মিল থাকলেও তারা পৃথক।

তাহলে প্রশ্ন আমেরিকান বিটনিক কবি অ্যালেন গিন্‌সবার্গ হাংরি আন্দোলনের সূচনার সময় পাটনা বা কলকাতায় এসেছিলেন বলেই কি হাংরি জেনারেশন ভারতীয় বীট আন্দোলন হয়ে গেল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা লক্ষ্য করতে পারি এ ধারণা ভুল। বীটনিক কবি এসেছিলেন, বাংলার বহু কবির মন জয় করতেও সক্ষম হয়েছিলেন বা তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু আন্দোলন গড়ে তোলেন নি। এ প্রসঙ্গে মলয় রায়চৌধুরীর মন্তব্য অবশ্যই উদ্ধার করতে হয়—

> "বিদেশি, বিশেষ করে বিটনিক কবিদের নকল এই ধুয়োটা এই জন্যে ওঠে যে, বিটনিক কবি অ্যালেন গীনসবার্গ ১৯৬২-৬৩ নাগাদ তাঁর বন্ধু পিটার অরলভস্কির সঙ্গে বহুকাল কলকাতায় ছিলেন। এপ্রিল ১৯৬৩ নাগাদ তিনি আমার দাদা সমীর রায়চৌধুরীর চাইবাসার বাসায় গিয়েছিলেন কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কয়েকজন কবি-লেখকের সঙ্গে। পরে গীনসবার্গ পাটনায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সেসময় কিছুদিন তিনি পাটনার বাড়িতে থেকে যান। পাটনায় তিনি একলায় এসেছিলেন। পিটার অরলভস্কির সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয়নি। আমি কলকাতায় গিয়ে গীনসবার্গের সঙ্গে দেখা করিনি। হাংরি আন্দোলনকারী হিসাবে যাঁরা পরে খ্যাত হন, মানে, সুবিমল বসাক, প্রদীপ চৌধুরী, বাসুদেব দাসগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, সুবো আচার্য, শৈলেশ্বর ঘোষ, ফাল্গুনী রায়, ত্রিদিব মিত্র, দেবী রায়, অরুনেশ ঘোষ—এঁদের কারুর সঙ্গেই অ্যালেন গীনসবার্গের আলাপ হয়নি। বিটনিকদের বইপত্তর আমরা পাওয়া

আরম্ভ করি আমার বাসায় গীনসবার্গ আসবার পর। তবে, তাঁর প্রচেষ্টাতেই ইংলন্ড, আমেরিকা, লাতিন আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্সের লিটল ম্যাগাজিনে হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে লেখালেখি আরম্ভ হয়, অনুবাদের সংকলন প্রকাশিত হয়।''[৭]

মলয় রায়চৌধুরী সরাসরি আন্দোলন হিসাবে বিট জেনারেশনের সঙ্গে হাংরি জেনারেশনের সম্পর্ককে নাকচ করেছেন। হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে শুধুমাত্র মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গেই গিনস্‌বার্গের সাক্ষাৎ হয়েছিল, বাকিদের হয়নি। সুতরাং বিটনিক কবিদের একেবারে নকল করে বাংলায় বিংশ শতকের ছয়ের দশকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন গড়ে উঠেছে এমন বলা ঠিক হবে না।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারায় হাংরি জেনারেশন আন্দোলন বাংলার একেবারে নিজস্ব আন্দোলন। বিদেশি আন্দোলন বা বিশেষ করে বিট জেনারেশন আন্দোলনের তাঁরা কোনও বর্ধিত সংস্করণ নয়। সাহিত্যের প্রথাগত নিয়মানুবর্তিতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বাংলা কবিতা ও ছোটোগল্পকেই হাংরি জেনারেশনের সাহিত্যিকগণ তাঁদের স্বতন্ত্র প্রকাশের পথ হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। বিট জেনারেশনের মতো হাংরি জেনারেশন রাজনীতির আঙিনায় নাম লেখায়নি। বিদেশি সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের কেউ কেউ বাংলার 'ক্ষুধার্ত' সাহিত্যিকদের ওপর নেমে আসা প্রশাসনিক নজরদারির সময় সহানুভূতি জানিয়েছিলেন মাত্র। ভারতীয় বিট বলে দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। আসলে দায়িত্ব নেওয়ার কিছু ছিল না। বিশ্ব পরিসরে বিভিন্ন ভাষায় রচিত সকল সাহিত্য ঠিক যে সূত্রে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত হাংরি ও বিট তাই-ই। তারা এক অন্যের থেকে পৃথক শুধু নতুন কিছু করতে চাওয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসাবে সমচরিত্রের। আন্দোলন দুটির গঠন, প্রকাশ ব্যাপ্তি সম্পূর্ণ পৃথক। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রচলিত ধারায় এমন আন্দোলন নতুন পথের সন্ধান দেয়। তাতে পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে বাংলার 'হাংরি জেনারেশন' আন্দোলনের যে সম্পর্কে বিট জেনারেশনের সঙ্গেও তাই। দুটি আন্দোলন স্বাতন্ত্রের ধ্বজাকেই উড্ডীন করেছে।

তথ্যসূত্র

১. উত্তম দাশ, 'হাংরি জেনারেশন : একটি সমীক্ষা', (দ্র) হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, মহাদিগন্ত, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৩, পৃ. ৯।

২. শৈলেশ্বর ঘোষ, 'হাংরি জেনারেশন স্রষ্টাদের 'ক্ষুধার্ত', (দ্র.) শৈলেশ্বর ঘোষ (সম্পা.), হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৭।

৩. যুগান্তর পত্রিকার ১৯৬৪ সালের ১৭ই জুলাই সংখ্যা। সংগৃহীত- শৈলেশ্বর ঘোষ (সম্পা.), হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৩৯।

৪. 'Report of Time Magazine', (দ্র.) সব্যসাচী সেন (সম্পা.), হাংরি জেনারেশন রচনা সংগ্রহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৬০১।

৫. https://www.britannica.com/EBchecked/topic/57467/Beat-movement

৬. Steven Watson, "The Birth of the Beat Generation" (1995), p. 3

৭. মলয় রায়চৌধুরী, 'ইস্তেহার সংকলন', পৃ. ৩৩।

অভিষেক প্রামাণিক,
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
নুর মহম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ

রাম নয় সীতার আখ্যান : নবনীতা দেবসেনের দৃষ্টিতে

অগ্নিমিতা শীল

''অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার
তার নিত্য জাগরণ; অগ্নিসম দেবতার দান
উর্ধশিখা জ্বালি চিত্তে
অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।''[১]

রবীন্দ্রনাথ নিজে একজন কবি আর সেই কারণেই তিনি বাল্মীকির সাথে একাত্ম হতে পেরেছিলেন। আদিকবির সাথেই সৃষ্টির আনন্দের ভাগিদার হতে পেরেছিলেন। একজোড়া ক্রৌঞ্চপাখির প্রণয় দেখে বাল্মীকির মুখে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম শ্লোক উচ্চারিত হয় এবং পুরুষ পাখিটির তীরবিদ্ধ হওয়াতে স্ত্রী পাখিটির বিলাপ, তাঁর মনে এক বিরহকাতর নারী চরিত্রের জন্ম দেয়। সেই নারীকে নিয়েই বিচিত্র চরিত্রের সৃজন ও ঘটনার সমাবেশে 'রামায়ণ' মহাকাব্য রচিত হয়। মহাকাব্যিক বিস্তার ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলেও 'রামায়ণ'-এ সীতার অয়ন বড়ই একপাক্ষিকভাবে পরিবেশিত হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে, পুরুষের রচিত মহাকাব্যে নারীর বয়ান যে খুব উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা হবে এমনটা আশাও করা যায় না। ত্রেতা যুগে নারীর যে অবস্থান ছিল, বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে তাকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা অনেকেই করেছেন। এই মহাকাব্য বা পুরাণের চরিত্রের নবনির্মাণ সাহিত্যের দরবারে এক যুগান্তর এনে দিয়েছে। 'রামায়ণ'-এর মত প্রসিদ্ধও জনপ্রিয় আখ্যান বারবার লেখকদের উপাত্তের যোগান দিয়েছে। সে কামাখ্যা ভট্টাচার্যের 'রাবনায়ণ' হোক বা মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য', চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ' হোক বা মল্লিকা সেনগুপ্তের 'সীতায়ণ'; এরা প্রত্যেকেই পুরাণের আখ্যান ও চরিত্রের নির্মোক ভেঙে সম্পূর্ণ নতুন ভাষ্য রচনা করেছেন। এদের প্রত্যেকের রচনাতেই জীবনের বহুমাত্রিকতা তাদের অনুভূতির ছোঁয়ায় বিচিত্র রূপে প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই বাল্মীকি সৃষ্ট কাহিনিতে যে অবদমিত সত্য অপ্রকাশিত ছিল, পরবর্তী লেখকদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি, তাতে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এই নব নির্মাণকেই দেরিদা 'ডিকনস্ট্রাকশন' প্রক্রিয়া বলেছেন, যেখানে সবরকম আধিপত্যের বিরুদ্ধে লেখনী ধরার শর্ত গড়ে ওঠে।

এপিক শব্দটির সাথে শুধু 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-ই নয়, লোক মুখে প্রচলিত বা বিশ্রুত রূপে এসে পৌঁছনো 'ইলিয়ড', 'ওডিসি'-ও এপিকের অন্তর্গত। এই এপিকের আধিদৈবিক কর্মকাণ্ড, বীরত্ব, পৌরুষের ঝঙ্কারে নারীর অস্তিত্ব কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। পুরুষের সৃষ্টিতে নারীর যে অবয়ব চিত্রিত হয়ে এসেছে, নারীর দৃষ্টিতে তা ভিন্ন স্বরূপে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন দশকের বহু নারীই মধ্যযুগের কাব্যকে ভেঙেচুরে নতুন রূপ দান করেছেন। নবনীতা তাদের মধ্যে অন্যতম। এবং এই স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে ষোড়শ শতকের ব্রাহ্মণ দ্বিজবংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ' বা অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লরের শূদ্র গোপভরমের কন্যা মোল্লাকের তেলেগু ভাষার 'রামায়ণ'-এর অনন্য ভূমিকার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত আরেক তেলেগুভাষী মহিলা রঙ্গনায়কাম্মা লিখেছেন 'রামায়ণমবিষবৃক্ষম'। কিছুটা জনসমক্ষে আসা নামগুলো বাদ দিয়েও বিভিন্ন ভাষা যেমন—তেলেগু, মারাঠি, মৈথিলীতে গ্রাম্য মেয়েদের মুখে

শীল, অগ্নিমিতা : রাম নয় সীতার আখ্যান : নবনীতা দেবসেনের দৃষ্টিতে
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 20, No. 1, June 2023, Pages : 16-23, ISSN 2249-4332

মুখে গীত রামায়ণ গানগুলোর মধ্যেও মুখ্য হয়ে ওঠে সীতার আখ্যান। মনে রাখা দরকার ব্রাহ্মণ চন্দ্রাবতী হোক বা শূদ্র বারাঙ্গনা মল্লা বা রঙ্গনায়কাম্মা, এরা প্রত্যেকেই কখনও হয়েছেন অস্বীকৃত, কখনও রাজদরবারে প্রত্যাখ্যাত নয়তো তাকে সমাজে একঘরে করে রাখা হয়েছে। আসলে দৃঢ় শিকড় সম্বলিত ব্রাহ্মণ্যবাদ বা পুরুষতন্ত্র রামকে নিয়ে যে মিথ গড়ে তুলেছিল নারীর কলমে সেই মিথ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সাতকাণ্ডের রামায়ণ চন্দ্রাবতীর হাতে তিনটি অধ্যায়ে পর্যবসিত হয়েছে। এবং সেখানে মুখ্যভাবে বিধৃত হয়েছে সীতার জন্ম, বিবাহ, দুঃখযাপন, সন্তান পালন, পাতালপ্রবেশের কাহিনি। নবনীতা দেবসেনের আগ্রহের বিশাল অংশ জুড়ে স্থান পেয়েছিল রাম কাহিনির বিবর্তনের নানান দৃষ্টান্ত। তাঁর 'বামাবোধিনী' উপন্যাসের অংশুমালা তাঁর নিজের একটি জ্বলন্ত প্রতিরূপ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে; যে যুগ ধর্ম ও মিথের বিপ্রতীপে গিয়ে সীতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।

> ''অংশুমালার ভয় না পাওয়াই স্বাভাবিক। সে যে নবনীতারই মানসকন্যা। তাকে যে সীতা থেকেই শুরু করতে হবে। রামরাজত্বেই যে সীতার মধ্যে নারীর অমানবিক অস্তিত্ব প্রকট হয়ে উঠেছেঙ্গ সেখানে রামায়ণের চেয়ে সীতায়ণের পাঠে নবনীতার সক্রিয়তা স্বাভাবিক মনে হয়।''[২]

পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই বিশ শতকে রচিত হয় নবনীতার ''সীতা থেকে শুরু''। গ্রন্থের নামের মধ্যে দিয়েই লেখিকার কহতব্য বিষয়টা খুব স্পষ্ট হয়ে যায় না কী? একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে মানবী বিদ্যার দৌলতে বিশ্বজুড়ে নারী সম্পর্কিত যে তথ্য উঠে আসছে তাতে এটুকু খুবই স্পষ্ট যে, সাহিত্যে নারীকে প্রান্তিকায়িত করে রাখার যে ঐতিহ্য চলে আসছে তার শুরু হয়তো সীতা থেকেই। কাজেই বিনির্মাণবাদের দ্বারা পুরনো কাব্যের নব রূপায়ণ প্রকৃতই নারীর অজানা পরিসরকে পাঠকের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়। নবনীতা দেবসেনের 'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থের পৌরাণিকী অংশের 'মূল রামায়ণ', 'রাজকুমারী কামবল্লী', 'অমরত্বের ফাঁদে' এবং 'সীতার পাতাল প্রবেশ' এই চারটি গল্পের মৌলিক গঠন ও উপস্থাপনা কৌশল 'রামায়ণ' মহাকাব্যের অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করে তোলার চেষ্টা করেছে। রামচরিতের মূল উপাখ্যানকে অক্ষুণ্ণ রেখে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও পিতৃতন্ত্রের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া সত্ত্বাকে লেখিকা আলোর রেখায় নিয়ে এসেছেন।

নবনীতা দেবসেনের সাহিত্য পরিবেশনের একটি অন্যতম উপাদান হল তাঁর নির্ভেজাল কৌতুকবোধ। যে কোনো গম্ভীর বিষয়কে হালকা চালে উপস্থাপন করার কৌশলই তাঁকে অন্যান্য লেখকদের থেকে আলাদা করে চিনতে সাহায্য করে। সারাবিশ্ব যখন পাশ্চাত্যের ফেমিনিজমের স্রোতে উত্তাল, তখন নবনীতা নিঃশব্দে তাঁর স্বকীয় ঢঙে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর মানসকন্যাদের। নবনীতার 'গল্পসমগ্র'-এর ভূমিকা অংশে শোনা যায় কাব্যে উপেক্ষিতাদের প্রতিধ্বনি—'এই বীর্য বাহুবল সর্বস্ব পুরুষ মানুষের যুদ্ধ কাব্যের জগতে নারীর ঠাঁই বড় করুণ।' রামায়ণের যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনির অন্তরালে সীতার বলিদান অপরিহার্য হয়ে ওঠে, শুধুমাত্র রামকে মহাপুরুষ রূপে শ্রেষ্ঠ রাজার মর্যাদায় ভূষিত করার জন্য। বাল্মীকিও সেই ব্রাহ্মণ্যবাদের আওতায় পড়েন এবং তাঁর লেখনী ধারণের কারণও ছিল রামের অবতারত্বের প্রতিষ্ঠা করা।

২

রামায়ণ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় পরিসরে কতগুলো আদর্শ বা আইডলচরিত্র তৈরি করে দেয়। লেখিকা 'মূল রামায়ণ' গল্পে বাল্মীকির বয়ানের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি প্যারোডি সৃষ্টি করেছেন যেখানে বাল্মীকি নিজেই গল্পের একটি চরিত্র। এবং রামায়ণের পুরুষদের পৌরুষ প্রমাণের দায়িত্বও যেন বিধি তাঁরই ঘাড়ে বর্তেছেন। রামচন্দ্র তো সীতা বিহনে শোকেই মুহ্যমান, স্ত্রীকে উদ্ধার করতে যাওয়ার বলই নেই তাঁর শরীরে, মনে।

হনুমানের পর্যবেক্ষণ এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাবণের দৃপ্ত পৌরুষের দীপ্তি ঘুমন্ত অবস্থাতেও জ্বাজ্জল্যমান, সেখানে রামের ব্যক্তিত্ব বড়ই ক্ষীণ। হনুমান রামভক্ত হলেও সৎ, তাই তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি—

> ''যতই ভালোমানুষ হন, যতই নারায়ণের বংশে তাঁর জন্ম হোক, রামচন্দ্র তো এক জটাজুটবাঁধা চীরবসনপরা গৃহী-সন্ন্যাসি টাইপের রাজ্যহীন রাজা-রাবণরাজার মতো জম্পেশ চেহারা তাঁর নয়। রাম তো কেঁদেই ভাসাচ্ছেন হা সীতা! যো সীতা! করে।''[৩]

উপরন্তু একটি মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবার জন্য যা যা প্রয়োজন লঙ্কায় সীতার সেবায় তার অতিরিক্তই উপস্থিত ছিল। কাজেই হনুমানের খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়েছে রুমাদেবী বা তারাদেবী হলেও কখনই ফিরতে চাইতেন না—

> ''বেশ তো আছেন সীতা এখানে! তিনি কি আর বনে বাদাড়ে ফলমূল ভোজন আর কুশাসনে শয়ন করবার জন্যে ফিরতে চাইবেন?''[৪]

কথিত আছে নারী হৃদয় সোনায় বশীভূত; কিন্তু এদিকে লঙ্কায় আসার পথে নিজের অলঙ্কার ছড়াতে ছড়াতে এসেছেন সীতা, স্বামীকে পথনির্দেশ দেওয়ার জন্য। কোনো হিসেবেই যেন, ঠিক সীতার সনাক্তকরণ করা যাচ্ছিল না। কিন্তু তারপরেই তিনি সচেতন হন মনুষ্য সমাজের রীতি-নীতির বিষয়ে, নারীর সতীত্বের শুচিতার বিষয়ে। যে সতীত্বের প্রশ্ন সীতার ললাটে খাঁড়ার মতো ঝুলতে থাকে আজীবন—

> ''মানুষদের সমাজে মেয়েদের সতীত্ব নিয়ে বড্ড কড়াকড়ি, ইচ্ছে করলেও চট করে সাহস পাবে না মেয়েরা পরপুরুষ গমন করতে।''[৫]

হনুমান পশু সমাজের অন্তর্গত এবং মানুষের মধ্যে এই একগামিতা সামাজিকভাবে অর্জিত। তাই তাঁর এ ধারণা গর্হিত নয়। তাছাড়াও নারীর জন্য তৈরি হওয়া ধর্মীয় সামাজিক ঘেরাটোপের ইঙ্গিতও পাওয়া যায় এই কথাটির মধ্যে দিয়ে। রামের আংটি এবং হনুমানের 'মা জননী' সম্বোধনে আশ্বস্ত হয়ে সীতা দেবী গাছকোমর করে শাড়ি জড়িয়ে তাঁর পিঠে চড়ে বসলেন। আসলে নবনীতা রামায়ণ মহাকাব্য সৃষ্টির পটভূমিকেই বদলে, একটি সরল সমাধানে রাম রাবণের যুদ্ধকে স্থগিত করে দিতে যাচ্ছিলেন। বাল্মীকি এসে বাধ সাধলেন। রামের 'ধর্মসংস্থাপন' এবং বাল্মীকির রামায়ণ রচনা দুটোই রসাতলে চলে যাচ্ছিল আর একটু হলে। সাধারণ মানুষ হলে প্রাণের মানুষকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাওয়াটাই একমাত্র উদ্দেশ্য হতো; কিন্তু আমরা কথা বলছি যুগাবতার রামচন্দ্রের বিষয়ে। কাজেই তুচ্ছ স্ত্রীকে ফিরে পাওয়াটা হয়ে যায় গৌণ, প্রকৃত উদ্দেশ্য পৃথিবীর ভার লাঘব করা। ফলতঃ বাল্মীকির তিরস্কারে রাম লঙ্কায় অবনত মস্তিষ্কে বসে রইলেন। কিন্তু নবনীতার সীতার জন্য পেলব, কোমল, স্বল্পবাক এই বিশেষণগুলো যায় না। তাঁর সীতা ফেমিনিজমের সন্তান, তাই যখন বাল্মীকি বলেন—

> ''সুলক্ষণা রাজকন্যা রাজবধূ হয়ে, একটা সামান্য মুখপোড়া হনুমানের গলা ধরে ঝুলে পড়তে আপনার লজ্জা ঘেন্না হল না?''[৬]

সীতা গর্জে ওঠেন। লক্ষ্মীর অংশে নিজের জন্মের কথা মনে করিয়ে, সন্তানসম পশু হনুমানকে নিয়ে অশোভন প্রসঙ্গ উত্থাপনের জন্য তাঁর পূর্ব পেশার খোঁটা দিতেও ছাড়েন না। পিতার আশ্রয়ে থাকাকালীন পুরুষ ঘোড়া, পুরুষ হাতির পিঠে চড়ার প্রসঙ্গও বাল্মীকির যুক্তিকে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দেয়। মুনিত্বে উন্নীত হলেও মানসিকতার উন্নতি ঘটেনি, উইপোকামুনি প্রভৃতি কটূকথা বাল্মীকিকে শুনিয়ে মনের আশ মিটিয়ে সনাতন ধর্ম রক্ষার জন্য আবার তিনি চললেন পঞ্চবটীতে। মুখরা সীতার তেজ এবং যুক্তিতে হতবাক ও নাজেহাল বাল্মীকি মুনিও বিনা উদ্‌গারে বাক্যবাণ হজম করে নেওয়ার মানুষ নন।

৩

রাম-রাবণের যুদ্ধকে নিরঙ্কুশ রেখে বাল্মীকির কাব্যচর্চা শুরু হল। কিন্তু আমরা সবাই জানি এই বৈরিতার সূত্রপাত রামের তরফ থেকেই। রাবণ অযোধ্যায় উজিয়ে গিয়ে সীতাকে হরণ করেনি। রাক্ষসদের বিচরণ ক্ষেত্রেই রাম এসে ঘাঁটি গেড়ে বসবাস শুরু করেন এবং দশাননের ভগিনী শূর্পনখাকে অপমানের সূত্র ধরেই সাতকাণ্ড রামায়ণের সূত্রপাত। আদিম সমাজে মাতৃতন্ত্রের প্রাধান্য সর্বজনবিদিত। বনে নাগরিক সভ্যতার আইন চলে না, সেখানে প্রকৃতির নিয়মে সময় অতিবহিত হয়। তাই সেখানে লক্ষ্মণ রাম-সীতাকে খাইয়ে তবে খেতে বসেন। এমনই এক নিস্তব্ধ দুপুরে সীতা তখন স্নানে গেছেন, খিদেয় রাম, লক্ষ্মণের পাকস্থলি হজম হওয়ার জোগাড়; ঠিক সেই সময় এসে উপস্থিত হলেন—

> ''কামবল্লী, ব্রহ্মার প্রপৌত্রী, বিশ্রবার কন্যা, লঙ্কাপতি রাবণ, ধনপতি কুবের, মহাবলী কুম্ভকর্ণ, মহাজ্ঞানী বিভীষণ''[৭]

এর বোন। এমন জাঁকজমকপূর্ণ ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে দিয়েই বোঝা যায় যে কোনো হেভিওয়েট ক্যারেকটারের আগমন ঘটতে চলেছে। কামবল্লী নামটার মধ্যেই কামের ঝলক আছে। কামবল্লী ওরফে শূর্পনখা রামের সৌকুমার্যে আকর্ষিত হয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করেন, যা সুলক্ষণা নারীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে না। রাঘবভ্রাতাদের সমক্ষে বিষয়টি অশোভন মনে হলেও অকর্ষণীয় লেগেছিল। রাক্ষসকুলের প্রত্যেককেই রূপ, যৌবন, সৌন্দর্য, বল, অস্ত্র সবই কৃচ্ছসাধনের ফলে অর্জন করতে হয়; আর্যদের মতো কিছুই জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নয়। কামবল্লী স্বাধীনচেতা, প্রভাবশালী, বলশালী অথচ রূপ ও উছলে পড়া যৌবনের চ্ছটায় মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়; গুণের এমন বিচিত্র সমাহারের সাক্ষী, সূর্যবংশীয় রামচন্দ্র এর আগে হননি— ''তিনি সহসা কাম-শিহরিত হলেন।''[৮] বিষ্ণুর অংশে জন্ম রামচন্দ্রের, সীতা ভিন্ন অন্য নারী গ্রহণ করতে পারবেন না। অর্জুনের বিষয়টা ছিল ভিন্ন তাছাড়া সাথে কৃষ্ণের প্ররোচনাও ছিল। তাই বেচারা রামচন্দ্র সীতা না আসা পর্যন্ত 'গোপন রোমাঞ্চ'কে গোপন রেখে একটু রঙ্গ তামাশাতেই মনোনিবেশ করলেন। ফলতঃ খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি যে বিবাহিত, তাঁরও যে একটি অনন্যসুন্দরী, গুণসম্পন্না স্ত্রী আছে সেকথাটি বেমালুম চেপে গেলেন। কামবল্লীর সপ্রতিভ সরল সমর্পণের প্রস্তাবে রাম প্রায় দেড় গজি অজুহাতের ফিরিস্তি শোনালেন এবং তার ফিরতি ক্ষুরধার যুক্তিতে অপ্রতিভও হলেন; কিন্তু সীতার উল্লেখ ভুলেও করলেন না। সীতাপতি সম্প্রদানের অজুহাত দেখালে, কামবল্লীর জানায়—

> ''হে রামচন্দ্র, আমি তো অবলা, পুরুষশাসিতা, তুচ্ছ নারী নই। আমি সবলা, স্বাধীনা, মুক্ত রমণী। অন্যে আমাকে সম্প্রদান করবে কেন? আমি নিজেই নিজের অধিকারিণী।''[৯]

কথাগুলো খুব কঠিন কিন্তু সত্য, যার স্বীকৃতির জন্য যুগের পর যুগ লড়াই করে যেতে হচ্ছে। বর্তমানে অবশ্য মহিলা পুরোহিত এবং সম্প্রদানহীন বিবাহের অনেক নজিরই পাওয়া যায়। নবনীতার মানসকন্যারা অবশ্য আগেভাগেই সে কথা জাহির করেছে। তাই স্বাভাবিক নিয়মেই ষোলকলায় পূর্ণ সিক্তবসনা সীতাকে দেখার প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসেবে কামবল্লীর অন্তর্দাহ তীব্রতর হল। কিন্তু স্বাধীনা কামবল্লী পূর্বেই বলেছে যে সে 'তুচ্ছ নারী' নয়; যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। কাজেই তার রামের রহস্যালাপের তাৎপর্য বুঝতে আর দেরি হল না এবং মনুষ্যসুলভ পরশ্রীকাতরতা সত্ত্বেও এটা উপলব্ধি করার সামর্থ্য তার ছিল, যে—''শুধু শূর্পনখাকেই নয়, সীতাকেও প্রতারিত করেছেন রামচন্দ্র''।[১০] আর তাই প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশত হৃদয়ের ক্ষতর উপশম খুঁজতে শূর্পনখাও বিপথে পা বাড়ায়। আর্যদের পিতৃতান্ত্রিক সভ্য সমাজে নারীর আবরণহীন প্রেমপ্রস্তাবের সাথে নাগরিক সমাজে বড় হওয়া লক্ষ্মণ অভ্যস্ত না। তার উপর স্ত্রী ছাড়া রাজধানীর বাইরে এসে না পাচ্ছেন কোনো সেবা-শুশ্রুষা, না পছন্দসই খাদ্যদ্রব্য। উপরন্তু দাদা বৌদির সেবায় যৌবন চলে যাচ্ছে। পুরুষের খিদে নিয়ে তৈরি হওয়া মিথ অনুযায়ী পুরুষের উদরপূর্তির পথে বাধা এলে খুনোখুনিও হয়ে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পেও ক্ষুদ্র

জঠরের আগুন চিতার আগুনে পর্যবসিত হয়েছিল; এখানে আমরা কথা বলছি সূর্যবংশের বংশধর ক্ষত্রিয়কুলের প্রদীপ লক্ষ্মণের খিদের বিষয়ে। কাজেই রাজসভার প্রেয়সীদের ইনিয়ে বিনিয়ে প্রেম নিবেদনের বিপরীতে কামবল্লীর—

> "আমি কামপীড়িতা, রতিচঞ্চলা হয়ে আপনার কাছে এসেছি। রতিপ্রার্থিনীকে প্রত্যাখ্যান করা মহাপাপ।"[১১]

ইত্যাদি বাক্যে লক্ষ্মণের ব্রহ্মতালু জ্বলে ওঠে। এরপরের অগ্নিবর্ষী বাক্যালাপে পিতৃতন্ত্র ও মাতৃতন্ত্রের এক অসম যুদ্ধচলে।

> "ছি ছি ছি ছি এ-সব কথা কদাচ কোনও রমণী কি কোনও পুরুষকে সেধে সেধে বলে? অ, আপনি নিশ্চয় রাক্ষসকুলের বারাঙ্গনা হবেন। না না আমাদের কাছে অর্থ নেই।"[১২]

একটি নারীকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অপমান করবার মতো যথেষ্ট রসদ এই বাক্যে উপস্থিত। নারীর ওপর আরোপিত 'আত্মসম্ভ্রম, লজ্জা শরম, আত্মসংযম' অরণ্যে বিচরণকারী রাক্ষসকুলের নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই সে তার সহজ সারল্যের সাথে প্রশ্ন করে—

> "প্রণয়ে যখন ধমনীর রক্ত গরম কটাহে তেলের মতো টগবগ করে ফুটছে, তখন লোকলজ্জার প্রশ্নই ওঠে না রাজপুত্র। আর প্রণয় নিবেদনের মধ্যে আত্মসম্ভ্রম বিসর্জন দেবার কথা আসে কেন? রাজপুত্রেরা তো রাজকন্যাদের হামেশাই প্রণয় নিবেদন করছেন। তাঁরা তাতে লজ্জাও পান না, অসম্মানিতও হন না, লোকচক্ষুর ভয়ও করেন না? আমিও তো রাজকন্যা!"[১৩]

এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে দিয়েই নবনীতার নীরব বিপ্লব চোরাস্রোতের মতো বহমান।

নারী-পুরুষের বৈষম্য প্রকৃতিদত্ত নয় বরং মনুষ্য সৃষ্ট। লক্ষ্মণ তাই এই সহজ প্রশ্নের মুখে নাজেহাল হয়ে বাপঠাকুরদা তুলে গালমন্দ করতে থাকে। কামবল্লীর অনন্য গুণাবলীর কথা শুনে তাকে আত্মরক্ষার কৌশল, অস্ত্রশিক্ষা বা যোগব্যায়ামের দিদিমণি হওয়ার পরামর্শ দেয়। আর কাম তাড়নার রোগ মেটাতে হাকিমের কাছে, নইলে আচার, বড়ি, পাঁপড় তৈরিতে মনোনিবেশ করার উপদেশ দেয়। স্ত্রীলোকের প্রণয়পীড়ার বিষয়ে লক্ষ্মণের বক্তব্য বা বলা ভাল পুরুষ নির্মিত সমাজের বক্তব্য খানিকটা এরকম—

> "স্ত্রীলোকের আবার কামজ্বর! ওটা কেবল পুরুষের অস্বাচ্ছন্দ্য বুঝলি, পৌরুষজনিত ব্যাধি। ঠিক ব্যাধিও বলব না, বংশবৃদ্ধির জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া।"[১৪]

যৌনতা নিয়ে এই মিথ দীর্ঘদিন ধরে তার শিকড় বিস্তৃত করে চলেছে; যার শিকার মূলত নারীরাই। শূর্পনখা এই পরনির্ভরশীল মানুষীর মতো শোকে মূর্ছা যাওয়ার নারী নয়, এক অক্ষৌহিণী সেনার বিপক্ষে সে একাই যথেষ্ট। কাজেই যখন এসব আবেদন নিবেদন নীতি ছেড়ে শূর্পনখা যখন রাম-সীতাকে আস্ত গিলে দেখাল, তখন লক্ষ্মণ নিরূপায় হয়ে আত্মসমর্পণে রাজি হল। কিন্তু যে মুহূর্তে কামবল্লী দুষ্প্রাপ্য শক্তি ত্যাগ করে প্রণয়িনীর বেশে লক্ষ্মণের বাহুতে নিজেকে সমর্পণ করল, সেই মুহূর্তের সুযোগে লক্ষ্মণ তার নাকটা কামড়ে শরীর থেকে আলাদা করে দিল। যন্ত্রণায়, প্রতারণায় মর্মাহত কামবল্লী বিলাপ করতে থাকে—

> "আমি এই জীবনে আর কখনও প্রেম করতে সাহস পাব না। কোনও পুরুষকে কি বিশ্বাস করা যাবে না? এমন-কি যখন তুমি তার অঙ্কশায়িনী, তখনও নয়?"[১৫]

এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে সীতা সান্ত্বনা দিতে ছুটে এলেন—

> "প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, এ তো এই নারীজীবনের অঙ্গ, ভগ্নী কামবল্লী, এতে ভেঙে পড়তে নেই।"[১৬]

প্রেমের কুহেলিকায় নিজেকে কানাকড়ির মূল্যে বেচে দেওয়া, এ তো নারীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা অন্যতম দোষাবলির একটি। তবে শরীর ও মনের আঘাত দুই নারীকে কাছাকাছি এনে দেয়। শূর্পনখার সীতাকে দেওয়া সতর্কবার্তা কতখানি

প্রাসঙ্গিক তা পাঠক বিলক্ষণ জানেন—

> ''এই স্বামী, এই দেবর, এরা কেউই নির্ভরযোগ্য নয়। এরা তোমাকে তোমার দুঃসময়ে পরিত্যাগ করবে। জীবনে যদি সুযোগ আসে এই প্রতারক রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা কোরো না।''[১৭]

আসলে জীবনের শেষ কথা যে ভাল থাকা, শূর্পনখা তা বুঝতে পেরেছে; সীতার এই উপলব্ধি আরো কিছুটা সময়সাপেক্ষ বিষয়।

৪

সীতা-রাম লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর অবতার; এই অবতারত্বের জন্যই সীতা মহাকাব্যের নায়িকা, তাঁর কষ্ট ও গ্লানিবোধ তাকে অমর করে রেখেছে। শত পীড়ার শেষেও, যুগ-যুগান্তর পরেও মানুষের মনে বেঁচে থাকার স্পৃহা দেবতা থেকে মানুষ সকলের জন্যই দুর্দমনীয়। সীতাও তার ব্যতিক্রম নয়। রাম-রাবণের যুদ্ধ চলাকালীন ইন্দ্রজিতের নাগপাশে রাম-লক্ষ্মণ যখন হতচেতন, সেই সময়ের সীতার মনোলোকের বিবর্তন এই কাহিনির উৎস। পতির গরবে গরবিনী সীতা সন্ত্রস্ত হয়ে পুষ্পকরথে চড়ে পতি ও দেবরকে দেখতে যান; কিন্তু ঘটনাস্থলে রামের চেতনা ফিরে পাওয়া ও ভ্রাতার উদ্দেশ্যে বিলাপ তার চিন্তার জগতকে নাড়িয়ে দেয়।

> ''তুচ্ছ লাভের আশায় সুমহৎ ক্ষতি হয়ে গেল। সীতা গেছে যাক গে, অমন কত সীতাই আমার হবে, কিন্তু লক্ষ্মণ ভাইটি তো আর হবে না?''[১৮]

এই শেলসম বাক্য শোনার পরেও সীতার চেতনাতে আঘাত হানতে পারে না। এই নারীই তো পিতৃতন্ত্রের সন্তান, ব্রাহ্মণ্যবাদের পরাকাষ্ঠা। স্বামীর প্রতি বিশ্বাস, গর্ব, অহংকারে সীতা সত্যকে উপেক্ষা করে। স্ত্রীর উপর স্বামীর অগ্রাধিকার সমাজস্বীকৃত। এর বাত্যয় ঘটলে স্ত্রীর সতীত্বে প্রশ্ন ওঠে; কিন্তু যখন স্ত্রীর অধিকারের কথা ওঠে তখন সেটা লঘু হয়ে যায়। ত্রিজটার ও সরমার কথায় যখন সীতার সম্বিত ফেরে তখন প্রেম, সতীত্ব সমস্ত তাঁর কাছে মিথ্যা হয়ে যায়। এই ''পুরুষশাসিত সমাজে নারী ক্রীড়নক মাত্র''[১৯]—এই উপলব্ধি থেকে সীতা আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হলে, স্বয়ং নারদ নেমে এসে তাঁকে নিরস্ত করেন। নইলে সৃষ্টির হিসেবে গণ্ডগোল হয়ে যাওয়ার উপক্রম; 'কসমিক অর্ডার' রক্ষার জন্য এখনও যে সীতার আরো অনেক ভোগান্তি বাকি। তবে পুরুষ-প্রতিনিধি নারদ এটা স্বীকার করেছেন যে—''নারীর জীবন কত নিরানন্দ, কত ফাঁপা, তা জেনেও তো সে অমরত্বের ফাঁদে পা দেয়-!''[২০]

৫

এত বাধা সত্ত্বেও রামের প্রতি সীতার একনিষ্ঠতা কেউ টলাতে পারেনি, রাবণের পৌরুষ, তাঁর ব্যক্তিত্ব, রামের প্রবঞ্চনা কোনোকিছুই না। কিন্তু তার ফলাফল অন্তসত্বা অবস্থায় সীতার নির্বাসন। একক মাতৃত্বে সন্তানদের বড় করলেও জিন তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে থাকে। ইক্ষ্বাকুবংশের বংশোধর সন্ন্যাসীর আশ্রমে বড় হয়েও, রাজসভার চাকচিক্য থেকে শত যোজন দূরে থেকেও তাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্য প্রকাশিত হতে থাকে। ফলতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া আটকে নিজের বংশকে নির্মূল করে, লব কুশ ইক্ষ্বাকুবংশ ও তাদের পারিষদবর্গকে মায়ের চরণে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। কিন্তু এই দীর্ঘ বনবাসে সীতার চিন্তা-ভাবনায় অনেক স্বচ্ছতা এসেছে। অযোধ্যাবাসীর তাকে মন থেকে গ্রহণ করতে না পারা, রামের অন্তসত্বা স্ত্রীকে ত্যাগ করা এবং কোনোদিন নিজ বংশজদের খোঁজ না নেওয়া—এসবই তাঁর অনিশ্চিত জন্মবৃত্তান্তের ফল নয় কি?

> ''সীতা ক্ষেত্রজা ক্ষেত্রে তাঁর জন্ম। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে, সত্যি কথাটা কেউ জানে না, একমাত্র জনক

রাজা ছাড়া। দেবী বসুমতী কেনই বা জনকরাজার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক গড়তে যাবেন? তিনি অপ্সরা নন, কিন্নরীদের মতো চপলস্বভাবা নন।''[২১]

এই চিন্তার সূত্র রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আরো গভীরে নিয়ে যায়; সাহিত্যে এর প্রমাণ মেলে সেই চর্যাপদের যুগ থেকেই। যেখানে সমাজের ক্ষমতাবান পুরুষ শ্রেণির যথেচ্ছাচারে কোনো দোষ হয় না—

''কিন্তু সীতার মা বসুমতী দেবী কে? নিশ্চয় এমন কেউ, যাঁর সৌন্দর্য জনককে পাগল করেছিল? কিন্তু যাঁর নিম্নবর্ণ তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে দেয়নি।''[২২]

কথাগুলো খুবই তিক্ত কিন্তু ঘোর বাস্তব। মানবকন্যা অন্য কোনো ক্ষেত্রে নয়, মানবীর গর্ভেই জন্ম নেয়। আর পুরুষনির্মিত সমাজে সেই মানবীর সম্মানজনক পরিচিতি দেওয়া সম্ভব নয়, তাই জনকও সীতার পরিচয় দেন এইভাবে— ''এঁকে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা বলে পরিচয় দিয়ে থাকি''[২৩]। জন্ম পরিচয় মানব সমাজের আদি অকৃত্রিম একটি পরিচয়, পরবর্তীতে যা বৈষম্য সৃষ্টির মূল আধারে পরিণত হয়। রামও হয়তো এই কারণেই চাননি ইক্ষ্বাকুবংশের সন্তান সীতার গর্ভে জন্মাক, তাই সীতাত্যাগের পর তাঁর ও তাঁর সন্তানদের জীবন্মৃত্যুর খোঁজও কোনোদিন নেননি। আজকের সীতা আর 'মাটির মানুষী নেই।' লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, জাম্বুবান, হনুমান এমনকি বাল্মীকির আদেশ ও অনুরোধকে নস্যাৎ করে সীতা বলে—

''জনপ্রিয়তার লালসায় শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মাধর্মজ্ঞান ছিল না। তিনি বিনা অপরাধে আমাকে প্রবঞ্চনাপূর্বক অযোধ্যাপুরী থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন। আমার গর্ভে তাঁর সন্তান ছিল, সে কথা জেনেশুনেই। অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ পত্নীকে যিনি স্বমহিমায় জন-সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না, সেই দুর্বল, প্রবঞ্চক, অসাধু প্রেমিকের অন্নবস্ত্র আশ্রয় আম'র আর আকাঙ্ক্ষিত নয়।''[২৪]

স্বল্পবাক, সুলক্ষণা, সহনশীল সীতার মুখে নিজের জন্য এইসব বিশেষণ শুনে, রামচন্দ্রের প্রেম তখন প্রতিহিংসায় পর্যবসিত হয়েছে। জনপ্রিয়তা লোলুপ রামচন্দ্রের অন্তসত্বা স্ত্রীকে ত্যাগ করা তাঁর পৌরুষের ক্ষেত্রে হানিকারক নয়, কিন্তু স্ত্রীর গঞ্জনা সহ্য করা প্রবল অপমানজনক। বাল্মীকি সীতাকে অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলে নিয়ে আসলে তাঁকে আবার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে বলা হয়। লাঞ্ছনা, অবমাননা সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছলে সীতা সভাস্থল ত্যাগ করতে চায়; আর ঠিক তখনই রামচন্দ্রের চক্রান্তে বিশ্বকর্মার সাহায্যে স্বর্ণসিংহাসনসহ সীতা গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে সরযূর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। নারী ও তার উচ্চকিত কণ্ঠ দুটোই অবদমিত রয়ে গেল আরো কয়েকশ বছরের জন্য, জয় জয়কার হয় মেকি সতীত্বের, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও পুরুষতন্ত্র দীর্ঘজীবী হয়।

আসলে নবনীতা বুঝতে পেরেছিলেন রামতন্ত্র যেভাবে রাজনীতি, সমাজনীতি, পারিবারিক নীতিতে তার একাধিপত্য স্থাপন করে এসেছে, তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাইলে, তার বিপরীতে অন্য রামায়ণ রচনা করা দরকার। চিরকাল মানবিক ধর্মের অবক্ষয়ের প্রথম শিকার হয় নারীরা। তাই তাঁর অন্য রামায়ণে নবনীতা ধ্রুপদী শোকগাথার নায়িকা জানকীর মুখে ভাষা বসিয়েছেন। তাঁর সীতা একজন রক্ত-মাংসের মানুষ, যে রামের কলুষতাহীন চরিত্রে প্রশ্ন তুলেছে, তলিয়ে ভেবেছে পিতৃতন্ত্রের সঙ্কীর্ণতাগুলোকে নিয়ে। কাব্যে উপেক্ষিতা শূর্পনখাও, মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা'র মতো লেখিকার চোখেও এক অনন্য ব্যক্তিত্বময়ী চরিত্র রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, যে অকপট অনুভূতির সাথে নির্দ্বিধায় লক্ষ্মণকে প্রেম নিবেদন করতে পারে—'কায়, মনঃ, প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে!' নবনীতা তাঁর উদার, দরদী মন ও সরস গল্প পরিবেশনের ভঙ্গিমায় পৌরাণিক রামায়ণকে আধুনিক সীতায়ণে নবজন্ম দিয়েছেন। যেখানে পুরুষতন্ত্রের আরোপিত দেবীত্বের বিনির্মাণের মধ্যে দিয়ে নারীর মনস্তত্ত্বে ধরা পড়েছে সীতার দ্রোহ। গল্পগুলোর শুরুতে পাওয়া সূক্ষ্ম হিউমার, শেষে এসে গভীর অনুধাবনের স্তরে নিয়ে যায় পাঠককে।

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড, 'ভাষা ও ছন্দ', 'কাহিনী', বিশ্বভারতী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৬২, পৃ. ৯৩।
২. https://pagefournews.com/feminist-thinker-nabanita-devsen/
৩. নবনীতা দেবসেন, ''সীতা থেকে শুরু'', 'মূল রামায়ণ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০৫৪, দ্বিতীয় সংস্করণ মার্চ ২০০০, পৃ. ১৬।
৪. তদেব, পৃ. ১৬।
৫. তদেব, পৃ. ১৭।
৬. তদেব, পৃ. ২০।
৭. তদেব, পৃ. ২৫।
৮. তদেব, পৃ. ২৫।
৯. তদেব, পৃ. ২৭।
১০. তদেব, পৃ. ২৮।
১১. তদেব, পৃ. ৩১।
১২. তদেব, পৃ. ৩১।
১৩. তদেব, পৃ. ৩১।
১৪. তদেব, পৃ. ৩২।
১৫. তদেব, পৃ. ৩৪।
১৬. তদেব, পৃ. ৩৪।
১৭. তদেব, পৃ. ৩৬।
১৮. তদেব, পৃ. ৪০।
১৯. তদেব, পৃ. ৪৩।
২০. তদেব, পৃ. ৪৪।
২১. তদেব, পৃ. ৪৯।
২২. তদেব, পৃ. ৪৯।
২৩. তদেব, পৃ. ৪৯।
২৪. তদেব, পৃ. ৫৫-৫৬।

অগ্নিমিতা শীল
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' : কবির প্রেমচেতনার স্বরূপ-সন্ধান

সুব্রত মাহাত

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যরচনার সূচনালগ্নে যে দুটি কবিতা তাঁকে প্রথম কবি হয়ে ওঠার সার্থক স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল, সে দুটি কবিতা হল 'যম' ও 'সুবর্ণরেখার জন্ম'। 'যম' কবিতাটিতে মৃত্যুবোধের কথা স্থান পেলেও 'সুবর্ণরেখার জন্ম' কবিতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে ভালবাসার কথা—'আমি তার ভালোবাসার শব গ্রহণ করলাম এক অক্ষম জরদগব পাহাড়ের নিচে।' 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সপ্তম সংকলনে এই গদ্য কবিতাটি প্রকাশিত হয়। দুর্লভ কোন সুখের কথা, গভীর গোপন কোন ভয়ের কথা, আর শরীর-সম্পৃক্ত আশ্লেষে জড়ানো ভালবাসার কথা স্থান পেয়েছে কবিতাটিতে। সমগ্র কবিতাটি জুড়ে রয়েছে প্রেম বা এক প্রেমিকের জন্মবৃত্তান্ত—'.... ভয়ের মেঘ স্বেদ হয়ে ঝরে। ভিন্ন করতে ভুলে যাই আমার সর্বস্ব। গুণ্ঠনের চিক ভেঙে, ভোর হয় গগনভেরী পাখিদের তিতিরের শ্রুতির দুয়ারে বাজে সুবর্ণরেখার জন্ম। তাকে প্রেম বলি।' জনৈক সমালোচক লিখেছেন—

> ''কৃত্তিবাস-এ মুদ্রিত সেই কবিতাটির নাম ছিল 'সুবর্ণরেখার জন্ম', কবিতার ভিতরে ছিল কোনও প্রেম বা প্রেমিকের জন্ম, আর পাঠকের সামনে সে ছিল যেন এক নতুন কবির জন্ম, ১৩৬৩ সালের সেই বৈশাখে।''

প্রেম বা ভালবাসা দিয়েই কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য রচনার সূত্রপাত হয়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' (১৯৬১) কাব্যগ্রন্থটির মূল বিষয় প্রেম। এই কাব্যগ্রন্থটির অধিকাংশ কবিতায় প্রেমের কবিতা। কাব্য শিরোনামটির মধ্যেও সেই ইঙ্গিত রয়েছে। 'প্রেম' এবং 'নৈঃশব্দ্য' এই দুটি শব্দের মধ্যে বৈপরীত্য থাকলেও একে অপরের পরিপূরক। নৈঃশব্দতার মধ্যে দিয়েই প্রেমের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। মানুষের জীবনে যখন প্রেম আসে তখন নিঃশব্দ পদক্ষেপেই আসে। কেউ প্রেমের আগমন জানতে পারে না। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নিঃশব্দচরণে প্রেম, অস্ত্রের গৌরবহীন একা কবিতাতেও আছে—

> ''নিঃশব্দচরণে প্রেম এসেছিলো দুয়ার মাড়িয়ে-
> ঘরে ও ঘরের বাইরে তখন ছিলো না অন্ধকার
> আলো ছিলো, ভালো ছিলো ছিলো তা, যা থাকে না কখনো
> একটি মানুষ ছিল সুন্দরের অপেক্ষায় বসে—''

আবার রবীন্দ্রনাথের একটি গানেও আছে—'প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে'। 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' কাব্যগ্রন্থটি ছাড়াও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'ভালোবাসা' শব্দটি যুক্ত করে হয়েছে। সেটি হল 'ভালোবেসে ধূলায় নেমেছি' (১৯৭৮)। ভালবাসার জন্য কবি কি না করতে পারেন। ভালবেসে তিনি ধূলোতে নামতে পারেন। অর্থাৎধুলোরূপ কলঙ্ককেও গ্রহণ করতে পারেন। ৬৩ সংখ্যক কবিতা, চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তিনি নিজেই বলেছেন—

> 'ভালোবাসা পেলে সব লণ্ডভণ্ড করে চলো যাবো
> যে দিকে যায়-যেতে তার খুশি লাগে খুব।'

৯ সংখ্যক কবিতা, চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে পাচ্ছি—'ভালোবাসা ছাড়া কোনো যোগ্যতাই নাই এ-দীনের'।

প্রেমকে কবি এত বিচিত্ররূপে এঁকেছেন তেমনটি খুব কম কবির মধ্যেই পাওয়া যায়। তাঁর প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থগুলিতে

মাহাত, সুব্রত : শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' : কবির প্রেমচেতনার স্বরূপসন্ধান
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 20, No. 1, June 2023, Pages : 24-30, ISSN 2249-4332

স্মৃতি বিজড়িত ভালবাসা, এক অনিবার্য বিচ্ছেদ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ধরা পড়েছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' কাব্যগ্রন্থটিতেই দেখা যায় কৈশোর বেলাকার তথা বয়ঃসন্ধিকালের প্রেম, অতীতের স্মৃতিচারিতা, প্রেমিকাকে পেয়ে হারানোর বিষণ্ণতা, বিরহ-বেদনা, অভিমান ইত্যাদি। এই কাব্যগ্রন্থের 'খেলনা', 'প্রতিকৃতি', 'কারনেশন', 'তির্যক' ইত্যাদি কবিতায় অতীত প্রেম স্মৃতিরূপে এসেছে। 'খেলনা' কবিতায় কবি বাল্যকালের প্রেমকে স্মরণ করেছেন। বাল্যকালের মোহভরা ভালবাসাকে কবি ভুলতে পারেন নি। বাল্যকালে যে প্রিয়াকে ভালবেসেছিলেন তাকে আর ফিরেও পাওয়া যাবে না—'পাবো না কখনো তারে আর, একবার পেয়েছিনু যেন বাল্যে খুব দূরদেশে'। বাল্যকালের আনন্দপূর্ণ খেলাগুলোর মতোই বাল্যকালের প্রেমও মানুষের জীবন থেকে অনেক দূরে মুছে যায়। কবি বাল্যকালের সেই ভালোবাসাকে আর ফিরে পাবেন না—''আমি তো বসেই ছিনু, দিন গেছে পেয়েছি বিবিধ সখ্যতা, স্নেহাদ্র খেলনারা/আরো নানা প্রেম অপমান।'' প্রেমের সেই সঞ্জীবনী সুধাকে কবি নির্লিপ্ত প্রয়াসে ফিরে পেতে চান। আসক্তিতে জড়িয়ে পড়লেই বুঝি যন্ত্রণার শেষ নেই। সেই স্নেহপূর্ণ খেলনাগুলোর ভেঙে যাওয়া অন্যদিকে হৃদয়বীণায় বিচ্ছেদের যে সুর বাজে তাকেই কবি অনুভব করেছেন। বাল্যকালের প্রেমের স্মৃতিচিত্রণ কবির প্রেমচেতনার অন্যতম মুখ্য উপাদান। স্মৃতি যে মানবের মনে সবসময় সুন্দর অনুভূতির জন্ম দেয় তা নয়, অনেক দুঃখজনক অনুভূতিরও জন্ম দিয়ে থাকে—''গভীর অছন্দে এই প্রেম সব, স্পন্দন পরম সব; বাল্য, মনে হয় তুমি/ কেড়ে নিলে খেলনা মরে যাবো।'' বাল্যকালের প্রেমের স্মৃতির মধ্যে রয়েছে কল্পনাপ্রবণতা এবং মোহময় আবেগচঞ্চলতা। অনেক আশা, আকাঙ্খা এবং স্বপ্নের ভাঙনও ঘটে থাকে—''অপেক্ষার বিশাল বিফল দুঃখ তার বুকে ভেসে।'' অনুভূতির গভীর সায়রে সুখ-দুঃখ ও আনন্দের মিশ্র অনুভূতি। বালকবেলার খেলা একদিন ভেঙে যায়। অতীত প্রিয়াকে কাছে পাওয়ার আকাঙক্ষা কবির মনে নিদারুণ অনুরাগের জন্ম দেয়—''চাই পেতে তারে এমনি খেলায়।'' আবার কবি যখন লেখেন—'এ জীবনী পরানভ্রমর' তখন স্মৃতির মধ্যে থাকে কবির অনুসন্ধান প্রবৃত্তি। জীবনের বহুবিচিত্র গতিপথে অতীতের প্রিয়াকে অনুসন্ধানের উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। কবি বাল্যকাল তথা কৈশোর বা বয়ঃসন্ধি সময়ের প্রেমকে কোনদিন ভুলে যেতে পারেন নি। কবির নিজের লেখায়—

> ''আমার ধারাবাহিক পদ্যের মধ্যে একটি মুখ বা মুখশ্রী হুট বলতে চলে আসে, কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই—হয়ত বিশ বছর বাদে, হয়ত ঝুলবারান্দায় কোনো, হইত বইমেলায় একাকী—সেই মুখটি যেন ছবিটি—আমার প্রথম কৈশোরের প্রেম বিষয়ে চিন্ময়ী ধারণা।''[২]

বাল্যকালের প্রেমের প্রসঙ্গ কবির রচনায় বারংবার উঠে এসেছে। আবার 'প্রতিকৃতি' কবিতায় স্মৃতিমেদুরতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে এক ধরনের অশ্রুসজল অনুভূতি। প্রিয়াকে হারানোর দুঃখ। প্রেমে বিচ্ছেদজনিত বিরহ। অবশ্য শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রেমের কবিতাগুলোতে বিরহ বলতে প্রেমে বিচ্ছেদজনিত বিরহের কথায় বেশি করে উঠে এসেছে। কবি তাঁর নিজস্ব আন্তরিক অনুভূতি ও কল্পনায় প্রেয়সীর রূপচিত্রকে অঙ্কন করেছেন। কবিও জানেন পুনরায় প্রিয়ার সাথে মিলন অসম্ভব। কবি লিখেছেন—

> হে বিষণ্ণ মর্মরের ফোঁটা যেন নীরবে সাজানো
> দেবতা, সুদূর স্মৃতি; প্রতিমা কি প্রচ্ছায়া তোমার।

'তির্যক' কবিতাতে এসেছে পুরনো চিঠির স্মৃতি—'সব রাখা যায়, সব থাকে/শীতল কৌটোর মধ্যে পুরোনো চিঠির পাকে পারে/ তোমার আদর স্পর্শ।' স্মৃতির সংগ্রহশালায় বিভিন্ন উপাদান অতীতের স্মৃতিরূপে এসেছে। পুরনো চিঠি ছাড়াও এসেছে পুরনো খাতার প্রসঙ্গ, কখনো অতীতে গাওয়া গান, কখনো চাবি বা রুমাল ইত্যাদি। 'চিত্রশিল্পী অনন্তকাল' কবিতায় কবি লিখেছেন—

যে গানগুলি তোমায় একা শুনিয়েছিলাম, প্রাচীনবয়স উভয়ত
আকস্মিক মুহূর্তের দেখা, ভিন্ন স্মরাট চাইবে জীর্ণ ছবি আঁকার
পুরোনো খাতাখানি। কেলসিত আনন্দ গান;
সমস্ত কি ভুলেই গেলাম স্রোতাবর্তে প্রেমিক মুখচ্ছবি।।

বিভিন্ন স্মৃতিচিত্রের মধ্যে দিয়ে কবি নিজের প্রেমিক সত্ত্বাটিকেই উজ্জ্বল করে রাখতে চেয়েছেন। গান বা চিত্র—এগুলো মানুষের শৈল্পিক চেতনাকে বহুলাংশে সমৃদ্ধ করে। কবিতাটিতে স্মৃতিরূপে এসেছে ছবি আঁকার পুরনো খাতা কিম্বা পুরনো গানগুলোর কথা যেগুলো কবি তাঁর প্রিয়াকে শুনিয়েছিলেন। 'কেলাসিত' শব্দটি কবির কাছে খুব প্রিয় ছিল। এই শব্দটি অনুসারেই কবি একসময় এই কাব্যগ্রন্থটির নাম 'কেলাসিত স্ফটিক' রাখতে চেয়েছিলেন। অবশ্য পরে তিনি এই নামকরণের পরিবর্তন করেন। 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছে' কাব্যগ্রন্থের 'চাবি', 'সেই ফেলে-আসা রুমাল' ইত্যাদি কবিতাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'চাবি' কবিতাটিতে কবি লিখেছেন—

আমার কাছে এখনো পড়ে আছে
তোমার প্রিয় হারিয়ে-যাওয়া চাবি
কেমন করে তোরঙ্গ আজ খোলো?

কিম্বা 'সেই ফেলে-আসা রুমাল' কবিতাটিতে এসেছে রুমালের স্মৃতি—

তোমার হৃদয় আরো জানে
বেড়াবার ছলে সেই ফেলে-আসা রুমালের মানে

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রেমচেতনায় বিরহ বা বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ একটি অন্যতম মুখ্য উপাদান। কবি তাঁর মনের ভেতরে প্রিয়ার অশ্রু-ঝলমলো মুখকে স্মরণে রাখেন। আবার কবি নিজের হৃদয় বেদনাকেও প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিতায়। 'শৈশব স্মৃতি' কবিতাটিতেও রয়েছে অতীত প্রেমের দুঃখজনক স্মৃতি—

কে পশ্চাতে বেদনার গান গাও, নিন্দিত পৌঢ়তা
প্লাবন, ভাসিয়েছিলে বিহ্বল যৌবন কোনোদিন
কে স্মৃতি নীলাভ শ্যাওলা ডোবা বাড়ি দুঃখী মুখচ্ছবি মনে রাখে।।

'দুঃখের আঁধার রাতে' কবিতাটিতে—

বুকের নীচে মৃদু দুলছে শোকার্ত দিন শোকার্ত রাত
পোড়োবাড়ির মতন নীরব শোনা যায় না শোনা যায় না

কবির বিরহীজীবনের বার্তা কেউ হয়তো পায় না। নিজের নীরবতাপূর্ণ বেদনাকে কবি পোড়োবাড়ির সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'সুনিভৃত, সুনিভৃত', 'ভ্রান্তি', 'সংলগ্ন', 'আড়াল' ইত্যাদি কবিতাতেও এসেছে বিরহ বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রেমচেতনায় মিলনের আনন্দের চেয়ে বিষাদের বিরহ বেদনায় বেশি করে স্থান পেয়েছে। কৈশোর বেলাকার তথা বয়ঃসন্ধি সময়ের প্রেম স্মৃতিরূপে বহুবর্ণময় হয়ে ফুটে উঠেছে। একতরফা প্রেমের বেদনা ও স্বগতোক্তিমূলক আত্মজিজ্ঞাসায় পরিপূর্ণ সেই কবিতাগুলো। জনৈক সমালোচক বলেছেন—

> ''শক্তির প্রথম দিকের প্রায় সব প্রেমের কবিতাই একপাক্ষিক, পারস্পরিক সম বিনিময়ের নয়; প্রাপ্তির নয়, হারানোর; পরিপূর্ণতার নয়, বেদনার। বয়ঃসন্ধিকালের স্মৃতি ও তার বিষাদের স্বগত জিজ্ঞাসায় পরিকীর্ণ।''[৩]

কখনো কখনো প্রিয়ার প্রতি কবির অভিমান ধরা পড়েছে। যেমন, 'পরস্ত্রী' কবিতায়—

'যাবো না আর ঘরের মধ্যে অই কপালে কী পরেছো
যাবো না আর ঘরে'

কিংবা 'আলেখ্য' কবিতায়—

'ফুল দিলাম নাই বা নিলে অভিমানের চিহ্ন দিলাম নাও।'

প্রেমের আরক্ত অনুরাগ যেমন তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তেমনি রয়েছে অভিমান।

ভালবাসাকে নিয়ে কবি অনেক কথা বললেও তিনি জানেন যে ভালবাসা চিরদিন থাকে না। ভালবাসা ক্ষণকালের জন্যই আসে। ভালবাসার গান একদিন থেমে যায়—'এমন করে ফুরিয়ে যায় সবার ভালোবাসার গান/ফুরিয়ে যায় ফোটা ফুলের কালো চুলের ঘন সুবাস।' কবি উপলব্ধি করেন 'অতীত, অপ্রাপ্য' এবং প্রেম 'তাৎক্ষণিক'। তাই অতীত প্রেমের দুঃখজনক স্মৃতিগুলিকে ভুলতে চেয়েছেন। কবি নিজেই নিজেকে স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে বলেছেন—

'ভুলে যাও সে হারানো গান, চিরকাল কেউ দুঃখ পায় না।' (দুঃখের আঁধার রাতে)

কিন্তু কবির কাছ থেকে তাঁর প্রিয়া হারিয়ে গেলেও প্রিয়াকে তিনি উপলব্ধি করেন স্মৃতিতে। সেই স্মৃতিই হয়তো কবির কাছে সান্ত্বনা হয়ে দাঁড়ায়। দুঃখে, বেদনায় আতুর হয়েও কবি বলেন—

'দুঃখের মুকুর তুমি, অন্ধকারে আমার সান্ত্বনা।' (প্রতিকৃতি)

কামনা বাসনার উদগ্র নেশা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যে বেশি দেখা যায় না। কবি নিজেই বলেছেন—

'নাতি-উষ্ণ কামনার রশ্মি তব লাক্ষারসে আর
ভরো না, কুড়াও হাতে সামুদ্রিক আঁচলের সীমা।'

তবে বেশ কিছু কবিতায় দেহজ প্রেম, কামনা-বাসনার প্রত্যক্ষরূপ ধরা পড়েছে। তাঁর এই ধরণের কবিতাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'জন্ম এবং পুরুষ', 'হে গান হে নৈঋত', 'দ্বিধাহীন', 'স্বকৃত আলেখ্য' ইত্যাদি। 'জন্ম এবং পুরুষ' কবিতায় কবি লিখেছেন—

'যোনির মাঢ়ির খিল হাট করা, বেহায়া পাংশুতা
পুচ্ছ গোল নীল পুচ্ছ .... হাহাকার কি মুখে তাকাও।'

'হে গান হে নৈঋত' কবিতায় কবি লিখেছেন—

'স্নান করা সারারাত, তোরণের শীর্ষবিন্দু জবা
লেহন-চুম্বন-যুদ্ধে এসো, যারা গ্রীষ্মে পুড়েছিল।'

'দ্বিধাহীন' কবিতায়—

'আমরা তো বৃদ্ধ নই, তুচ্ছ দান বিক্ষুব্ধ সাগরে?
প্রতি দাঁতে কুমারীর অজস্র অধর দিতে হবে।'

আবার বৃক্ষের প্রতিটি গ্রন্থে কবিতায়—

'পরিণত স্ফূর্তি কামনায় হতে পারে/দূরত্ব মানি না আমি।' বৃক্ষের প্রতিটি গ্রন্থে

বোদলেয়ারীয় ভাব ও ভাষা প্রকৃতির প্রভাব অল্প হলেও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই ধরণের রচনাগুলিতে পড়েছে। বুদ্ধদেব বসু কৃত বোদলেয়ারের অনুবাদ কিছুটা হলেও প্রভাবিত করেছে। কাব্যটির উৎসর্গপত্রেও লেখা হয়েছে, 'প্রিয়তমা সুন্দরীতমারে যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার।' পঙ্‌ক্তিটি বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়ারের অনুবাদ থেকে গৃহীত। জনৈক সমালোচকের মতে—

> ''বোদলেয়ারের কবিতার সেই নিষিদ্ধ, নারকী সৌন্দর্যের প্রিয়তমা, কামনার সেই দহন-সংবেগ শক্তির প্রেম ও নৈঃশব্দ্যের রোমান্টিক স্মৃতি মেদুরতার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে সঞ্চার করেছিলো মর্বিডিটি ও জুগুপ্সার কিছু কিছু চোরাস্রোত।''[৪]

প্রকৃতির প্রতি কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আন্তরিক আকর্ষণ। তাঁর নিজের জীবনের সুখ-দুঃখ, বিরহ-বেদনা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে প্রকৃতির মধ্যে। তিনি যে নারীর কথা বলেছেন, সেই নারী এবং প্রকৃতি কখনো একত্র মিশে থাকে তাঁর কবিতায়। সমালোচকের ভাষায়—

> ''প্রকৃতি ও নারীর যুগল বন্ধন তাঁকে যে নতুন অভিজ্ঞতা দিয়েছিল, তাতে তাঁর জীবন বদলে গেছে আরো এক অনির্দেশ হঠকারী এবং উদ্‌ভ্রান্ত বিষণ্ণতায়।''[৫]

ছোট বেলাটা তাঁর কেটেছিল প্রকৃতির কোলেই বহড়ু গ্রামে। প্রকৃতির টানেই তিনি পাহাড়ে-জঙ্গলে নদীতে ভ্রমণ করে বেড়াতেন। সেই ভ্রাম্যমান জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর প্রেমের কবিতাগুলিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। 'নিমন্ত্রণ' কবিতায়—

> তুমি যেমন, অপার জ্যোৎস্না ঝরিয়ে যেতে পারো!
> চারিদিকের ক্ষেত-খামার ঝর্ণা হয়ে যায়

কবির তীব্র একাকীত্বের ভাব প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে যেতে দেখা যায় 'পাখি' কবিতায়—

> আর কেউ পাশে নেই, বৃষ্টি নেই, হাওয়া নেই ঘরে
> ভালোবাসা নেই তার, সমুদ্রগ্রীবার থেকে মালা ঝরে ঝরে

'অন্ধকার শালবন' কবিতায়—

> কোথা বসে ছিলে? যাবার সময় দেখেছি শুধুই
> ঝরেছে পাতার শিখর গলানো কার রাঙা চুল।

'ঝর্ণা' কবিতায় ঝর্ণার প্রতীকে কবি নারীকে অঙ্কন করেছেন। ঝর্ণা একজন ছলনাময়ী নারীর রূপ পেয়েছে এখানে—

> মুছে যাবে তার নুপূরে, নৃত্যে, শুধু জল টানে পিপাসু ভ্রান্তে
> ও ঝর্ণা ওগো ঝর্ণা তাহাকে ভালোবাসবে কি ভালোবাসবে কি।।

নদী, পাহাড়, জঙ্গল, ঝর্ণা ইত্যাদির প্রসঙ্গ কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই এসেছিল। সিংভূম সদর চাইবাসা, হেসাডি এবং সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের সৌন্দর্য কবিতাতে ছায়া ফেলেছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নিজের কথায়—

> ''সিংভূম সদর চাইবাসা এবং তার আশে পাশে ঘুরে বেড়ানোর গপ্পো এত রকম ভাবে লেখা হয়েছে যে আর একবার শুধু ছুঁয়ে যাওয়া যেতে পারে। প্রথমবার তো একটানা তিনমাস বাংলো থেকে বাংলোয় ঘুরে বেড়িয়েছি। বিহারে মাছের দফতরে আমাদের বন্ধু সমীর রায়চৌধুরী ছিল। নিমডিতে টিলার উপর ওর বাসা। পুরনো ভাটিখানা। সেই বাসায় মাসের পর মাস থেকে কত যে পদ্য লিখেছি তার সীমাসংখ্যা নেই। 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য'-এর প্রায় সবগুলি লেখা এবং 'ধর্মে আছো'র অধিকাংশই সিংভূমের জঙ্গল কেন্দ্র করে।''[৬]

কবির প্রেমচেতনার সঙ্গে মিশে রয়েছে ভ্রাম্যমাণ জীবনের অভিজ্ঞতা ও মুহূর্তের নানান পরিচয়। 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' কাব্যগ্রন্থের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলোতেও তা লক্ষ্য করা যাবে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বহেমিয়ান জীবনে প্রেম এসেছে নানান চিত্র নিয়ে। কবির প্রেমচেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে এক ভ্রমণ পিপাসু মন। প্রিয়ার হাত স্পর্শ করে কবির দেশ বিদেশে ভ্রমণের কথা মনে পড়ে যায়। বাগানে কি ধরেছিলেন হাত? ধর্মে আছো জিরাফেও আছো-তে কবি

লিখেছেন—

তোমার হাতের মাঝে আছে পর্যটন—
একথা কি খুশি করে মন?
একথা কি দেশ ঘুরে আসে
স্মরণীয় বসন্ত বাতাসে!

শ্রাবণ রাতে প্রিয়াকে দেখা আবার কখনো কোন নির্জন পথ কবিকে তাঁর প্রিয়ার কাছে নিয়ে যায়। আবার কখনো গ্রাম কিম্বা পর্বতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে প্রিয়াকে ডেকে আনতে চেয়েছেন। এই গ্রাম পর্বতে কবিতায় আছে—

এই গ্রাম পর্বতে বাঁধানো
এখানে তাহাকে ডেকে আনো।

'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' কাব্যগ্রন্থের 'হেমন্তে' কবিতাটিতে আছে হেমন্ত ঋতুর প্রসঙ্গ। যে হেমন্ত ঋতু মানব জীবনের বার্ধক্যের প্রতীক। হেমন্ত এসে কবির জীবনের প্রেমকেও ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। কবি জানালার কাছে চোখ রেখে 'রূপের অসুখ মাঝে বেদনার দুঃখের মাধুরী'কে উপলব্ধি করেছেন। হেমন্তে, হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য-তে হেমন্ত সম্পর্কে কবি লিখেছেন—

'আমি বহুদিন হল বসে আছি, হেমন্তের ব্যাধি
আমারে দিয়েছে মৃত পরাগের বিলীন সম্পদ,
ক্ষয়ের অমরাবতী, শুধু ঝরা, ব্যর্থ ধ্বনিপাত—'

যদিও কবি জানেন অতীত আজ অপ্রাপ্য। তবু বলেছেন—

তাই তুমি প্রেম পূর্ণের রচনা
আত্মশিল্পে;

'নিবিড় ভালোবাসার দিনগুলো' কবিতায় ভালবাসাপূর্ণ অতীতের স্মৃতিগুলি প্রিয়ার কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং বলেছেন—

পাহাড় তাকে ডাকছে তাকে নদীর মতন সাপটে ধরছে বুকে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় লিরিক্যাল মেজাজ এবং বাস্তব অবাস্তবের আলোছায়ায় অন্যতর এক জগতের রহস্যময়তার সন্ধান পাওয়া যায়। পরাবাস্তববাদীদের মত এক অন্যতর বাস্তবতার সৃষ্টি, যা তার কবিতাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। যেমন, 'অন্ধকার শালবন', 'পাবো প্রেম কান পেতে রেখে', 'ছায়ামারীচের বনে' ইত্যাদি কবিতায় তা লক্ষ্য করা যায়। 'ছায়ামারীচের বনে' কবিতাটিতে কবি লিখেছেন—

হৃদয়ে আমার গন্ধের মৃদুভার
তুমি নিয়ে চলো ছায়ামারীচের বনে
স্থির গাছ আর বিনীত আকাশ গাঢ়
সহিতে পারি না, হে সখি, অচল মনে।

কবি ছায়ামারীচের বনে সখির সঙ্গে যেতে চেয়েছেন। হৃদয়ে গভীর শোকের ভার বহন করে চলেছেন কবি।

ভালবাসার স্মৃতি এবং ভালবাসাকে কবি ভুলতে চেয়েও ভুলতে পারেন নি। নগর জীবনের শুষ্কতায় কবি ভালবাসার অনুসন্ধান করেছেন একটি হৃদয় ছেড়ে আর একটি হৃদয়ে। যে কারণে 'কখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস' কবিতায় বলতে

পারেন—

'অতিশয় প্রেম নানাদিকে যায় পথিকের।'

এই পঙ্‌ক্তিটিরই পুনরুক্তি শোনা যায় 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে' কাব্যে যখন কবি বলেন—

'প্রতি ঘরে ঘরে যেতে ইচ্ছে করে পিওনের মতো প্রতিটি বুকের কাছে।'

ভালোবাসার কোন নাম নেই, কোন রূপ নেই। তেমন ভালোবাসা মানুষের আন্তরিক অনুভূতিকে আলোড়িত করে। ভালোবাসার সমুদ্রে অবগাহন করে হৃদয় কখনো জরায় বিদ্ধ হয়, কখনো নীলিমার অসীম সন্দৌর্যে স্মিত হাসির মতোই সুধা পরায়ণ সেই ভালোবাসা। কবির কাব্যে প্রেমের দুটি রূপেই প্রকটিত-বিষ ও অমৃত। সমুদ্র মন্থনকালে শুধু অমৃত ওঠেনি, বিষের করালগ্রাসও পৃথিবীকে গ্রাস করতে চেয়েছিল। মানব জীবনে প্রেমের ক্ষেত্রেও সেই দুটি রূপ উদ্ভাসিত। প্রেমকে যখন শুধুমাত্র শারীরিক চাওয়া পাওয়ার নিরিখে দেখা হয় তখনই যত জটিলতা, বিকৃতি ও নিষ্ঠাভঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

'আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।'

আধুনিক কবিদের প্রেমে শারীরিক এবং আত্মিক প্রেম দুটো রূপেই ফুটে উঠেছে।

'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' কাব্যে কবি নিজের ব্যক্তিগত ব্যথা বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বলা যেতে পারে, এই কাব্যটিতে কবির অতীত প্রেমের স্মৃতি চিত্রিত হয়েছে। একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নিজের জীবন অভিজ্ঞতা, নিবিড় অনুভব ও উপলব্ধি। কবির প্রেমচেতনার সঙ্গে মিশে আছে প্রকৃতি চেতনাও। 'উনবিংশ ষাট সালে' হৃদয় যখন 'আমিষ দষ্ট, রক্ত নষ্ট' তখন কবি ভালবাসার কথা বললেন। ভালবাসা কবিকে দেয় নতুন জীবনানুভব। স্বার্থপর, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, নগরজীবনের কঠোরতা থেকে মুক্তি চেয়ে কবির চেতনা উড়ে যেতে যায় প্রিয়ার শান্ত মুখশ্রীর কাছে—

'আমারও চেতনা চায় উড়ে যেতে তোমার শান্তির
মুখশ্রী যেখানে ভালো।'

তথ্যসূত্র :

১. শঙ্খ ঘোষ, এই শহরের রাখাল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পদ্যসমগ্র-৭, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০০।
২. শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গদ্য সংগ্রহ (৪র্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৩৮৩।
৩. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ২৩।
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ২৫।
৫. শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গদ্য সংগ্রহ (৪র্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১২।
৬. জঙ্গলে পাহাড়ে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ (৩য় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৬৮।

সুব্রত মাহাত,
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড

The Subjection of Land and Indigenous People : Revisiting Linda Hogan's *Mean Spirit* from the Perspective of Ecocriticism

Bapin Mallick

Abstract

The present global scenario is characterised by environmental catastrophes caused by human-induced climate change and ecological degradation. Within this context, the dualistic frameworks of culture/nature, human/nature, and mind/body contribute significantly to the prioritisation of human interests over those of the non-human natural world. The Renaissance ideal of the human establishes a hierarchical structure based on the concept of self-fashioning, which requires the subjection of various others, including those defined by race, sexuality, nature, and technology. The present juncture calls for a rigorous revaluation of the traditional understanding of the "human" in response to the post-Covid-19 period, which is marked by the imminent ecological crisis. Ecocriticism has emerged as a critical response to the agency of humans in the wake of the ascendancy of Cartesian philosophy. Throughout history, humanity has been engaged in a relentless pursuit of increasing material goods in order to satisfy their materialistic desires by creating a division between nature and culture. In this context, the present paper tries to revisit Linda Hogan's *Mean Spirit* (1990) in the light of ecocriticism to dismantle the notion of human supremacy with a view to providing an alternative perspective to the existing view of environmentalism, which is characterised by the notion of anthropocentrism.

Keywords: Anthropocentrism, Ecocriticism, Agency, Other, Linda Hogan

The field of literary studies has traditionally focused on historical and cultural perspectives. In recent years, there has been a growing recognition among critics regard ing the interconnection between literature and nature. The interconnectedness between nature and literature has long been seen throughout various civilizations across time, as demonstrated by the powerful articulations of various writers. Currently, there is a growing recognition and emphasis on the interconnectedness of the natural and social realms across several academic disciplines. Literary critics endeavour to examine the textual representation of the intricate interplay between nature and society as shown by writers in their literary compositions. In this context, it is pertinent to understand the basic principles of ecocriticism with a view to exploring the representation of environmental issues in literature. First, let us examine the definitions provided by prominent thinkers of this domain. Subsequently, we will be able to discern the ramifications and extent

Mallick, Bapin : The Subjection of Land and Indigenous People : Revisiting Linda Hogan's *Mean Spirit* from the Perspective of Ecocriticism
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 20, No. 1, June 2023, Pages : 31-40, ISSN 2249-4332

of this theoretical discourse.

John Loretta delves extensively into the etymology of the term "Ecocriticism" and elucidates that the term"eco" derived from the Greek root "oikos", signifies "house" in its original context.Similar to how "economy" refers to the governance or principles of managing a household, "ecology" pertains to the examination and analysis of the household. Ecocriticism, in essence, refers to the critical analysis of the natural environment as portrayed in literary works.In this context, it is pertinent to mention that the book *The Ecocriticism Reader: Landmark in Literary Ecology* (1996) edited by Cheryl Glotfelty and Harold Fromm, is a significant contribution to the field of ecocriticism. This literary work comprises a well curated compilation of essays that delve into the ecological perspective within the field of literary studies.In her scholarly work, Glotfelty provides a definition of Ecocriticism. Glotfelty argues, "Ecocriticism is the study of therelationship between literature and the physical environment" (Glotfeltyxvii). Explaining the definition, she further writes, "Just as feminist criticism examines and brings an awareness of modes of production and economic class to itsreading text, Ecocriticism takes an earth-centred approach to literary studies"(viii). In order to facilitate the process for practitioners of this theory, they provide a set of inquiries that may be employed to conduct an ecocritical study of a given text. These inquiries are outlined as follows :

> How is nature represented in this sonnet? What role dose the physical settings pay in the plot of this novel ? Are the values expressed in this play consistent with ecological wisdom ? How do our metaphor of land influence the way we treat it ? How can we characterize nature writing as a genre? In addition to race class and gender should place become a new critical category? Does man write about nature differently than women do? In What ways and to what ways effect is the environment crisis seeping into contemporary literature and popular culture? What bearing might the science of ecology have on literary studies? How is science itself open to Literary analysis? What cross-fertilization is possible between literary studies and environmental discourse in related disciplines such as history, philosophy, psychology, art, history and ethics? (xix)

These inquiries elucidate the framework of the ecocritical approach, which suggests a comprehensive scope of ecological investigation. In order to provide a more comprehensive understanding and broaden the range of analysis within the field of ecocriticism, Glotfelty offers a more detailed analysis of this discourse. In this context, she argues, "Nature per se is not only the focus of ecocritical studies. Other topic includes the frontier, animals, cities, specific geographical regions, rivers, mountains, deserts, indians, technology garbage and the body"(xix). In addition, Glotfelty says, "Ecocriticism has one foot in literature and the other on land, it is a critical and theoretical discourse that negotiates between the human and the non-human"(230). In his essay "Literature and Ecology : An Experiment in Ecocriticism", William Rueckert provides a definition of ecocriticism as the application of ecological principles and concepts in the analysis of literary works. Rueckert argues that ecology, as a scientific

discipline and the foundation for human perception, holds significant relevance for both the current and future state of the world (105-23). This analysis explores the potential connections between literature and the physical world within the framework of ecological principles. Hence, it may be said that Rueckert incorporated the principles of ecology into the application of literary criticism. Ecocriticism emerges as a discipline that presents the potential for blending literary and natural science in a distinctive manner with a view to offering an alternative discourse for addressing the ecological crisis of contemporary society.

In his article, "Some Principles of Ecocriticism", William Howarth elucidates the concept by delving into its etymological origins. The terms "eco" and "critic" have their origins in the Greek words "oikos" and "kritis", respectively. When combined, these words collectively signify "house judge". According to Howarth, an ecocritic is an individual who evaluates the strengths and weaknesses of literary works that portray the impact of culture on the environment with the intention of appreciating nature, criticising those who harm it, and advocating for environmental restoration by dismantling the boundary between nature and culture. According to him, the concept of "Oikos" represents nature, which is considered to be our expansive dwelling. On the other hand, the term "kritis" refers to an individual who acts as a judge of aesthetic preferences and strives to maintain the household in a well-organized manner. This individual disapproves of any items, such as boots or dishes, being scattered around, as they would disrupt the original decorative arrangement of the house(Howarth 69-87). Howarth advocates for the adoption of a comprehensive approach within the field of Ecocriticism. He has engaged himself in literary analysis by considering two aspects: the concept of being spoiled and the role of being a spoiler of the environment. Furthermore, they advocate for political measures to address and enhance this situation.

According to Lawrence Buell, Ecocriticism is alternatively referred to as "environmental criticism", and its primary objective is to examine the ecological aspects of literature with a genuine sense of environmental awareness. In his succinct explanation, he provides a concise definition of Ecocriticism as "the examination of the interconnection between literature and the environment, approached with a dedicated commitment to environmental praxis" (Buell 430). According to Buell, ecocriticism has the potential to make a substantial contribution towards comprehending environmental issues and the diverse manifestations of ecological degradation that affect all forms of life in the biosphere. In his scholarly paper titled "Literature and Environment", Buell asserts, "Ecocriticism concurs with other branches of the environmental humanities-ethics, history, religious studies, anthropology, humanistic geography-in holding that environmental phenomena must be comprehended, and that today's burgeoning array of environmental concern must be addressed qualitatively as well as quantitatively" (Buell 418). According to Buell, creative thinking is essential in understanding and addressing the potential impacts of environmental factors and the forces that pose harm to ecosystems. Buell expands the purview of ecocriticism by incorporating other disciplines to examine contemporary ecological issues. In this context, Jonathan Bate rightly argues :

> A central question in environmental ethics is whether to regard human kind as part of nature or apart from nature. It is the task of literary Ecocriticism to address a local version of that question. What is the place of creative imagining and writing in the complex set of relationships between human kind and environment, between mind and word between thinking being and dwelling? (Bate 8)

The notion of place has consistently been a focal point in the realms of literary and environmental studies. There exists a profound interconnection between the existence of human beings and the surrounding physical world. Numerous proponents of ecocriticism assert that it constitutes a unique and noteworthy contribution to the prevailing areas of scholarly inquiry pertaining to race, class, and gender. Ecocriticism, often known as ecological or environmental literary criticism, is a term used to refer to the field of study that examines the relationship between literature and the natural environment. Kroeber highlights the role of literary ecocriticism in bridging the gap between humanism and science. He refers to the Romantic poets as "proto-ecological" due to their recognition of the existence of a natural environment beyond one's individual psyche (Kroeber 19). According to Kroeber, ecological literary criticism focuses on the examination of the ecological and social concepts that are expressed in the literary works of the English Romantic poets.

In his work titled "Practical Ecocriticism : Literature, Biology, and Environment", Glen A. Love, an esteemed professor emeritus of English at the University of Oregon, presents a compelling argument. Love, who specialised in American literature and environmental literature during his tenure, effectively asserts,"Ecocriticism focuses on the inter connection between the material word and human culture specially the cultural artefacts, language and literature." (Love 196). In this context, Donelle argues :

> Ecocriticism or landscape criticism addresses issues concerning landscape and environment that have previously been overlooked. Afew example include how nature is represented, when it is represented,how the environmental crisis has influenced nature and the concept ofthe environments have evolved through the centuries.… Ecocriticism covers a broad range of issues indeed, involving all that which comprises our human interior and exterior contexts. An importantconviction of Ecocriticism is that we are interconnected with the worldaround us and studying how human affect and interact with the environment. (Dreese 4)

The novel *Mean Spirit* (1990) serves as a significant literary work that chronicles the period of Osage killings, therefore making it a noteworthy tale within the context of Osage history. Despite Hogan's identity as a Chickasaw writer, she demonstrates her dedication to pan-Indian perspectives in this novel. It is a mystery that explores the criminal narratives of the 1920s against the backdrop of the Oklahoma oil boom. The novel portrays individuals of Indian descent, mixed heritage, and white Americans, by constructing a distinctive cultural framework that highlights the connection of Native Americans with others outside their immediate community.

The central theme of *Mean Spirit* (1990) revolves around the anthropocentric world view of considering nonhumans as commodities for the exploitation of humans. This issue is closely associated with the Native American land ethic, which, for a considerable period of time, has been disregarded by Grace due to the dominant influence of white Americans. Significant challenges arise when an infertile tract of land undergoes a transformation and becomes an oil field. This factor contributes to her eventual detachment from the natural environment.

The novel explores the tale of the Osage people's forced relocation from their ancestral territory and subsequent settlement in Oklahoma. In this new environment, the Osage community deviates from their traditional practices by adopting the practice of dividing the land into private allotments, a departure from their previous communal land ownership system, which mirrors the practices of the white settlers. The Osage people's deep association with the land is characterised by a collective obligation rather than individual ownership. The discovery of oil in certain Osage communities in Oklahoma coincided with the development of the tribe's relationship with white Americans. Certain Osage women choose to abandon their customary practices and enter into matrimony with Caucasian males. In connection with the matrimonial experiences of Osage women, there exists a phenomenon of opportunism among white males who view marriage to a native woman possessing oil-rich territory as a strategic commercial enterprise. Nola succumbs to this situation, as she becomes allured, although only for a while, by the concept of participating in large-scale exploitation. The trajectory of her narrative encompasses a transition from an initial adherence to Native American principles of land stewardship to ultimately assuming ownership of territory endowed with substantial oil resources.

Hogan's literary work presents a perspective on Native American land ethics, which is further examined by Joni Adamson. The author demonstrates this phenomenon by illustrating the manner in which Nola and her fellow Native Americans disassociate themselves from the avarice associated with the exploitation of indigenous territories for oil extraction, therefore reinstating their innate and mutually beneficial connection with the land. The opening of *Mean Spirit* (1990) presents profound and prescient ecological significance. The narrative commences with Michael Horse making a prediction regarding a forthcoming period of two weeks characterised by a lack of precipitation throughout the summer season. This forecast serves to alert readers to an impending environmental catastrophe that Oklahoma subsequently experiences.

Hogan further portrays the Osage tribe's peaceful pastoral existence prior to the discovery of oil on their territory. Hogan provides a captivating depiction of the Osage community's existence amidst hilly terrain and agricultural fields. This event serves as a commemoration of the pastoral, a theme frequently emphasised in the field of ecocriticism. Hogan's portrayal of the Osages characterises them as indigenous people residing in hilly regions, with a particular emphasis on the depiction of the elderly matriarch, Belle Graycloud. Belle adorns herself with a meteorite pendant suspended on a leather necklace. It is a cherished family heirloom that

has been passed down through generations, originating from an ancestor named Osage Star-Looking. This individual had the unique privilege of seeing the descent of a meteor and subsequently gathering fragments of this celestial body. The emblem serves as a symbol that signifies the Osage people's reverence for the cosmos and its enigmatic nature.

Grace's family also possesses a lineage of environmental knowledge and wisdom. The mother possessed a revered status as a river prophet, demonstrating the ability to discern truth by attentively interpreting the messages conveyed by the river. Hogan writes, "Her mother, Lila Blanket, was a river prophet, which meant that she was a listener to the voice of water, a woman who interpreted the river's story for her people. A river never lied. Unlike humans, it had no need to distort the truth, and she heard the river's voice unfolding like its water across the earth"(5). Grace's tragic circumstance arises from her departure from traditional Indian cultural practises following the discovery of oil on her land. Oil symbolises the economic prosperity of the white population, contrasting with the ecological knowledge and wisdom passed down by their female ancestors, such as Belle Graycloud and Lila Blanket.

Lila expresses her desire for her daughter to have an understanding of the cultural norms and expectations of white Americans by being in close proximity to them, as she confides in Belle Graycloud. The author argues that it is important for her daughter, as a Native American, to acquire knowledge of American laws in order to critically analyse and identify any shortcomings within the legal system.The narrative demonstrates, "I need to send my daughter to live near town. We've got too far away from the Americans to know how their laws are cutting into our life"(6).The author also expresses apprehension regarding the construction of a dam in the estuary of the Blue River. Based on her astute understanding of environmental issues, she anticipates that this project will have detrimental consequences for various forms of life. Nevertheless, she succumbs to the allure of the town, as do her two other daughters, Molene and Sara. This represents a deviation from the indigenous cultural practices. Hogan argues, "The longer they were there, the more they liked Watona. And the more Lila visited them, the more she hated the shabby little town with its red stone buildings and flat roofs. It was a magnet of evil that attracted and held her good daughters" (7).

Meanwhile, plots of land are allocated to the indigenous population as per the provisions of the Dawes Act. Hogan further elucidates the deficiencies inherent in this legislation, ultimately resulting in the dispossession of indigenous populations from their land holdings. Furthermore, she sheds light on the government's misleading display of benevolence and highlights the incongruity between the new allotments and the land ethics upheld by the indigenous population. She writes :

> Those pieces of land were called allotments. They consisted of 160 acres a person to farm, sell, or use in any way they desired. The act that offered allotments to the Indians, the Dawes act seemed generous at first glance so only a very few people realized how much they were being tricked, since numerous tracks of unclaimed land became open property for white settlers, homesteaders, and ranchers. (8)

Hogan further exemplifies the indigenous notion that the welfare of the broader community necessitates the sacrifice of something or someone. Lila holds the belief that she has made a sacrifice for her daughter, Grace, and that the presence of oil associated with Grace has resulted in a postponement of dam construction. She believes that the decision to have Grace reside in the allotment has had a positive impact on her neighbourhood. Once again, the emphasis is placed on the dedication of Native Americans to the land and their community's opposition to the unrestricted use of technology.

Reverend Joe Billy is a figure who expresses concern about the impact of American culture on indigenous cultures as it seeks to supplant them. In a particular instance, he asserts, "The Indian world is on a collision course with the white world"(13). Billy espouses an eco-centric perspective when discussing the whites and their avarice. Specifically, his attention is directed towards the indigenous reverence for the soil, a perspective that is often disregarded by Americans. Billy comments, "It's more than a race war. They are waging a war with earth. Our forests and cornfields are burned by them. But, I say to you, our tears reach God. He knows what's coming round, so may God speak to the greedy hearts of men and move them" (14).The indigenous population's relationship with the natural environment is evident even within the confines of their allocated plots of land. Rena and Nola derive pleasure from engaging with the natural world in a manner characterised by essential simplicity.Hogan writes, "That night, the lights of fireflies and the songs of locusts were peaceful, as if nothing on earth had changed. How strange that life was as it had been on other summer nights, with a moon rising behind the crisscross lines of oil derricks and the white stars blinking in a clear black sky" (26).

Hogan adeptly employs a plethora of symbolic representations to convey the detrimental impact of human activities on the natural environment. One emblematic representation pertains to the season of summer and its heat waves.The author writes, "That summer, with the record high temperatures, heat waves rose up visibly from the hills. Along the roads, a number of trees lost their green summer leaves a little at a time, and they were filled with the exposed white cocoons of ravenous bagworms" (43-44).The heat wave has been documented as causing death among a subset of the bees that Belly cares for. The death of bees serves as a foretelling of the imminent ecological catastrophe resulting from the phenomenon of global warming caused primarily by the activities of humans. Belle experiences a heat stroke while conducting an examination of the bee hives. Hogan focuses on the localization of the global warming phenomenon and the inherent risks associated with climate change.

Hogan further elucidates the impact of temperature on seasonal variations. She explains how autumn arrives in a distinct way for the indigenous people.She writes,"In Watona that autumn the temperature dropped by only a few degrees. The leaves that had not been eaten away by hungry bagworms turned red. There was a hint of fall in the air, a slight odor of decay, but the hot weather had not broken" (53). The novel may be classified as a work of environmental fiction due to its focus on the weather, climate, and ecosystem, which serves as

a platform for addressing ecological concerns.

The depiction of Grace's oil field as a monstrous entity stands in stark contrast to the surrounding landscape and its verdant scenery. Hogan effectively establishes an atmosphere of profound sorrow and mourning in relation to the gradual disappearance of the indigenous homeland and the cultural heritageassociated with it. Hogan's critique of the machinery and economic aspects of the oil sector is quite conspicuous. In this context, Hogan writes :

> Up the road from Grace's sunburned roses, was an enormous crater a gas well blowout had made in the earth. It was fifty feet deep and five hundred feet across. This gouge in the earth, just a year earlier, had swallowed five workmen and ten mules. The water was gone from that land forever, the trees dead, and the grass, once long and rich, was burned black. (53)

Moreover, Hogan employs the imagery of blood to enhance the portrayal of the degradation of land caused by the actions of oil billionaires. The environmental hazards associated with oil are evident in this context. She argues, "These bruised fields were noisy and dark. The earth had turned oily black. Blue flames rose up and roared like torches of burning gas. The earth bled oil" (54). Hale, the prominent figure within the oil industry in the region, employs economic strategies that result in the local inhabitants accumulating debt, ultimately enabling him to acquire their land. Hogan adeptly critiques the viewpoint of the dominant white American, interpreting it as a form of possession. She writes :

> Every quarter, when Indians were paid their loyal royalties, most found themselves still in debt, owing the stores, the court-assigned legal guardians, and some of them obligated to bookies and bootleggers. That meant they'd sell off a few more acres of land and Hale was always ready with a quick offer and fast cash. A geologist had mapped out the underground for Hale and a few other men. The maps pictured the locations of oil pools. If he could just keep going a little while longer, Hale was certain he could make his fortune in oil. (54)

Hale serves as a representation of the white American perspective and their approach toward land. Hale, representing the ranchers, was earlier held responsible for the degradation of the land due to his inappropriate agricultural methods, which included the growing of high-yield grass. Hogan elucidates the adverse impact of ranching, associated with the oil industry, on the ecological integrity of the land.Hogan writes, "Hale had hired Indian men to help him cut, burn, and clear their own land. He introduced new grasses, and they swept over the earth, the bluegrass, which fattened cattle quickly, and the Johnson grass, that had roots so strong they spirited away the minerals and water from other trees and plants, leaving tracts of land barren-looking" (54). In this context, it is pertinent to note that Hale's introduction of new grass has a detrimental impact on land.

According to Hogan, the oil company also has a negative effect on indigenous populations. This situation provides oil industry professionals with the chance to exploit indigenous populations and their territories. Hogan posits a compelling ecocritical perspective, asserting

that the act of exploiting land is inherently intertwined with the exploitation of indigenous populations, and conversely, the exploitation of indigenous populations is intricately linked to the exploitation of land. In this context, the emphasis lies on the study of human ecology as opposed to the examination of the environment in isolation from human presence. Hogan says, "Some of them were wealthy from only the small two or four percent royalties and interests the companies paid. But even with such a spare tithe, the oil company owners resented having to pay the Indians for the use of their land, in spite of the fact that the Indian people had purchased it themselves" (56).

Michael Horse, a Native American individual, expresses his apprehension regarding the erosion of indigenous cultural practises. He possesses the occupation of a medicinal practitioner specialising in the gathering and procurement of various botanical substances. Hogan portrays the individual as being profoundly connected to his surrounding landscape and environment. He adds, "Earlier that same evening, Michael Horse had left his tepee and walked across the land. He traveled by foot, collecting medicinal plants and sassafras. He carried two bags" (72). Hogan asserts that the perpetuation of stereotypes by white Americans contributes to the hardships experienced by indigenous populations. She highlights the lack of knowledge among individuals of white descent who engage in the practice of romanticising and idealising Native Americans.She writes, "They believed the Indians used to have power. In the older, better times, that is, before the people had lost their land and their sacred places on earth to the very people who wished the Indians were as they had been in the past" (81-82).

Another enigmatic demise has occurred among the indigenous community, pertaining to an individual named John Stink, who was also known by the appellation Roaring Thunder. Upon the assembly of individuals for the interment of John Stink, it becomes apparent that a multitude of animals have also congregated, potentially indicative of John Stink's greater affinity towards the animal world as opposed to his fellow human beings. Hogan incorporates the involvement of nonhuman inside the realm of human drama, by foregrounding the importance of the reciprocal relationship between human and nonhuman. She further writes :

The oak leaves were dry. Once the wagon stopped for a slow group of migrating turtles. It was their last journey before they would dig themselves beneath the ground and hibernate. They crossed the road, with the dwindling sun on their shells. When the last turtle was safe, the men drove on to the older burial grounds. Moses and Joe Billy were still singing the deep, slow song, and as the sun lowered, the shadow of the horses grew longer on the ground. Behind the dogs, a coyote began to follow. (101)

Throughout the novel, Hogan advocates for the fair and equitable treatment and meaningful inclusion of individuals, irrespective of their racial background, ethnic identity, and socioeconomic status. She asserts, in alignment with the viewpoints espoused by eco-philosophers Joni Adamson and Lawrence Buell, that the active participation of Native Americans in the nation's developmental processes and the formulation of environmental policies and regulations is an important aspect for maintaining ecological harmony which is the

urgent need of the hour. The author contends that mainstream American culture fails to acknowledge the cultural distinctions present within groups such as Osage and Creek. The author additionally underscores the notion that local wisdom is disregarded in favour of scientific knowledge, resulting in the commercialization and exploitation of both individuals and the environment.

Works Cited

Bate, Jonathan. *Romantic Ecology: Wordsworth and the Environmental Tradition*. Routledge, 2013.

Buell, Lawrence. *The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture*. Harvard University Press, 1996.

Dreese, Donelle N. *Ecocriticism: Creating Self and Place in Environmental and American Indian Literatures*. Peter Lang Pub, 2002.

Glotfelty, Cheryll, and Harold Fromm, editors. *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology*. Univ. of Georgia Press, 2009.

Hogan, Linda. *Mean Spirit*. Maxwell, 1990.

Howarth, William. "Some Principles of Ecocriticism." *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology*, edited by Cheryll Glotfelty and Harold Fromm, Univ. of Georgia Press, 2009, pp. 69–71.

Kroeber, Karl. *Ecological Literary Criticism: Romantic Imagining and the Biology of Mind*. Columbia UP, 1994.

Rueckert, William. "Literature and Ecology : An Experiment in Ecocriticism." *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology*, edited by Cheryll Glotfelty and Harold Fromm, Univ. of Georgia Press, 2009, pp. 105–23.

Love, Glen A. *Practical Ecocriticism: Literature, Biology, and the Environment*. University of Virginia Press, 2003.

Bapin Mallick
Assistant Professor, Department of English
Dr B.R. Ambedkar College,
Betai, Nadia

Decoding the Intersection of Race and Gender in Select Works of Buchi Emecheta

Amrita Chattopadhyay

Abstract:

This paper examines the condition of women and their experiences in post-colonial African society as portrayed in selected novels of BuchiEmecheta, a prominent Nigerian novelist (1944-2017). The texts that have been discussedare Second Class Citizen (1974) and Kehinde (1994). Emecheta referred to her works as "social realities" implying that her works faithfully portray the contemporary social condition of post-colonial Africa in general and Nigerian Igbo community in particular. After Nigeria gained independence in the year 1960, several writers specifically woman writers came up to share their experiences in the post-colonial Nigerian society. The novels highlight the plight of Nigerian women in Nigeria and England in the face of intersection of exploitation based on race, gender, and their indomitable spirit to overcome all odds to ascertain their respective place in the society.

Keywords : Intersectionality, Race, Gender, Nigeria, Igbo Culture

I. Introduction:

Buchi Emecheta's novels are mostly based on her own personal life and experiences both in Nigeria and in England. Emecheta's language is simple and straightforward so that the experiences and emotions of the female characters are frankly expressed and are easy for the readers to comprehend. Emecheta has addressed complex issues such as forced motherhood, slavery, the practice of bride price, domestic violence and others that were plaguing the post-independence Nigerian society that were further complicating the already complex lives of women.According to Malve (2022), Buchi Emechetaembodies the spirit of African feminism and has played an important role inexposing the suppression of women in the patriarchal society. Ambreen Kharbe (2017) writes :

> "The Nigerian women have its own niche and place in the society. BuchiEmecheta portrays the real African women without playing down the negativity meted to them in the society. Her keen awareness about traditional customs helps her to successfully focus the minute details of the women in her novels." (P. 2)

Chattopadhyay, Amrita : Decoding the Intersection of Race and Gender in Select Works of Buchi Emecheta Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 20, No. 1, June 2023, Pages : 41-51, ISSN 2249-4332

In this essay, we will be applying intersectional theory to underlineEmecheta's portrayal of the plight of contemporary Nigerian women in her novels.Intersectional theory deals with the multiple sources of oppression that individuals face based on their gender, race, class, sexual orientations and other things which contributes to an individual's identity. The term was first coined by the feminist scholar Kimberle Crenshaw (1989) to identify the multiple sources of oppression on women of colour. She in her seminal work, "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex : A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics", writes :

> "Black women can experience discrimination in ways that are both similar to and different from those experienced by white women and Black men. Black women sometimes experience discrimination in ways similar to white women's experiences; sometimes they share very similar experiences with Black men. Yet often they experience double-discrimination-the combined effects of practices which discriminate on the basis of race, and on the basis of sex. And sometimes, they experience discrimination as Black women-not the sum of race and sex discrimination, but as Black women." (p.148)

Further she observes:

> "It seems that I have to say that Black women are the same and harmed by being treated differently, or that they are different and harmed by being treated the same. But I cannot say both. This apparent contradiction is but another manifestation of the conceptual limitations of the singleissue analyses that intersectionality challenges the point is that Black women can experience discrimination in any number of ways and that the contradiction arises from our assumptions that their claims of exclusion must be unidirectional." (p.149)

Thus, she has emphasised the importance of taking coloured women's intersectional experiences into account in order to improve their condition and eliminate discrimination based on both race and gender. In this essay an attempt is made to show how Emecheta's works havetaken this intersectionality of coloured women's experiences into account.

This paper is organized in four sections. This introductory section is followed by two sections, which analyse two texts: Second Class Citizen (1974), and Kehinde (1994). In the novel the Second Class Citizen (1974), the protagonist Adah was forced to accept a second-class status because of her racial and gender identity, but she fought against all odds and by the end of the novel was able to create an identity of her own. In the novel, Kehinde (1994) the eponymous character struggles to make her identity in England, and once she does that she realizes her potential and finds her independence and refuses to be mistreated and dominated

by her husband, Albert, who returns to Nigeria. Finally, in the last section we conclude the essay.

II. Intersectionality in Second Class Citizen:

Both the novels discuss and explain the way Black women are discriminated by the prevailing practices of socio- cultural customs in the family and society, which are heavily biased towards men. In addition to gender discrimination, Emecheta focuses on the issue of racism that Black people encounter and how these Black women suffer from intersections of oppressions.

The first instance of gender discrimination that the protagonist faced was when she was born, as everybody around her hoped her to be a boy:

> "So, since she was such a disappointment to her parents, to her immediate family, to her tribe, nobody thought of recording her birth."(P.7) Her father, who seemed to like her because he believed her to be his late mother's reincarnation, was also not happy with the birth of a daughter before a son.

The patriarchal dominance was internalised deeply by both the sexes in the family. So Adah's mother is seen to be stricter towards her and she is found to carry a very low "opinion of her own sex". On the other hand, her father believed, "Women were like that. They sat in the house, ate, gossiped and slept. They would not even look after their children properly".(P.12) After the death of Adah's father, she was sent to live with her mother's elder brother as his servant. Her brother's education was given a priority over her, though she was still educated for the sake of fetching greater dowry for the family (bride price) which would give her brother a better future. Women like Adah's mother who were widowed in their society were inherited like property by their husband's brothers. The author here is very clear of the disadvantages that women faced. Shesays :

> "Children, especially girls were taught to be very useful very early in life…Nobody was interested in her for her own sake, only in the money she would fetch , and the household work she could do…" (P.18)

Adah was a smart girl from her childhood. She knew that all Ibo wives behaved like a slave to their husbands whom they considered their masters, and she was very certain that she did not need this kind of relationship in her life. Shewas called "the Ibo tigress", for fighting with the boys. She fought all odds to sit for the common entrance test to join the high school.She not only cleared the examination but also won a scholarship and spent the next five years of her life studying.

She just wanted a home to pursue her dream : "Not just any home...but a good, quiet atmosphere where she could study in peace". Since there was no way in which Adah could

live in Lagos, unmarried, she had to marry. She therefore found herself Francis, a young man who was preparing to be an accountant to marry.

What is interesting here is that Adah continued to look for a job after marriage and even after having a baby. She was selected in the post of a Librarian in the American Consulate Library at Campbell Street. Her husband was not in favour of her joining jobs which will enable her earn "three times" his own earnings. He was afraid of losing power and status in the society. Adah's father-in-law however, prevailed over him, and advised that let Adah work and earn for her family. Therefore, she was allowed to accept the jobas she would be bearing the expenses for her husband's family. Nevertheless, her higher earning did not change the patriarchal exploitation of women in that she was never made a part of the family's financial decisions. She was only allowed to play the traditional role of a wife, a mother apart from a forced provider of money to her family.

Adah was instrumental in sending her husband, Francis, to the UK for his studies and borne all his expenses. She also wanted to go to the UK and raise her family there with modern education. However, patriarchal barrier were put before her dream as both her husband and father-in-law were against the idea. They tried their best to dominate and scuttle Adah's plan to visit UK using Igbo cultural practices and tradition but failed in the face of her determination.

However, she started facing racism as soon as she reached London with her children. When Adah expressed her disappointment about their chosen accommodation, Francis yelled,

> "Everybody is coming to London. The West Indians, the Pakistanis and even the Indians, so that African students are usually grouped together with them. We are all blacks, all coloureds, and the only houses we can get are horrors like these". (P.38)

Francis even tried to slap her for being annoyed with the accommodation facilities in Britain. Adah realised that the restraint under which Francis lived in Nigeria, under the control of his parents were not there in London, which is why her husband is free to do what he likes. Also the class hierarchies that they enjoyed in Nigeria, were dissolved here as Francis said : " …… you may be living like an elite (in Lagos), but the day you land in England, you are a second – class citizen. So you can't discriminate against your own people, because we are all second-class." (P. 39).

Francis used to sexually exploit her wife and when she became pregnant, she was blamed for that. Adah had to give her children for fostering during the daytime to a woman named Trudy. However she severely neglected her children and developed extramarital relationship with her husband. Adah is found lamenting, "The only thing I get from this slavish marriage is

the children." (P. 64). Francis was bothered to see that Adah was aware of her rights after arriving in London.

The fellow Nigerian people could not tolerate Adah's affluent nature and the fact that she was into "a white man's job"(P. 68), and behaving "as if she and Francis were first-class citizens, in their own country."(P. 69). Therefore, they colluded to force Adah and her family to vacate their house. This indicated another type of discrimination meted out by her own race:

> "Thinking about her first year in Britain, Adah could not help wondering whether the real discrimination, if one could call it that, that she experienced was not more the work of her fellow-countrymen than of the whites." (P. 70)

Thus, racism inflicted on the black people was not only from the white ones but also from their own black or coloured peoples.While looking for a house to live, she realised that her black skin colour was preventing her from getting a decent house for them. She had to swallow the ignominy that even "they were unsuitable for a half derelict and probably condemned house with creaky stairs. Just because they were blacks?" (p. 78). Adah's intellectual mind questioned the racism that they faced while finding a home in London. This is reflected in her words to Francis:

> "But Jesus was an Arab, was he not? So, to the English, Jesus is coloured. All the pictures show him with the type of pale colour you have. So can't you see that these people worship a coloured man and yet refuse to take a coloured family into their home?" (P. 78)

Though racism existed in a rampant manner yetlegal provisions of the "Welfare State worked for both second- and first- class citizens alike", which made living in England a little more comforting for the coloured people.

Emecheta paints her protagonist as a loving and protective mother, woman and wife who withstood various types of discriminations based on gender and race. In the novel, the author exposed vividly the burden of motherhood in the Nigerian society as they areseen as 'reproductive machines'. Adah took the decision not to bear babies anymore and started taking birth control measures. This infuriates her husband:

> "It meant she could take other men behind his back, because how was he to know that she was not going to do just that if she could go and get the gear behind his back?" (P. 147)

This is clearly hypocritical how he was openly being unfaithful to his wife, while he cannot tolerate his wife to take control of her own body. Marriage was nothing but slavery for most Ibo women. This gets reflected in the lines:

> "Typical Ibo psychology; men never do wrong, only women; they have to beg for forgiveness, because they are bought, paid for and must remain like that, silent obedient slaves." (pp.155-56)

The novel is replete with scenes of domestic violence. The cruelty and brutality of Francis were shown when he beats and humiliates his wife even in front of their neighbous. To him:

> "a woman was a second-class human, to be slept with at any time, even during the day, and if she refused, to have sense beaten into her until she gave in; to be ordered out of bed after he had done with her; to make sure she washed his clothes and got his meals ready at the right time". (pp.164-65)

However, Adah's indomitable spirit made her take an oath to herself that "She was going to live, to survive to exist through it all."(P. 150)Thoughhis long stay in England had no impact on Francis. He embodies all the social and familial backwardness of Nigerian society. However,

> "Adah knew that she was changing herself. Many things that had mattered and had worried her before had become less important…….What mattered was that she should not be bothered with unhappiness, because she wanted to radiate happiness to all those around her. And when she was happy, she noticed that her children were happy too." (p. 165)

By this time, Adah has found her real love and emancipation through her writing of the manuscript, 'The Bride Price". She had "put everything that was lacking in her marriage into it. During the time she was writing it, she was oblivious of everything except her children. Writing to her was like listening to good sentimental music." (p. 164).

However, as may be expected, Francis did not like the idea of his wife, a Nigerian women, undertaking an intellectual discourse. His strongest refrains were that Adah was a black and she was a women! He reminded her,

> "You keep forgetting that you are a woman and that you are black. The white man can barely tolerate us men to say nothing of brainless females like you who could think of nothing except how to breast-feed her baby." (p. 167)

The last nail in the coffin for their familial relationship was when Francis burnt her writing, her story, her brainchild as his "family would never be happy if a wife of mine was permitted to write a book like that."(P.170)

She was aghast that he who could kill her brainchild like this could also harm her children. This was the turning point when she decided to finally move on from Francis and leave him finally.

> "So Adah walked to freedom, with nothing but four babies, her new job and a box of rags." (p. 171).

Thus, Second Class Citizen paints in minute details the hardships of 'being both black and woman' in Nigeria and England. Emecheta has created a courageous and wise woman, Adah, who could show the resilience in the face of different kinds of adversities. She was finally successful in overcoming the hurdles created by the society in respect of her gender and race. According to Ayyildiz, NilayErdem. (2017),

> "Emecheta sets a model for black women, who set out to free themselves not only from traditional bindings oftheir native culture but also a variety of oppressive forces they face in colonial country. (P. 147-148).

III. Intersectionality in *Kehinde*:

In ***Intersectionality as Critical Social Theory,*** Patricia Hill Collins, *et al* (2021) writes:

> Black women could see, feel, and experience how the treatment oftheir bodies as simultaneously raced and gendered shaped the contours of theirsubordination. This initial insight that both race and gender intersect reûected amethodology of bottom-up theorizing to address social problems. The terms raceand gender signify the intersection of racism and sexism, with other terms addedover time to ûesh out contemporary understandings of intersectionality. (P. 691)

*Kehinde*is about a woman called Kehinde who lost her twin sister, her *Taiwo*, the one who preceded her into the world, and her mother during her birth, which is why she was blamed by others for their deaths. However, her aunt Nnebogo, who had no child of her own, raised her with a lot of care.The story begins with Kehinde's husband getting letter from his sisters from Nigeria, who wanted him to return to their native place.Albert seemed to long for the independence and privilege that men from their native culture enjoyed which is why he wanted to return to Nigeria, in spite of their comfortable adjustments in London.However,Kehinde is pregnant and is reluctant to leave London.

In fact, Kehinde enjoy some kinds of power, and liberty in England, unlike the condition in their native place. "Kehinde was aware that she could talk to her husband less formally than women like her sister Ifeyinwa, who were in more traditional marriages. She related to Albert as a friend, a compatriot, a confidant." (P. 6) Here the narrator compares the condition of Kehinde with her sister Ifeyinwa who lived in Nigeria throughout her life.Velma Mohan (2017) writes:

> "BuchiEmecheta'sKehinde (1994) traces the life of a middle-aged Nigerian woman Kehinde that contends against the ritualization of the "female" gender which normalizes feminine gender identity and norms; and strives to re-signify her identity as a Nigerian woman both within and outside heterosexual contexts".

(P. 84)

It has been shown that Kehinde worked in a bank in Crouch End with another woman called Moriammo and both were very close friends. Female friendships between coloured women are emphasised and glamourised in this novel, so much so that the male characters seem to lackthat camaraderie between themselves and were jealous of their friendship.

> "He (Albert) actually envied Kehinde and Moriammo the spontaneity of their relationship". (P. 37)

Albert seemed to dislike England for the freedom that it offers to women. He says: "Stupid country, where you need your wife's money to make ends meet". (P. 15) Though in Africa it is unthinkable to talk about abortion, Albert is ready to do things contrary to his culture as it fits his scheme of things.

African men were fully aware of the relative freedom of women in England, which is why we see men like Albert wanted to return home, to enjoy the male privileges back there. Albert says:

> "But I want to go back to the way of life my father had, a life of comparative ease for men, where men were men and women were women, and one was respected as somebody…Kehinde would learn when they got home how she was supposed to behave. Here, she was full of herself, playing the role of a white, middle-class woman, forgetting she was not only black, but an Igbo woman, just because she worked in a bank and earned more than he did.Many women worked in banks at home, but did not allow it to go to their heads". (P. 35)

This clearly shows that though they do not mind their wives providing for them and their family financially, but they were definitely not fine with them controlling their own lives and not being submissive to them. Further, they seem to know well about the fact that it was education which was making the women aware of their rights and that is acting as a barrier for men to be able to control them. As we can see in the novel, Prabhusays: "The trouble starts when women get educated, and now it's too late to change back again". (P. 36)

Albert forces Kehinde to abort her baby, which was unimaginable thing in Africa, as children were considered to be prized possessions.Kehinde got devastated when she realised that the baby she has aborted was a male child, and her husband showed guilt as if he would not have asked her to get rid of her child if he knew this fact. This clearly showed bestowal of greater importance to a male offspring. Similarly Tunde, Moriammo's husband was overjoyed and filled her life with attention when he got his first son from her, so much so that he printed his baby's photo in all Nigerian papers saying : "Olumide-'my saviour, my standard bearer, my

warrior is here'" (P. 55)

After Albert left for Nigeria, Kehinderealised how single women or widows are marginalized in the society. She was not treatedwell by others. "It seemed that without Albert, she was a half-person."(P. 59)

After sometime, Kehinde decided to return to Nigeria as well to see and live with her family. When she finally met her husband, Albert, she realised that African cultural influence has changed her husband during the period of her absence. Albert, who regarded polygamy as a practice that degraded women had no hesitation taking a second wife, Rike, who was eighteen years younger. Kehinde got deeply hurt by this deception of Albert, however she had to swallow the bitter pill of humiliation as she could not do anything, as it was the African tradition of the time. Therefore, she decided to return to London to live independently.

Even her sister Ifeyinwa, who throughout her life has been thoroughly oppressed by the patriarchal forces realised that the fault was there in "the system which perpetrated this kind of injustice".(P.112)We get a hint of men's behaviour in Nigeria from Ifeyinwa's words : " 'When they cause enough *wahala* in one place, they move to another. It's easy for them, they don't drag children with them. Our men!'" (P. 113)

The discriminations made between girls and boysare reflected in the way in which when there is any financial crisis, the daughters are made to sacrifice the quality of their education, and not the boys. For example, after staying in England for a while, she got a letter from her daughter Bimpe, asking her to bring them back to England for their father had lost his job. She informed that she was taken out of school while his brother Joshua was not. She said: "He did not volunteer to be a day student and nobody is expecting him to do so. You know, mum, how much is expected of boys here." (P. 120)

Kehinde faces racism when she goes back to England, when she is unable to get the same kind of work, which she did earlier before going back to Nigeria. According toDuro, Kehinde's new colleague: "An educated black person in a responsible job is too much of a threat.White people don't feel comfortable in their presence' " (P. 125) Moreover, as Crenshaw (1989) puts it: coloured women do not have only problems of racism, but also patriarchy from other coloured people. Therefore, we find out that an Arab Sheik asked Kehinde to teach English to his under-aged wife Fatima, and later asked her to undress. He said, "I want to see what a naked black woman looks like". (P. 131)

The novel calls attention to the fact that a little of traditional patriarchal upbringing and enjoying male privileges changes young men, even Joshua, Kehinde's son, who was born and brought up in London turned out to be egoistical, after returning from Nigeria. "He felt he had the answer to the world's problems, having been to Africa, where young men were made to feel they owned heaven and earth". (P.137)

However, Kehinde having had enough of the discriminations against her, has finally discovered the freedom that polygamy has to afford and this time tried that with her tenant Mr. Gibson, and became in a way equally at advantage as her husband Albert. Therefore, when her son tries to sabotage their relationship, she simply says :

> "… but it's not a crime to love. Your dad has taken two other wives in Nigeria, and I'm not complaining…….I am still his wife, if I want to be, and I'm still your mother. It doesn't change anything." (P. 138)

She made it clear to her son who is no longer a young child needing protection from his parents what he should expect from his mother :

> "My whole life was wound around your needs, but now you're a grown man! Mothersare people too, you know." (P. 139)

Further, when her son tries to take the cloak of an Igbo man to belittle her while she was with her partner, Mr. Gibson, she murmured :

> "Claiming my right does not make me less of a mother, not less of a woman. If anything it makes me more human," (P. 141)

Finally, with this newfound confidence and independence, she could get united with her subconscious spirit called *Taiwo* and gain inner peace and a true identity of her own.In an interview, Emecheta states that," Kehinde portrays success of Nigerian women in coping with the changes from one culture to the other and survived…..Kehinde came here (London), went back, and then returned after a long stay. It shows the spirit of Black women towards survival' (as cited in Ngwaba 2022 p. 1707)

Conclusion:

Thus from our reading of the two texts, we can see how women were doubly marginalised by the twin vicious forces of racism and patriarchy. This is why we cannot just get the magnitude of exploitation and domination faced by these women, only by analysing one aspect of their marginalisation: that is either the racist forces or the patriarchal forces; we need to thus decode their intersectional experiences, and consider themin order to truly comprehend their lives. Through her main protagonists, BuchiEmecheta has shown how the Nigerian culture is oppressive to women. Women are required to struggle toget their voice heard and for earning their due respect and recognition in the family and in the society.

Citations:

Ayyildiz, NilayErdem. (2017). "The Ordeal of Blackness and Womenhood in Emecheta's Second Class Citizen". *C K U Journal of Institute of Social Sciences.*8 (1). 137-149.

Collins, Patricia Hill, *et. al* (2021). "Intersectionality as Critical Social Theory", *Contemporary Political Theory*.Vol. 20, pp. 690-725. https://doi.org/10.1057/s41296-021-00490-0

Crenshaw, Kimberle Williams (1989)." Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics." *University of Chicago Legal Forum*. Volume 1989, Issue 1, Article 8. Pp: 139-167. Available at: http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8

Emecheta, Buchi. (1974). *Second Class Citizen*. George Braziller, Inc. New York.

Emecheta, Buchi.(1994)*Kehinde*. Heinemann Educational Publishers. Oxford.

Kharbe, Dr. Ambreen (2017), "Representation of Nigerian Women in BuchiEmecheta: The Bride Price and The Joys of Motherhood". *Epitome: International Journal of Multidisciplinary Research*, Vol. 3, Issue 11, November 2017. http://www.epitomejournals.com

Malve, Sulochana Ganesh. The world of NigeriaIn the Select novels of BuchiEmecheta. Unpublished Ph.D. Dissertation submitted to Swami Ramanand Teerth Marathawada University, Nanded. 2022. https://shodhgangotri.inflibnet.ac.in/bitstream /20.500.14146 /11647/1/sulochana%20malve.pdf

Mohan, Velma (2017). "Gender Performativity in BuchiEmecheta'sKehinde", *Journal of Research In Humanities and Social Science*. Vol 5, Issue 2, pp: 84-88.

Ngwaba, Ijeoma Ann (2022). "Contextualising Identity in BuchiEmecheta's Kehinde and Chimamanda Adichie's Americanah", *Theory and Practice in Language Studies*, Vol. 12, No. 9, pp. 1703-1710. DOI: https://doi.org/10.17507/tpls.1209.01.

Sadouk, Ms. Hanane. Patriarchy, Gender Discrimination and Resistance in BuchiEmecheta's Second Class Citizen (1974) and Kehinde (1994), Unpublished MA Dissertation Submitted to Mouloud Mammeri University of Tizi-Ouzou Faculty of Arts and Languages. 2020.

Amrita Chattopadhyay
Research scholar, Department of English,
S-K-B University, West Bengal.

Refugee Crisis in West Dinajpur District

Palash Chandra Modak

Abstract

Partition was not a just a political conspiracy, it was an ultimate social and human disaster. Millions of people were displaced in the Indian sub-continent as a result of partition, which is unprecedented in the history of the world. Dinajpur district was part of the Rajshahi Division of undivided Bengal before the partition of the country on 15th August, 1947. This partition divided Dinajpur district into two parts and created a new district called 'West Dinajpur' in West Bengal. After partition, ten police stations namely Rajganj, Itahar, Bansihari, Kushmondi, Tapan, Gangarampur, Hemtabad, Kumarganj, Kaliaganj and part of Balurgaht were included in West Dinajpur and remaining part was included in East Pakistan.Balurghat was a single Sub-division at the birth of West Dinajpur district after partition. This sub-division includes Tapan, Gangarampur, Balurghat, Kumarganj and Hili police station. West Dinajpur district has seen the influx of refugees since Bangladesh's independence in 1971 but the infiltration continues today. Numerous colonies were established in West Dinajpur district to solve the refugee crisis. The Squatters' colonies which were set up at various places in West Dinajpur district to shelter the large numbers of refugees

Keywords : Partition, West Dinajpur, Refugee, Squatters' colony.

On August 15 1947, between the end of the long-awaited colonial era of Indian history and the auspicious beginning of the post-independence ear the two words expectedly or unexpectedly twinkled – 'Independence' and 'Partition'. The blissful independence that was lost on June 23, 1757 with the defeat and death of Siraj-ud-dulla at the mango orchards of Plassy in Nadia district regained that blissful freedom after 190 years. At that time when a section of the vast people of India lost themselves in joy, another section of people who were bearers of the same Indian culture, history and tradition for ages, when the soil under their feet changed its name to foreign state in the game of politics, the word 'Freedom' meant nothing to them. The word they soon encountered was the unexpected and unintended word 'Partition' and out of the partition was born a new word 'Refugee'. Such a great man-made human tragedy has never happened in the heart of the Indian sub-continent. People on both sides of

Modak, Palash Chandra : Refugee Crisis in West Dinajpur District
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 20, No. 1, June 2023, Pages : 52-64, ISSN 2249-4332

the border are carrying the trauma of 1947 every day. But till now there is surprisingly little information to delve into the details of partition. So, keeping that limitation in mind, our topic in the present discussion is partition and post-partition refugee rehabilitation. However, it is not the whole of Punjab, Assam or the whole of Bengal that was injured in the partition of the country. The main boundary of our article is the so-called West Dinajpur district of West Bengal after the division of the country and its current name is 'North Dinajpur' and 'South Dinajpur'.

Partition of India after independence in 1947, Radcliffe Award, Linguistic Sate Reorganization Commission in 1953, State Reorganization Act of 1956, Indo-China was of 1962, Indo-Pak was of 1965, the debut of the state of Bangladesh in the year 1971 and refugee crisis – all those factors affected the northern part of Bengal. British barrister Sir Cyril Radcliffe was given the task of partitioning India. Radcliffe had considerable reputation as a barrister. In this regard Collins and Dominique Lapierre commented that '… Radcliffe, it was generally acknowledged, was most brilliant barrister in England.'[1]But way Radcliffe's name was suggested that day remains a mystery. Although Radcliffe was a famous jurist, he knew nothing about India and had never been to India before, nor had he written anything about India. Even Radcliffe didn't know where Punjab and where Bengal was. But these two regions have to be divided on the basis of religion. However, on 30th June 1947, The Governor-General constituted the 'Bengal Boundary Delimitation Commission'. On July 4 that year, the Viceroy appointed Radcliffe as the chairman of the 'Bengal and Punjab Boundary Commission'. The result of accomplishing this huge and complex task so quickly was poisonous. However, at that time of delimitation of Dinajpur district, the total population of thirty police stations was 1926833.[2] Out of this, Muslim population was 967246 and the non-Muslim population was 959587. The following figures provide the necessary information:

Description of Area	Total area	Total population	Muslim	Percentage	Hindu	Percentage
Undivided Dinajpur	3953 square mile	1926833	967246	50.20 %	959587	49.80 %
East Dinajpur	2564 (64.86%)	1343349 (69.72%)	742506 (76.76%)	55.27 %	600843 55.27 %	44.73 % (62.61%)
West Dinajpur	1389 (35.14%)	583484 (30.24%)	224740 (23.24%)	38.52 %	358744 (37.39%)	61.48

Source : Sarif Uddin Ahmed (ed.), Dinajpur : Itihas o Oitijho, Bangladesh Itihas Samiti, Dhaka, 1996, p. 103-109.

In 1947, the total population of Muslims and non-Muslims in Dinajpur district was almost equal. The ratio of numbers was 50.2% and 49.8% respectively. According to the census of 1941, the percentage of Muslim and non-Muslim population in different police stations and sub-divisions of Dinajpur district is shown below:

(a) Balurghat Sub-division :

Police stations	Square mile	Total population	Muslims	Non-Muslims
Balurghat	181	92016	33802	58214
Kumarganj	111	46033	19152	26881
Ganjgarampur	127	52892	18536	34356
Tapan	170	60375	22864	37511
Fulbari	134	76650	46102	30548
Porsa	194	71289	45599	25690
Patnitala	149	68486	36568	31918
Dhamairhat	116	61683	29241	32442
Total (8)	**1182**	**529424**	**251864 (48%)**	**277560 (52%)**

(b) Dinajpur Sub-division Headquarter :

Police stations	**Square mile**	**Total population**	**Muslims**	**Non-Muslims**
Dinajpur	137	101918	51692	50226
Parbotipur	167	111596	77367	34229
Nababganj	180	82542	59442	23100
Ghorahat	57	26678	17724	8954
Chirir Bandar	121	89667	58022	31645
Biral	137	67612	31642	35970
Raiganj	171	65553	24569	40984
Hemtabad	74	28747	14318	14429
Kaliaganj	136	61425	15961	45464
Itahar	165	73231	33019	40212
Bansihari	134	50022	20335	29687
Kushmandi	120	53190	22184	31006
Total	**1599**	**812181**	**426275 (52%)**	**385906 (48%)**

(c) Thakurgaon Sub-division Headquarter:

Police stations	**Square mile**	**Total population**	**Muslims**	**Non-Muslims**
Thakurgaon	250	133678	69750	63928
Baliyadanga	110	55652	35694	19958
Ataori	81	43218	27941	15277
Ranisongkeil	111	48008	26325	21679
Haripur	78	27404	14183	13625
Pirganj	151	75039	37602	37437
Bachaganj	87	45359	14861	30498
Birganj	159	68069	23326	44743
Khansama	69	49254	27966	21288
Khaharul	79	39147	11456	27688
Total (10)	**1175**	**584828**	**289104**	**296121**

Source : Sarif Uddin Ahmed (ed.), Dinajpur: Itihas o Oitijho, Bangladesh Itihas Samiti, Dhaka, 1996, p. 103-104.

According to the above table, 15 out of 30 police stations in Dinajpur District were non-Muslim majority. Muslim and non-Muslim majority in Dinajpur district were interchanged on the basis of 'Conceptual Boundaries'. As a consequence, the districts that were formed and changed in various ways were among them Dinajpur, Maldah, Jalpaiguri, West Dinajpur, Murshidabad, Nadia, Jessore, Khulna and Chittagoan. But the issue of majority and minority was not really resolved. According to the historical researcher Dr.SamitGhosh, Dinajpur district was a victim of conspiracies during pre-colonial and post-colonial times – sometimes economic problems, sometimes refugee problem and sometimes problem of infiltration.Parts of fragmented Dinajpur continue to bear of those problems even today.[3] J.C. Sengupta had mentioned in the 'West Bengal District Gazetteers (West Dinajpur)': "During the decade 1951-61, a total number of 159907 immigrants entered the district and were enumerated during the 1961 census. Of these, 97839 came from Pakistan (Presumably East Pakistan), 33992 from Bihar and 22125 came from other districts of West Bengal. There were 1087 immigrants whose birthplace could not be exactly ascertained. There had been immigrants from all the states of India with the exception of Kerala.Of the 22125immigrants from other parts of West Bengal as many as 14974 came from the neighbouring district of Malda.The number of immigrants who are said to have come the district during the decade 1951-61 is somewhat inflated on account of the procedure adopted at the time of the census for ascertaining the duration of stay of immigrants. It appears that every person was considered to be an immigrant who was not born in the village or town in which he was enumerated. But so far as duration of stay was concerned, it was calculated with reference to the place of enumeration, i.e. an immigrant was not asked to state the number of years he had been staying in the district but the number of years he had been staying at the village or town of enumeration. As immigrants are likely to change their places of residence in search of livelihood more often than persons born in the district, the figure of immigrants who came during 1951-61 naturally underwent some inflation."[4]

Dinajpur district was part of the Rajshahi Division of undivided Bengal before the partition of the country on 15th August, 1947. West Dinajpur district became one of the fourteen constitutional districts of West Bengal as per a special Govt. notification 55 G.A, 17.08.1947.[5] As per a Govt. notification 52353, 26.08.1947, from 17th August 1947, West Dinajpur was included in the newly formed Jalpaiguri-West Dinajpur Session Division. Again on 27th September 1947, this district was included in the presidency Division as per the official notification.Subsequently, the internal administrative division of the district was changed. This partition divided Dinajpur district into two parts and created a new district called 'West

Dinajpur' in West Bengal. After partition, ten police stations namely Rajganj, Itahar, Bansihari, Kushmondi, Tapan, Gangarampur,Hemtabad, Kumarganj, Kaliaganj and part of Balurgaht were included in West Dinajpur and remaining part was included in East Pakistan.[6] On the eve of partition, undivided Dinajpurhad a Hindu percentage of 49.80 and a Muslim percentage of 50.20. In the paragraph 100 of the Report of the Non-Muslim Members of the Boundary Commission, the remaining 22 police stations except 8 police stations of Dinajpur district were claimed as belonging to West Bengal.[7] But it didn't happen. Even in Thakurgaon Sub-division in Dinajpur, the Hindu-Muslim ratio was 48:52 and out of the police stations in Thakurgaon, three police stations were Hindu majority namely Bodaganj, Birganj and Kaharul. But these were included in East Pakistan. Renowned novelist SatinathBhaduri in the story 'Gananayak' published in 1948 brought out a deep sense of the pain of annexation of Sreepur in Dinajpur with East Pakistan. In 'Gananayak' story, the Munimji without looking at the crowd, crumpled the few remaining change in his pocet when he said that and Dinajpur district had become Pakistan, then all fell silent for a moment and the shy fell on the head of Darpan Singh, the Rajbansi of Sreepur.[8] This was the tragic tragedy of partition.

As a consequence, Dinajpur area was reduced and the important loss of West Bengal was that the rail links between the North Bengal and remained West Bengal were severed. Even road connectivity between the northern parts of the North Bengal namely Jalpaiguri, Darjeeling and Cooch Behar with Maldah and West Dinajpur was severed.Tetulia police station moved to East Pakistan due to partition and that police station was guarding the communication between Jalpaiguri, Darjeeling, Cooch Behar and the rest of the West Bengal. In thisn context, the comment of Dr.Charu Chandra Sanyal, a respected personality of North Bengal is very relevant. According to him, "Present day West Bengal is formed with three territories. No one has direct connected with anyone. To reach Darjeeling and Jalpaiguri via West Dinajpur and Maldah has to come through Bihar. This road and rail passes through Purnia district which is bordered by Pakistan on one side and Kishanganj Sub-division on the other. The manner in which partition affected the overall communication system of West Dinajpur is described in detail in the 'West Bengal District Handbooks of 1951' (West Dinajpur district): "In 1947 the partition of the district left the present district's roads and mean of communication grievously cut in all directions. The use of the Punarbhaba, Atrai and Jamuna was suddenly and entirely stopped, these rivers flowing through Pakistan territory for the rest of their southward passage. The Ganjrampur – Hili Road stopped at Hili. Before the partition there was little occasion to use the Maldah-Gajol-Bansihari-Balurghat road. After the partition this road became the lifeline of the district. The Katihar-Raiganj-Radhikapur-Dinajpur-

Parbatipur metre gauge line was cut by the partition line at Radhikapur. …Thus in 1947 after the partition, the district started its career with a most lamentable disorganisation of communication."[9]

Balurghat was a single Sub-division at the birth of West Dinajpur district after partition. This sub-division includesTapan, Gangarampur, Balurghat, Kumarganj and Hili police station. In this context, it should be noted that the effect of partition on Hili was severe. 'West Bengal District Gazetteer of 1965' (West Dinajpur district) states that "The two ofHili showed a decrease in population to the extent of 27.7 present. But this state of affairs in only to be expected as this town received a deathblow at the time of partition when the pre-partition town of Hili was divided into two."[10] However, after the making of Balurghat Sub-division, on 14th July 1948,Raiganj Sub-division was created withRaiganj, Itahar, Hemtabad, Kushmondi,Bansihari andKaliaganj police stations. On 7th May 1948, Hili police station was established under the Balurghat Sub-division. At that time the area of the newly formed West Dinajpur district was 1388.8 square mile. Then in 1956, on the recommendation of the State Reorganization Commission, an area of about 732.88 square miles was divided and an March 20 1959,Islampur Sub-dividion was formed with this new area.Islampur Sub-division is joined by four police stations namely Chopra, Islampur, Goyalpokhor and Karandighi.[11]

However, the partition was not only a matter of geography; it also divided the mind-set of the people. As a consequence, the influx of refugees from East Pakistan into West Dinajpur district increased like a torrent. Besides, in the Bengali year 1356 and in 1950-51 A.D., a large number of people belonging to the non-Muslim community migrated from East Pakistan to West Dinajpur district as a result of communal riots atSantahar in Rajshahi district. On the other hand, a large number of Muslims migrated from West Dinajpur to East Pakistan due to the psychological tension of partition between 1947 and 1951. However, the migration of Muslims from West Dinajpur to East Pakistan was negligible compared to the influx of Hindus from East Pakistan. Statics show that only 14000 Muslims migrated to East Pakistan between 1947 and 1951. But 12375 of them alter returned to their respective residences. On the other hand, according to the Census of 1951, 115510 people came to West Dinajpur from East Pakistan. Incidentally, in terms of refugee arrival from East Pakistan, West Dinajpur was second only to West Bengal's 24 Parganas, Kolkata and Nadia districts.[12]According to the Collector of West Dinajpur, 112906 refugees came to West Dinajpur from East Pakistan and among them 59631 were males and 53275 were females.[13] The massive influx of refugees from East Pakistan to West Dinajpur between 1946 and 1951 is shown in the following table:

District (East Pakistan)	Male	Female
Kusthia	186	246
Jessore	207	214
Khulna	381	368
Rajshahi	19006	17126
Dinajpur	14011	12745
Rangpur	2084	1830
Bogra	10822	9339
Pabna	3750	3546
Dhaka	3729	3300
Maymansingh	3247	3050
Faridpur	1096	925
Bakharganj	598	263
Tripura	147	100
Noyakhali	174	125
Chittagong	171	88
Sylhet	22	10
Total	**59631**	**53275**

Source: Census 1951, West Bengal District Handbooks, West Dinajpur

Not only that, according to the Census Report of 1961, an additional 97839 people migrated to West Dinajpur from East Pakistan. As a consequence, in West Dinajpur the total number of emigration from 1951 to 1961 was 213349. JoyaChatterjee wrote in her book 'The Spoils of Partition' that "The census of 1951 discovered that most of the refugees from East Bengal ended up in just three districts of West Bengal, the 24 Parganas, Calcutta and Nadia. In 1951 of a total of 2900000 refugees recorded by the census, 1387000, or two-thirds were found in these three districts. Cooch Behar, Jalpaiguri and Burdwan absorbed much of the remaining third. Before 1951, 115000 refugees settled in West Dinajpur, 100000 in Cooch Behar and 99000 in Jalpaiguri and 96000 in Burdwan."[14]West Dinajpur district is economically backward in West Bengal. This district was the most marginal district of the northern part of Bengal. Being marginal and border district is deprived of various facilities. Since 1947 and 1971,

West Dinajpur had to face many storms. One of the reasons of this storm was the large influx of refugees into the district after partition. A list of the cumulative influx of refugees to West Dinajpur from 1951 to 1971 is given below :

Census year	Population	Decade variation	Percentage of decade variation
1941	834726	+88905	+11.92%
1951	976882	+142156	+17.03%
1961	1323797	+346915	+35.51%
1971	1859887	+536090	+40.50%

Source: M.C. Dutta, District Census Handbook, West Dinajpur, Census 1971

According to Dr. Samit Ghosh, West Dinajpur district has seen the influx of refugees since Bangladesh's independence in 1971 but the infiltration continues today. According to the West Bengal Govt. records, the number of refugees arriving in India from East Pakistan till then was 326295. Among them, 162949 people took shelter in 3863 camps in this district. 'Refugee', 'Immigrant', 'Migrant',and 'Infiltration' – these terms are closely associated with this district. Another obsolete term was coined by partition and refugees and its name was 'Refugee Camp'. 'Although 'Camp' is an English word, people used this word than the Bengali word 'Sibir'.When those camps could not meet the needs of the refugees, the initiative to set up colonies was started. The names of such colonies are: Pabna colony, Dhaka colony, Shanti colony etc. According to historical researcher Dr. Samit Ghosh, the people of South Bengal were very indifferent to the refuges,butacross the Ganga, the people of North Bengal accepted refugees for the sake of humanity.

From the above statistics, it is clear that partition had afar-reaching and profound impact on the public life of West Dinajpur and it was at the hand ofpartition that 'Refugee Culture' was born in this district. Here the definition of the word 'Refugee' need to be defined a little. According to the 'South Dinajpur District Refugee Relief and Rehabilitation Department', "The persons who migrated only from erstwhile East Pakistan (before 25.03.1971) are treated as Refugee by the Refugee Relief and Rehabilitation Department." The first step in the resettlement of refugees in West Dinajpur district was the planned distribution of abandoned land, houses and property on both sides. On the other hand, the refugees occupy the arable land on the basis of private contracts. In addition, in 1949-50 a total amount of 28300 rupees home loan was distributed by the govt. to the refugee families for building houses.[15]In the year 1950-51, a total of 349 refugee families were settled on agricultural land with the efforts of the govt. More than twenty refugee families received commercial loans and eighty families

received small scale industrial loans. In 1950-51, the govt. spent an additional 1484000 rupees and gave loans of 83750 rupees for housing in rural areas. The govt. also sanctioned housing loans of 1167925 rupees for construction of houses for other categories of refugees and Rs. 14600 was sanctioned for the treatment of the refugees and Rs. 1000 was given to refugee lawyers. In 1951-52, there were 550 refugee families in transit camp in West Dinajpur district. 709 refugee families were given right to live on agricultural land from the district administration.Trade loans and micro-industry loans were given to 37 families and 50 families respectively. During the year of 1951-52, Rs. 294075was loaned for house construction, Rs. 7300 were given for purchase of land for house construction, Rs. 286024was spent on bullock, seeds and agricultural loans to farmers. In the same year, Rs. 310465was sanctioned for the construction of houses for other categories of refugees.[16] EvenRs. 45775 for the development of small businesses of refugees, Rs. 2900 formedical treatment of refugees, Rs. 1500 for refugee lawyers and Rs. 5000 for agricultural loans were sanctioned by the district administration.[17]

Apart from this, numerous colonies were established in West Dinajpur district to solve the refugee crisis. Colonies were established in two ways: Govt. initiatives and land acquisition by force. The Squatters' colonies can again be divided into four categories viz 149 group, 175 group, 607 group (three were approved by the Govt. of India) and 998 group (it was approved by the Govt. of West Bengal. The Squatters' colonies which were set up at various places in West Dinajpur district to shelter the large numbers of refugees are: (1) Pirpukur colony, (2) Highroad Kalitola colony, (3) Netajipalli colony, (4) MaaManasa colony, (5) Shilpinagar colony, (6) Shaktinagarclony, (7) Kalipara colony, (8) No.1 Paschimaptori colony, (9) Subhas colony, (10) Deshbandh colony, (11) Santoshimaacolony, (12) Karbala colony, (13) Teyobbagha colony, (14) Drivers colony, (15) Parpoti ram halder colony, (16) Padmapukur colony, (17) A. K. Gopalan colony, (18) Chinnamostapalli colony, (19) Pabna colony, (20) Dheyagorh colony (Noyadas Para), (21) Haptiyagachudbastu colony, (22).Joyaguri Joyapuraudbastu colony, (23) Hulamugachudbastu colony, (24) MangachUdbastu colony, (25) Choksubid Harmen colony, (26) Sannyas colony, (27) Khadimpur Maldepara Vest colony, (28) Atri colony, (29) Vatpara colony, (30) Dangi Dakshin colony, (31) Dangi Patharghata colony, (32) Kamalpur Netaji colony, (33) Atair colony, (34) Namadanga colony, (35) Durgapur bastuhara colony, (36) Jorapaniudbastu colony, (37) Subondhigachi Udbastu colony, (38) RatugachUdbastu colony, (39) Tin Maail Road Udbastu colony, (40) Tin Maail Rail Station Udbastu colony, (41) Adraguri (Dakshin)Udbastu colony, (42) Congress colony, (43) Congress colony No. 2 (Jyotinagar colony), (44) Chatragach Niranjanpalli Udbastu colony, (45) Ariyagaon Narayanpur Udbastu colony, (46) Anantanagar Milanpalli Udbastu colony, (47) Niranjan Udbastu colony, (48) Pramod Udbastu colony, (49) Dakshin Kasba Rabindra Udbastu colony, (50) Harichand colony.[18]

With the establishment of colonies and increase in population, the number of towns also increased in this district and a great change in the social and economic structure was also observed. As stated in the West Bengal District Gazetteer of 1965 (West Dinajpur): "A large number of displace persons from East Pakistan has settled in this district as consequence of the partition of Bengal their presence has been bringing about changes in the social and economic structure of the population."[19] However, there were only three towns in this district in 1951 – Hili, Balurghat and Raiganj. In 1961, the number of cities increased to six and Islampur, Gangarampur and Kaliaganj are considered as the new cities. Incidentally, Balurghat was a very popular city for refugees from East Pakistan. In this context some lines from the West Bengal District Gazetteer (West Dinajpur district) of 1965 is being quoted here: "The town of Balurghat being the headquarters of the district as also of the Sadar sub-division attracted settle from outside and showed an increase of 49 per cent of the population in the past decade."[20] However, Raiganj city was not behind in terms of population compared to Balurghat.According to the above mentioned Gazetteer: "The town of Raiganj which is theheadquarters station of the Raiganj sub-division, more than doubled its population in the decade 1951-61, the percentage increase being 108.7."[21]

Despite being burdened with massive and miserable population growth as a result of partition, many schools and colleges were established in West Dinajpurdistrict for the education of the children of refugee families from East Pakistan with the aim of building a new society. In 1947, there were only six high schools in the district. Among them, Balurghat High School (1910), Raiganj Coronation High School (1917),Hrairampur A.S.D.M. High School (1841),Kaliaganj P.S. High School (1941) and Patiram High School are particularly notable.[22] In 1947, there were 31 schools for education up to class VI, 551 Primary Schools, one Toll and 11 Junior Madrasas. It is pertinent to mention that before 1947 there was no separate girl's school for the education of girls and there were no training institutes and not even any high schools. But considering the massive influx of refugees after partition, within 1956-57 eight higher secondary schools, sixteen high schools, seventy three junior high schools, twenty six junior basic and 949 primary schools were established in West Dinajpur district.Also four toll and six Madrasahs were established during this year. By 1960-61, the number of higher secondary schools had increased to ten and of these two was for girls.[23]Before partition, there was only one college in undivided Dinajpur. But partition took that away too and attached it to East Pakistan. After the formation of West Dinajpur district, BalurghatCollege was established in September 1948 and RaiganjCollege was established in August 1948. The children and descendants of the refugees who left the soil of their forefather and their successors studied in all these schools and colleges and subsequently enriched the overall structure of West Dinajpurdistrict andcontinue to enrich it today.

In 1971, the area of this district was 206 square kilometres. Agriculture is the lifeline of this district. Between 1961 and 1971, the ratio of urban population to total population increased from 7.48% to 9.34%. According to the census report of 1971, the population increased at a huge rate between 1961 and 9171. The population of the district grew by 40% to 50%, which did notincrease in any other district at that time. The population of this district consisted of Hindus, Muslims, Schedule Caste, Schedule Tribe and other communities. The census report of 1971 said, "The Rajbanshis (134976) are the most populous scheduled caste in the district followed by the paliyas (79432) who are regarded by some as a sub-caste of the Rajbanshisbut are usually distinct in respect of inter-marriage and the eating of cooked food."[24]However, the refugee culture was born in West Dinajpur district due to partition. Refugeesfrom across Bengal mainly flocked to the city. The population in the border areas continued to grow. As a result, another change took place in the socio-economic outline of the district. It is too easy to imagine how pronounced the refugee problem was subsequently. That timesthe people who gave shelter to the refugees, later on that refugees occupied the land of the shelterer and increased the amount of cultivable land of their own.And then a vengeance was awakened. The need for land reform arose as aresult of increased refugee pressure. The Zamindari Abolition Act was passed in 1953-54 A.D. The supremacy of the Jotdars perished rapidly and the victims of that anger are those uprooted people.

At the end of the discussion it become clear that in the post-independence period the traditional Indian tradition i.e. easy acceptance and co-ordination powerhave finally won after the catastrophic era of partition and emigration. That's why the Indian soil welcomed all the refugees from East Pakistan and gave them food, clothes, shelters, education and security. As a consequence, Bengali refugees from East Pakistan found new meaning in life and have involved in the solidarity with the developed culture and history of West Dinajpur district. However, all the golden memories left behind have peeked in their mind.

References:

1. Ghosh, A.G., *SwadhinataSaat: ProsongaChereAasaMati*,Cooch Behar, Sahitya VogirathiProkasani, 1416 Bangabdo, P. 106.
2. Ahmed,SarifUddin. (ed.), *Dinajpur: Itihas o Oitijho*, Bangladesh ItihasSamiti, Dhaka, 1996, Pp. 103-109.
3. Gsosh, Dr. Samit. *Janatattik Rekhachita o UdbastuSamassya*, Mukta Dhara, Gangarampur, South Dinajpur, 2009, p.24.
4. Sengupta, J.C. *West Bengal District Gazetteers (West Dinajpur)*,Saraswaty Press, Government of West Bengal publication, 1965, Pp. 58-59.

5. Op. Cit. Samit Ghosh, p. 24.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. Roy, Suman. DeshvagUdbastu o Dinajpur, Itisah Anusandhan - 25, Paschimbanga Itihas Sansad, 2011, p. 537.
9. Census of 1951, West Bengal District Handbooks, West Dinajpur. P. XI.
10. Op. Cit. Sengupta, J.C.
11. Op. Cit. Samit Ghosh,
12. Op. Cit. Census of 1951.
13. Ibid.
14. Chaterjee, Jaya.*The Spoils of Partition : Bengal and India (1947-67),* Cambridge University Press (Cambridge Studies in Indian History and Society), No. 15. p. 119.
15. *Report of the Refugee Relief and Rehabilitation Department,*West Bengal, 1981.
16. Ibid.
17. Ibid.
18. Chakraborty, P. K., *The Marginal Men*, Naya Udyog, Kolkata, 1999, Pp. 490-91.
19. Op. Cit. Sengupta, J.C.
20. Ibid.
21. Ibid.
22. Op. Cit. Roy, Suman.
23. Ibid.
24. District Census Handbook, West Dinajpur, 1971, Series. 22. p.15.

Palash Chandra Modak

Designation: (1). State Aided College Teacher (SACT), Siliguri College
(2). Ph.D. Scholar, Dept.of History, Cooch Behar Panchanan Burma University
Address: Rajganj (Babu Para), Dist- Jalpaiguri, Pin-735134
Phone Number: 9832455535

Agrarian Relation and Peasant Class Differentiation : A Study of West Bengal, India

Gouriprasad Nanda

Abstract

This paper based on primary field survey deals with the economic class structures in a differentiated agrarian economy. In an attempt to study and analyse the ground situation in this post liberalization period this study undertook a detailed analysis of the structure of all relevant variables to examine the structure of investment and production taking place in West Bengal. The study stresses that the process of socio economic differentiation has not stopped and that can be captured only by a thorough economic class study of the agrarian relations of West Bengal on samples of diversely developed regions.

Key Words : Class Differentiation; Rural Credit; Exploitation; Agrarian Structure.
JEL classification : O13, O16, Q14, Q15

1. Introduction

West Bengal is an Indian state located in the Eastern part of India. The main ethnic group is Bengali people with Bengali Hindus forming the demographic majority. Before the Indian independence in 1947 the West Bengal and now Bangladesh remained under a unified state Bengal. At the time of independence, West Bengal inherited a de-industrialised structure of the economy and a stagnant agrarian structure. A huge influx of Hindu refugee from East Bengal only multiplied the problem. The agrarian structure was dominated by the retrogressive elements like landlords, moneylenders, traders who found most favourable environment to grow under colonialism. In these context poor peasants in West Bengal along with the other parts of the country started to revolt immediately after the independence under the leadership of peasant organisations of the Left parties. Tebhaga was the name of a famous peasant movement in independent India where poor tenants demanded one third of total crop share. Government of India on the one hand brutally suppressed the peasant movements and passed various pro poor land reform acts on the other favouring the poor peasants. Though, the latter were totally eye-washing in the sense that all these acts were shelved unimplemented. The Left parties gained under this situation. They mobilised the poor peasants against the government's inaction in land reform and ultimately dislodged the Congress Party from power. Both under the United Front Government and Left Front Government the West Bengal experienced important agrarian change that we will discuss in course of our analysis.

Nanda, Gouriprasad : Agrarian Relation and Peasant Class Differentiation : A Study of West Bengal, India Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 20, No. 1, June 2023, Pages : 65-88, ISSN 2249-4332

Since 1991, the policy of economic liberalization [New Economic Policy (NEP)] was introduced in Indian agriculture. West Bengal as a state of Indian federal structure had to accept this policy of reform even as a bitter pill. The direct and immediate impact of this policy was to cut in food and fertiliser subsidies and therefore a rise in fertiliser price. The reduction in food and fertiliser subsidies came as a direct consequence of the recommendation of the Fund/Bank as a main conditionality of structural adjustment programmes to cut down the non-plan budgetary expenditure in order to reduce fiscal deficits. Since the fertilizer was used on more than 85 per cent of irrigated land and about 50 per cent of un-irrigated land by 1988-89 [Rao and Gulati, 1994], such a unilateral withdrawal of fertiliser subsidies is bound to have a detrimental impact on the economy. In the rural credit front, NEP from its inception was in favour of the abolition of all concessional rates of interest. Narasimham Committee on financial sector reform recommended that the priority sector lending should be slashed down from 40 per cent to 10 per cent. Though the government has postponed action on this particular recommendation, but it has otherwise shown a positive response towards 'progressive dis-involvement in rural credit for commercial bank' [Krishnaswamy, 1994] by taking decision to close down all the loss making branches of the commercial bank located in rural areas. Thus, on rural credit front the NEP implies a policy of a credit squeeze in agriculture. At the same time government wished to strengthen the micro credit alternative. Since the micro credit suits fine with the agenda of liberalization and privatization and it does not involve any state support, government was keen to explore this alternative.

This study based on a primary field survey looks into the complicated institutional arrangement of West Bengal where a process of class differentiation within the peasantry had been going since the independence in an environment of market economic regime.

2. Survey Design and Methodology

This analysis is based on field surveys conducted in the year 2010-11 among 206 sample households in two parts of Birbhum district of West Bengal. We have purposively chosen the Birbhum district as it is able to capture the diversity in the topography and population distribution. Moreover for our purpose Birbhum has some relative advantages over the other districts as it is not proximate to the state capital. It is a common phenomenon that, a district nearer to the state capital will have a higher level of economic development. Again any sample region proximate to the state capital may get added attraction of the policy makers in terms of higher inflow of credit. Therefore any survey conducted in districts nearer to the state capital may give a biased and over-estimated view of the credit distribution in the state.

The other criteria related to overall development which had an influence on selections of the two districts are drafted below–

First, often called "The Land of red soil", Birbhum is noted for its topography as it is somewhat different from that of other districts in West Bengal. Apart from the western part, a part of the Chhota Nagpur platau, which is a bushy region the major part of the district is

covered by the fertile alluvial farmlands with major rivers like Ajay, Mayurakshi, Kopai, Bakreshwar, Brahmani, Dwarka, Hinglo etc. River Ajay forms the boundary between the districts of Birbhum and Bardhaman. Annual average rainfall in Birbhum district is 1,300 millimeters.

Secondly, the distribution of population shows that, according to the 2011 census Birbhum district has a population of 3,502,404 and has a population density of 771 per square kilometer, the latter makes it rank 13th in the state.

Thirdly, according to 2011 census Birbhum has a sex ratio of 956 females for every 1000 males which is higher than the state's sex ratio (950) and it ranks 6th in the state along with the districts South 24 Parganas and Dakshin Dinajpur. The district shows a literacy rate of 70.68 per cent (Male literacy- 76.92per cent and Female literacy- 64.14per cent), which is lower than the state average of 76.3per cent, there by making it rank 14th in the state.

Fourthly, in Birbhum district (around 63%) majority of the inhabitants are dependent on agriculture.

On the basis of above, we have purposively chosen Birbhum district as representative sample district as it is able to capture the diversity in the topography and population distribution.

2.1 Selection of the Sample Villages :

The process adopted in the selection of the sample villages in this study was little different from approaches followed by the researchers in general. The aim of the study was to select most advanced villages from the most advanced block and the most backward villages from most backward block. In pursuance to the above objective the study choose to select directly the sample villages from the village level disaggregated data of census 2011 of India overlooking the community development block wise data of the two districts. The study chose two sets of data that was obtained from the Census Department, Govt. of India. These two sets are- 1) Rural Primary Census abstract and 2) Village Directory on Birbhum. There are numerous criterions in the two sets of data. Broadly the above two combined data set can be classified into following two types – 1) Quantitative, (criterion- 1 to 27 in the list given in end note)[1] i.e, absolute numbers such as data on population, land, irrigation, category of workers, literacy and others. 2) Indicative, (criterion-28 to 112 in the list given in end note)[2] based on the availability of different amenities and their distance from villages- such as schools, health centers, electricity, pucca road, daily hat etc.

This study took extensive help of MS-Office 2003 programmes-namely MS-ACCESS and MS-EXCEL. These programmes helped to run query and perform complicated calculations on the vast disaggregated village level data of the two Districts. On the basis of above programmes it was possible to select the appropriate villages where field survey could have been performed. The exhaustive data set would have been very hard to be tackled manually. The MS ACCESS & EXCEL operations made the task relatively easier. The operations performed in these programmes are being described below.

1) First, of all, the village wise data sets were combined separately for Birbhum to form a single data set for each district.
2) Next the relative measures generally in percentage or proportional form were calculated from the qualitative data present in the combined data set according to need of the study. This helped to make a good comparison among the villages of the districts.

Primarily, the study chose some quantitative criterion which had to be stressed among the vast criteria set up. The criteria chosen for the study were

(i) Percentage of cultivable land to total land
(ii) Percentage of irrigated land to total cultivable area
(iii) Percentage of Literacy
(iv) Percentage of canal irrigation to total cultivable land
(v) Percentage of canal irrigation to total irrigation

3) Next, the advanced villages where survey would be undertaken in Birbhum District were selected. This was performed in the following way- on the basis of the relative measures first round of query were run in MS ACCESS by assigning three different levels of percentages to the above mentioned criteria.

CHART-2.1

No.	Quantitative Criterion Fixed	1st level	2nd level	3rd level
1	Percentage of Literacy	>40%	>60%	>70%
2	Percentage of irrigated land to total cultivable area	>40%	>50%	>60%
3	Percentage of cultivable land to total land	>70%	>80%	>90%
4	Percentage of canal irrigation to cultivable land	>30%	>40%	>50%
5	Percentage of canal irrigation to total irrigation	>50%	>60%	>75%

Now, to select advanced villages in Birbhum District the criteria at 3rd level were finally set. In consequence, nearly 100 villages out of 2,455 villages came under the purview of selection; significant number of these 100 villages, nearly 35 per cent was from Rampurhat-I and Nalhati II blocks.

4) After pursuing the first round of query a second round of query was run in MS-ACCESS. These were the qualitative or indicative measures, which took into consideration. The broad criteria important and relevant for the study were at first selected, which are shown in chart-2.2 below. All the selected criteria were adjusted to their optimum qualification level. The indicators for the different amenities available in the village directory census - 2011 are set numerically 0,1,2,3. Where Zero implies non availability of the amenities, and from 1 to 3, increasing order of the numerical implies decreasing order in quality of amenities available. Quality otherwise generally refers to the distance at which the amenities

are available. One => (0-5) km, Two => (5-10) km, Three => (>10) km. As one represents the optimum quality level, all the criteria important for our purpose were adjusted to one given as quality indicator in the chart-2.2 below.

CHART 2.2

No.	Indicative Criteria	Quality Indicator
1	Educational Facilities	ONE
2	Health Facilities	ONE
3	Availability of electricity for all purposes	ONE
4	Availability of market day	ONE
5	Approach pucca road	ONE
6	Access to railways	ONE
7	Availability of Post Office, Bank, Telephone Connection etc.	ONE

With the completion of the above described round of query the village set of 100 after round one in Birbhum got reduced to 20 in number only. Again the maximum number of villages was found to be under Rampurhat-I and Nalhati II blocks. Out of those villages Village Bara, Lohapur and Sailmail in Bara –I panchayat of Nalhati II block were purposively selected for the study.

5) Now, the same procedure was adopted with some difference to find the backward villages under Birbhum District where survey would be undertaken. Different percentage level for the quantitative or relative criteria was assigned. For Birbhum district Quantitative Criterion in the following chart were followed in order to find the backward villages.

CHART 2.3

No.	Quantitative Criterion Fixed	Percentage Level
1	Percentage of Literacy	< 50 per cent
2	Percentage of irrigated land to total cultivable area	< 30 per cent
3	Percentage of cultivable land to total land	< 70 per cent
4	Percentage of canal irrigation to cultivable land	<10 per cent
5	Percentage of canal irrigation to total irrigation	< 10 per cent

Different percentage level were fixed for the criteria to find backward villages with some purpose, they are–

(i) In general lower level of average literacy rate is a common phenomenon in backward villages.

(ii) Another indication of backwardness is lack of irrigational facility. For that reason extremely low levels were set for irrigation related criteria, so that genuinely backward agricultural villages are chosen.

(iii) As our study is concerned only with those villages which are purely agricultural based, a higher upper limit for cultivable land was fixed.

6) After completing the first round, as before the second round of query was run with indicative criteria. The quality level for the criteria was fixed in such a way that they reflect poor developmental amenities. As 3 represents the lowest order in quality of amenities available, all the criteria important to our purpose were adjusted to 3 given as quality indicator in the chart below.

CHART 2.4

No.	Indicative Criteria	Quality Indicator
1	Educational Facilities	THREE
2	Health Facilities	THREE
3	Availability of electricity for all purposes	THREE
4	Availability of market day	THREE
5	Approach pucca road	THREE
6	Access to railways	THREE
7	Availability of Post Office, Bank, Telephone Connection etc.	THREE

With the completion of the above described rounds of query 12 villages in Birbhum District finally came under the purview of study. Out of those 12 villages Village chhata chak and joydev kenduly in joydev kenduli panchayat of Ilambazar block was purposively selected.

Our study objective was to select the villages with maximum economic development from advanced block and the lesser developed villages in case of backward blocks from the Birbhum. Each sample villages of the district has some characteristic of their own.

2.2 Selection of the Sample Households :

Sample households should be unbiased in capturing the general characteristics related to class, caste and religious composition of the society. All these would ensure correct formulation of poverty line, gross value added, calculation of surplus and other important results. For that purpose, Method of simple random sampling without replacement was used for selecting the sample households. A complete list of households was obtained from local Panchayat office in Birbhum, West Bengal in form of voter list and list compiled from different economic surveys undertaken by Panchayat. Out of total 206 households in Birbhum 101 and 105 households were selected from advanced (Nalhati-II) and backward region (Ilambazar) respectively.

2.2.1 Characteristics of Collected Data and Period of Survey

A detailed questionnaire was prepared to carry out the survey. The basic unit of survey was chosen to be Household. Three important types of queries were main concern of the questionnaire. First, particulars of the household, second, details of assets (land and non land) owned by the household, third, data on annual flow variables, for example inputs and labour use, outputs and product marketed, loans taken- by purpose and source. The first part consists of the following particulars of the households- family size and age, the gender structure of the family, caste, religion, language, the marital status and educational status of the members. In the Second part, the stock or asset variables have been considered, which includes- the ownership of land and non land assets. Land is defined under following categories- owned, vested, leased in, leased out, irrigated, non-irrigated etc. Non-land productive assets also have been taking into account in this category. In this section, we have collected the data of traditional implements, modern implements, machinery as well as livestock assets. However, dates and times of purchase and sale of financial assets were unavailable. The third category which was related to flow variables takes into account the total costs related production. Total costs were further classified into labour and material inputs costs. The material cost of production includes expenses on farm produce and purchase seeds, fertilizers and manures, tube well and electricity, livestock and machinery maintenance. The Monthly data on labour cost consists of disposition of family labour and hired in labour. The information regarding area and production under different crops and their process along with the extent of product marketed was collected. The data also takes into account given terms and conditions of sales undertaken by the farmers of their crops, income from rent and any other conditions related to crop production or land given to rent. The incomes of the households were also included. They were included under the categories of wages earned from hiring out labour, from salaries, remittances, pensions of salaried people etc. However, the consumption patterns of the households were also collected but some anomalies and inconsistencies were observed, as all the data on this subject was not credible enough to be presented in serious form. Mainly total consumption expenditure and data on consumer durables are presented. Data on credit were also collected. In particular, the data on total outstanding credit were collected in two heads (1) Institutional and (2) Non-institutional. Under these two heads the study has systematically enlisted the amount of debt, the securities, the sources, the purposes, the terms and conditions and final utilization of credit. Interest rates under various environments along with terms and conditions were also carefully registered. Although, main emphasis were given to sources, purposes, utilization, default and repayment in case of institutional credit.

On the basis of this exhaustive questionnaire, the field survey was conducted. The data on flow variables like production, consumption of inputs, product marketed and new debts which came into contract and that were repaid were assed for the whole financial year, while the data on stock items like land, all types of assets and outstanding credit were assessed on the particular date of survey.

2.2.2 Classifying the Households

We have classified our sample households on the basis of Patnaik's (1987) E-criterion (see, Appendix - II) side by side with the usual classification by acreage The distribution of sample households on the basis of the above criteria for advanced and backward villages of Birbhum district is depicted in the tables 1A, B, and C. These tables describe the number and the percentage distribution of the households according to cross classification applying above mentioned criteria in the name (1) economic class (2) operated land size.

On the basis of acreage analysis five segments of the households were constructed namely-

(1) Landless households and Feudal landlords have been categorized as (0 acre) household group.
(2) Households whose operated land is higher than zero acre but less than 1.25 acres (i.e. 0< OL d"1.25 acres) as (0-1.25) acre household group.
(3) Operated land is higher than 1.25 acres but less than equal to 2.5 acres (1.25 < OL d" 2.5 acres) as (1.25-2.5) acres group.
(4) Operated land is higher than 2.5 acres but less than or equal to 5 acres (2.5 < OL d" 5 acres) as (2.5-5) acres group.
(5) Households who have operated land higher than 5 acres as (above 5) acres groups.

Close observations on the data represented by the tables given below gives us some important findings. Most important of which is while the two criteria are associated as expected but they are not identical as there is existence of positive non diagonal elements especially the presence of majority of the elements above the diagonals than below.

Patnaik's E-criterion is relevant for the ground reality of West Bengal. In recent period Agricultural scenario of Bengal has witnessed a massive decline in the proportion of population belonging to the higher size groups. In our sample we have found a single household above 5 acres of landsize in Birbhum District.

Table No. 1 (A), (B), (C)

A. Cross Classification of the Number of Households : West Bengal

CLASS	LLS	PP	SP	MP	RP	LL	Total
All Region							
0	70	0	0	0	0	0	70
0.01 to 1.25	0	28	20	17	18	8	91
1.25 to 2.5	0	0	2	9	13	7	31
2.5 to 5	0	0	1	1	8	3	13
abv 5	0	0	0	1	0	0	1
Total	70	28	23	28	39	18	206

CLASS	LLS	PP	SP	MP	RP	LL	Total
Advanced Region							
0	39	0	0	0	0	0	39
0.01 to 1.25	0	13	7	12	6	7	45
1.25 to 2.5	0	0	1	7	3	2	13
2.5 to 5	0	0	0	1	1	2	4
abv 5	0	0	0	0	0	0	0
Total	39	13	8	20	10	11	101
Backward Region							
0	31	0	0	0	0	0	31
0.01 to 1.25	0	15	13	5	12	1	46
1.25 to 2.5	0	0	1	2	10	5	18
2.5 to 5	0	0	1	0	7	1	9
abv 5	0	0	0	1	0	0	1
Total	31	15	15	8	29	7	105

B. Economic Classwise Percentage Distribution of the Number of Household in Each Category of Acre-Group : West Bengal

CLASS	LLS	PP	SP	MP	RP	LL	Total
All Region							
0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.98
0.01 to 1.25	0.00	100.00	86.96	60.71	46.15	44.44	44.17
1.25 to 2.5	0.00	0.00	8.70	32.14	33.33	38.89	15.05
2.5 to 5	0.00	0.00	4.35	3.57	20.51	16.67	6.31
abv 5	0.00	0.00	0.00	3.57	0.00	0.00	0.49
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Advanced Region							
0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.61
0.01 to 1.25	0.00	100.00	87.50	60.00	60.00	63.64	44.55
1.25 to 2.5	0.00	0.00	12.50	35.00	30.00	18.18	12.87
2.5 to 5	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	18.18	3.96
abv 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

OPEN EYES

Backward Region							
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.52
0.01 to 1.25	0.00	100.00	86.67	62.50	41.38	14.29	43.81
1.25 to 2.5	0.00	0.00	6.67	25.00	34.48	71.43	17.14
2.5 to 5	0.00	0.00	6.67	0.00	24.14	14.29	8.57
abv 5	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.95
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

C. Acre-Group Wise Percentage Distribution of the Number of Household in Each Category of Economic Classes : West Bengal

CROSS CLASSFICATION OF THE PERCENTAGE OF THE HOUSEHOLDS							
CLASS	LLS	PP	SP	MP	RP	LL	Total
All Region							
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
0.01 to 1.25	0.00	30.77	21.98	18.68	19.78	8.79	100.00
1.25 to 2.5	0.00	0.00	6.45	29.03	41.94	22.58	100.00
2.5 to 5	0.00	0.00	7.69	7.69	61.54	23.08	100.00
abv 5	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
Total	33.98	13.59	11.17	13.59	18.93	8.74	100.00
Advanced Region							
0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
0.01 to 1.25	0.00	28.89	15.56	26.67	13.33	15.56	100.00
1.25 to 2.5	0.00	0.00	7.69	53.85	23.08	15.38	100.00
2.5 to 5	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
abv 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	38.61	12.87	7.92	19.80	9.90	10.89	100.00
Backward Region							
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
0.01 to 1.25	0.00	32.61	28.26	10.87	26.09	2.17	100.00
1.25 to 2.5	0.00	0.00	5.56	11.11	55.56	27.78	100.00
2.5 to 5	0.00	0.00	11.11	0.00	77.78	11.11	100.00
abv 5	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
Total	29.52	14.29	14.29	7.62	27.62	6.67	100.00

NOTE: LLS=LANDLESS, PP=POOR PEASANT, SP= SMALL PEASANT, MP=MIDDLE PEASANT, RP=RICH PEASANT, LL=LANDLORD

The most disturbing phenomenon is the landless households registered 70 out of 206 households (34 per cent) in Birbhum. On the other hand 91 out of 206 households (44 per cent) belong to the marginal size group (0.01 to 1.25 acres). This marginal size group (0.01 to 1.25 acres) is majorly (30.76 per cent) represented by the poor peasant class.

The rich peasant class in the all region of West Bengal is about 18.93 per cent of the total household. The Landlord class in the all region of west Bengal constitutes only 8.73 per cent of the total household. Negligible percentage of landholding above 5 acres in West Bengal is quite normal and most of the peasant holding above 2.5 acre in our survey sample found to be mostly representing the rich peasant class or landlord class[3]. In fact size of landholding or acreage has no relation with the mode of production adopted[4]. In our survey sample the farm size (0.01 to 2.5) acres contain 122 of 206 (59.22 per cent) households in West Bengal. These high concentrations of farms in the smallest size group, brings forth two conclusions. First of all, large no of households who are landless had moved up to this group by receiving the vested or ceiling surplus land and secondly, some households from 2.5-5 acres or above group might have moved down due to either disintegration of families or due to land reform and changing pattern of agrarian relation[5]. In West Bengal, This size group is evenly distributed between poor, small, middle and rich peasant ranging from 18 per cent to 25 per cent with landlord being only 12.29 per cent.

In our study, poor, small, middle and rich peasants belonging to this size group register a very high percentage to their total ranging from 79.49 per cent to 100 per cent. While, in case of the landlord class 83.33 per cent to their total have registered their presence in this size group (0.01 to 2.5 acres).

Considering the acreage classification alone it might appear that the peasant class differentiation has been come to a halt in West Bengal. However our analysis will show how class differentiation is still going on. In other words, classification of households based on Patnaik's E criterion would show us the true face of this differentiation based on tiny land holdings and increasing concentration of command over assets.

Thus some general observations follow. First, while the two criteria are associated, as we would expect, they are not identical since we get positive non-diagonal elements (especially above the diagonal, not so much below). The number of landless households in West Bengal is however substantial, the category which is identical in both the classifications. 70 households or 34 per cent of the sample was found to be landless in the proper sense of the term, neither owning any land, nor operating any land. This in itself seems to reflect the incidence of immiserisation and landlessness in the sample villages of West Bengal. Secondly, the modal farm size is below 1.25 acres, with 91 out of 206 households, or 44 per cent of the sample falling in this group in Birbhum. This high concentration of farms in the smallest farm size

group, reflects the fact that a large number of landless households had moved up to the 0.01 to 1.25 acreage group by receiving the vested ceiling-surplus land during the Left Front period after 1977 in West Bengal.

The majority of the households in this acreage group are poor peasants, since we find that 28 out of the 91 (a little more than 31 per cent) in Birbhum fall in this category. However a sizeable proportion, 37 households or nearly 41 per cent in Birbhum are small or middle peasants, who are mainly self-employed and do not need to sell their labour power to any great extent to the wealthy households. In fact the middle peasants are by definition small net employer of others. Interestingly we find as many as 26 households, or 29 per cent of the total in this size-group (0.01-1.25 acre), fall in the rich peasant and landlord category (mainly or wholly using non-family labour) despite the relatively small size of their farms. They make up nearly 46 per cent of all rich peasants and landlords in Birbhum.

Looking at the size grouping, we find only a single farm operating above 5 acres with the land size 6.6 acres or 3.66 per cent of the total area operated [Table 1(A) & 2]. The successful acquisition of ceiling surplus land has led to the reduction in the concentration of land in the hands of the erstwhile landlords in the higher acreage groups in West Bengal. But at the same time implementation of the ceilings might have induced the need for more intensive cultivation of their reduced areas of land on the part of many of these erstwhile landlords, thus promoting a switch over from rent to capitalist cultivation, as a result of which, their dependence on hired in labour has increased. By and large those who do no manual work themselves - the landlord as defined here, the highest group - hail from the class of erstwhile rentiers, though some are of rich peasant origin, who might have improved their position. *Operation Barga* in West Bengal has also curbed the former power of the rentiers as effectively as it has guaranteed occupation to the *bargadars* and reduced the area directly operated by erstwhile landlords (*jotedars*).

The region wise classification of the data gives further insight. It is quite clear that the structures discussed above are the outcome of structural differences between the advanced region and the backward region. Thus 83 per cent per cent of farms are below 1.25 acres in the advanced compared to 73 per cent in the backward region. As much as 51.49 per cent of farmers are of landless and poor peasant status in the advanced region compared to 43.8 per cent in the backward region of West Bengal. The corresponding shares in the total number holdings, of the better-off farmers, mainly or wholly using outside labour (the rich peasants and the landlords) are 20.79 per cent and 34.29 per cent respectively in advanced and backward regions. The mainly self-employed farmers or the middle groups constitute i.e. 27.72 per cent and 22 per cent in the advanced and the backward regions respectively.

The picture becomes clearer when the distribution of total area by economic class and farm size is taken into account. Table-2 present the cross-classification of the farms according to the two grouping criteria on the basis of which the following observations might be made. First, at the upper end of the size group there is only farm operating above 5 acres in Birbhum.

This household belongs to middle peasant in the backward region of Birbhum in West Bengal. This partly supports the hypothesis that the concentration of land has declined owing to the successful implementation of the land reform measures.

However, looking into the distribution of the average area, according to farm size it is observed as expected- the average farm size increase steadily with rising size groups up to the fifth group. But it reveals a jump from 1.71 acres to 3.84 acres between the third and the fourth. This reflects the steep pattern of landholding distribution. Secondly, the average farm size rises from the poor peasant to the rich peasant though then it drops to a small extent for landlords in Bengal.

Part of the reason for the drop in the average size of the 'landlord' holdings is that we have not excluded the few 'petty rentier and petty employer' families from this group. The petty rentiers and petty employers do not participate in manual labour. They have small resources and are not in fact big exploiters of outside labour. They are usually obliged to use outside labour owing to the absence of other factors like working in petty service occupations themselves. Strictly speaking these households should not be included in 'landlords' at all since this category is thought of as rentiers and employers.

It has been mentioned above that a particular acreage-group is likely to have holdings ranging from poor peasant to rich peasant status. However as we would expect, the proportion of labour-hiring holdings [middle peasants, rich peasants and landlords] in the total holdings by acreage group is found to predominate in the farms above1.25 acres in Bengal. However, the converse holds good for the poor and small peasants whose share is higher on smaller farms.

Table 1 & 2 show a steep concentration in landholding both in the advanced and in the backward region. In the combined region 24.76per cent of households belong to poor and small peasant have only 15.40per cent of land under possession. While 18.93per cent of households belong to rich peasant have 38.81per cent of land. Interestingly, 8.73per cent of households belong to landlord class have only 14.27per cent of total operated holding.

From Acreage analysis we can see, 44per cent of total sampled households belong to the size group below 1.25 acres and have land area 31.40 per cent. On the other hand, 6.31per cent households belong to the size group 2.5- 5 acres have 31.26 per cent of land area.

Table No. 2

Acreage Group and Class wise Cross Classification of Total and Average Operated Area-West Bengal (Area in Acres) :

AVERAGE AND TOTAL AREA BY ECONOMIC CLASS AND ACREAGE GROUP: ALL REGION														
CLASS	Landless		Poor Peasant		Small Peasant		Middle Peasant		Rich Peasant		Land Lord		Total	
SIZE	AA	TA	AA	TA	AA	TA	AA	TA	AA	TA	AA	TA	AA	TA
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0-1.25	0.00	0.00	0.38	10.63	0.53	10.53	0.69	11.72	0.68	12.16	0.63	5.05	0.55	50.08
1.25-2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	3.31	1.65	14.87	1.82	23.69	1.58	11.09	1.71	52.95
2.5-5	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	2.81	2.81	4.27	34.15	3.20	9.60	3.84	49.86
Above 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	6.60
Total	**0.00**	**0.00**	**0.38**	**10.63**	**0.75**	**17.14**	**1.29**	**35.99**	**1.79**	**69.99**	**1.43**	**25.74**	**0.77**	**159.48**
AVERAGE AND TOTAL AREA BY ECONOMIC CLASS AND ACREAGE GROUP: ADVANCED REGION														
CLASS	Landless		Poor Peasant		Small Peasant		Middle Peasant		Rich Peasant		Land Lord		Total	
SIZE	AA	TA	AA	TA	AA	TA	AA	TA	AA	TA	AA	TA	AA	TA
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0-1.25	0.00	0.00	0.39	5.01	0.57	3.96	0.74	8.91	0.65	3.91	0.65	4.56	0.59	26.33
1.25-2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	1.98	1.65	11.55	2.09	6.27	1.57	3.14	1.72	22.93
2.5-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	2.81	4.62	4.62	3.14	6.27	3.42	13.70
Above 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**0.00**	**0.00**	**0.39**	**5.01**	**0.74**	**5.94**	**1.16**	**23.26**	**1.48**	**14.80**	**1.27**	**13.96**	**0.62**	**62.96**
AVERAGE AND TOTAL AREA BY ECONOMIC CLASS AND ACREAGE GROUP: BACKWARD REGION														
CLASS	Landless		Poor Peasant		Small Peasant		Middle Peasant		Rich Peasant		Land Lord		Total	
SIZE	AA	TA	AA	TA	AA	TA	AA	TA	AA	TA	AA	TA	AA	TA
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0-1.25	0.00	0.00	0.38	5.63	0.51	6.57	0.56	2.81	0.69	8.25	0.50	0.50	0.52	23.75
1.25-2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.33	1.66	3.32	1.74	17.42	1.59	7.95	1.67	30.02
2.5-5	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	0.00	0.00	4.22	29.53	3.33	3.33	4.02	36.16
Above 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	6.60
Total	**0.00**	**0.00**	**0.38**	**5.63**	**0.75**	**11.20**	**1.59**	**12.73**	**1.90**	**55.20**	**1.68**	**11.78**	**0.92**	**96.53**

NOTE: AA=AVERAGE AREA, TA=TOTAL AREA, AGLWL=AGRICULTURAL LABOUR WITH LAND, CAPUTE=CAPITALIST PURE TENANT, LL= LANDLORD, PRPE=PETTY RENTIER AND EMPLOYER

Table 3 on the net labour days hired in or out per holding, reveals the variation in the economic status of households within each acreage group. It is quite clear from the table that the class categories successfully isolate holdings of different types with respect to the variables of labour hiring, and therefore show consistently and significantly different mean values for holdings in the different economic classes, regardless of the acreage group they fall into. For example in the combined region, for the landlord class labour hiring ranges from 299.8 to 1168 days per annum per holding over the acreage groups. For the rich peasant class the same ranges from 127.5 to 294.5days per annum per holding over the acreage groups, while for the middle peasant class it ranges from 117.8 to 443.5 days per annum per holding over the acreage groups. For the small-peasants, labour hiring ranges from -29.77 to -148. For the landless and poor peasant it has a uniform value at -203.68 and -114.67 respectively in West Bengal.

On the other hand**,** within a given acreage group, such as 0.01-2.5 acres, the labour hiring

ranges from -148.00 (hiring out) to 1168 (hiring in) in West Bengal. It is clear enough that diametrically opposite types of holdings in terms of labour process get included in this acreage group - both the households which are themselves exploiters of others' labour as well as the households which are themselves exploited.

In other words, acreage as an index fails to discriminate between different types of holdings that differs in the crucial respect of labour use and hence the extent to which they remain 'peasant' households.

TABLE NO – 3
ACREAGE GROUP AND CLASS WISE CROSS CLASSIFICATION OF TOTAL AND AVERAGE NET LABOUR DAYS HIRED IN OR HIRED OUT PER HOLDING – WEST BENGAL:

CROSS CLASSIFICATION OF THE NET LABOR DAYS (HI-HO)/HH							
CLASS	**LLS**	**PP**	**SP**	**MP**	**RP**	**LL**	**Total**
ALL REGION							
0.00	-203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**-203.68**
0.01to 1.25	0.00	-114.67	-29.77	117.80	127.50	1168.00	**24.74**
1.25to 2.5	0.00	0.00	-148.00	443.50	251.90	299.80	**264.28**
2.5 to 5	0.00	0.00	0.00	0.00	294.57	1068.00	**348.22**
abv 5	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	**170.00**
Total	**-203.68**	**-114.67**	**-35.67**	**206.25**	**210.72**	**533.57**	**27.48**
ADVANCED REGION							
0.00	-107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**-107.44**
0.01to 1.25	0.00	-65.77	-18.43	44.75	93.50	158.29	**27.16**
1.25to 2.5	0.00	0.00	-148.00	103.14	333.00	205.50	**152.62**
2.5 to 5	0.00	0.00	0.00	4.00	235.00	315.50	**217.50**
abv 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total	**-107.44**	**-65.77**	**-34.63**	**63.15**	**179.50**	**195.45**	**-1.13**
BACKWARD REGION							
0.00	-30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**-30.34**
0.01to 1.25	0.00	-30.89	-12.90	3.06	53.83	7.50	**-0.92**
1.25to 2.5	0.00	0.00	0.00	18.33	116.92	155.43	**89.45**
2.5 to 5	0.00	0.00	0.00	0.00	228.38	145.67	**174.15**
abv 5	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	**170.00**
Total	**-30.34**	**-30.89**	**-11.22**	**13.82**	**110.67**	**88.06**	**14.56**

NOTE: LLS=LANDLESS, PP=POOR PEASANT, SP= SMALL PEASANT, MP=MIDDLE PEASANT, RP=RICH PEASANT, LL=LANDLORD

3. STRUCTURE OF OUTPUT

The next question in this study is related to technology. It is a well-known fact that with the introduction of capitalist relation in agriculture, the latter becomes dependent on technology. It is indeed the fact that the technology makes a production condition market dependent. Those who can afford to bear the high priced technological inputs could survive in the market and those who can't, be wiped out. Thus we can expect that in a market economic regime the upper classes have a keen domination over the high yielding technological inputs.

The total output per unit area and per holding is shown in Table 5. The advanced region has shown a substantially higher value in comparison to the backward region. The gross output in value terms per holding shows higher value in the advanced region (Rs 26465) than the backward region (Rs 21166).

However, the gap in the output of the advanced and the backward region widens when we take output per operated area in consideration as shown in Table 5. The output per area operated in the advanced region (Rs 42457) is far more (1.84 times) than of the same in the backward region (Rs. 23023). On the other hand the output per sown area in the advanced region (Rs 21502) is 1.27 times greater than the backward region (Rs.16930).

The dichotomy between the output per sown area and the output per operated area in West Bengal is explained with the fact that the cropping intensity is far greater in the advanced region (1.97) than the backward region (1.36).

Table 4 shows, on the average the total output per holding shows a positive association with the ascending class status up to the rich peasant category and then shows a decline for the landlord class. The output per operated area on the other hand also shows the positive trend but in lesser extent. It increases from Rs 23676 for the poor peasant, to Rs 27644 for small peasant, to 30510 for the middle peasant, and then shows stagnancy at 30324 for the rich peasant and finally an increase to Rs 36880 for the landlord.

The output per acre sown shows a smaller positive variation with ascending class than does the output per acre operated, owing to higher cropping intensity on the labour hiring farm. However in this case also the labour hiring classes show a marginal higher yield performance than the exploited and the self-employed classes.

TABLE NO – 5

ECONOMIC CLASS & ACREAGE GROUP WISE CROPPING INTENSITY AND STRUCTURE OF OUTPUT- WEST BENGAL:

ACREAGE GROUPWISE STRUCTURE OF OUTPUT								
Class/Group	No Of Hhs	Total Area Oprtd.	Total Sown Area	Cropping Intensity	Total Output (Rs)	Output (Rs) Per Holding	Output(Rs) per area oprtd.	Output(Rs) per area Sown
All Region								
0.00	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.01to 1.25	91	50.08	83.62	1.67	1651340.00	18146.59	32972.07	19748.15
1.25to 2.5	31	52.95	85.32	1.61	1630413.00	52593.97	30794.47	19109.39
2.5 to 5	13	49.86	80.04	1.61	1529635.00	117664.23	30678.60	19110.88
abv 5	1	6.60	6.60	1.00	84000.00	84000.00	12727.27	12727.27
Total	**206**	**159.49**	**255.58**	**1.60**	**4895388.00**	**23764.02**	**30694.40**	**19154.03**
Advanced Region								
0.00	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.01to 1.25	45	26.33	47.95	1.82	1054430.00	23431.78	40044.43	21990.20
1.25to 2.5	13	22.93	47.58	2.08	986760.00	75904.62	43033.58	20738.97
2.5 to 5	4	13.70	28.78	2.10	631760.00	157940.00	46130.70	21951.36
abv 5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**101**	**62.96**	**124.31**	**1.97**	**2672950.00**	**26464.85**	**42457.09**	21502.29
Backward Region								
0.00	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.01to 1.25	46	23.75	35.67	1.50	596910.00	12976.30	25129.88	16734.23
1.25to 2.5	18	30.02	37.74	1.26	643653.00	35758.50	21444.38	17054.93
2.5 to 5	9	36.16	51.26	1.42	897875.00	99763.89	24830.61	17516.09
abv 5	1	6.60	6.60	1.00	84000.00	84000.00	12727.27	12727.27
Total	**105**	**96.53**	**131.27**	**1.36**	**2222438.00**	**21166.08**	**23023.77**	**16930.28**

ECONOMIC CLASSWISE STRUCTURE OF OUTPUT								
Class/Group	No Of Hhs	Total Area Oprtd.	Total Sown Area	Cropping Intensity	Total Output (Rs)	Output (Rs) Per Holding	Output (Rs) per area oprtd.	Output (Rs) per area Sown
All Region								
Landless	70	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poor Peasant	28	10.64	14.74	1.39	251860.00	8995.00	23675.50	17086.84
Small Peasant	23	17.14	25.73	1.50	473810.00	20600.43	27643.52	18414.69
Middle Peasant	28	35.99	58.62	1.63	1098070.00	39216.79	30510.42	18731.04
Rich Peasant	39	70.00	106.79	1.53	2122553.00	54424.44	30324.35	19876.33
Landlord	18	25.74	49.69	1.93	949095.00	52727.50	36879.54	19099.55
Total	**206**	**159.49**	**255.58**	**1.60**	**4895388.00**	**23764.02**	**30694.40**	**19154.03**
Advanced Region								
Landless	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poor Peasant	13	5.01	6.14	1.23	131590.00	10122.31	26291.71	21417.64
Small Peasant	8	5.94	12.05	2.03	241940.00	30242.50	40764.95	20086.34
Middle Peasant	20	23.26	45.23	1.95	910870.00	45543.50	39168.78	20137.29
Rich Peasant	10	14.80	28.42	1.92	726210.00	72621.00	49078.19	25551.88
Landlord	11	13.96	32.46	2.32	662340.00	60212.73	47430.27	20403.55
Total	**101**	**62.96**	**124.31**	**1.97**	**2672950.00**	**26464.85**	**42457.09**	**21502.29**
Backward Region								
Landless	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poor Peasant	15	5.63	8.60	1.53	120270.00	8018.00	21369.94	13991.39
Small Peasant	15	11.20	13.69	1.22	231870.00	15458.00	20702.68	16943.37
Middle Peasant	8	12.73	13.39	1.05	187200.00	23400.00	14705.42	13980.58
Rich Peasant	29	55.20	78.37	1.42	1396343.00	48149.76	25298.36	17818.00
Landlord	7	11.78	17.23	1.46	286755.00	40965.00	24352.87	16642.77
Total	**105**	**96.53**	**131.27**	**1.36**	**2222438.00**	**21166.08**	**23023.77**	**16930.28**

Thus, compared to all classes of exploited and self-employed, the labour hiring classes registers higher yield level. Thus our data decisively refute the populist view that family labour based farms are more 'efficient' in the sense of registering higher yields compared to hired labour based farms representing the capitalistic tendency, as had been argued by Chayanov

(1966) and A. K. Sen (1966). This finding is particularly significant in the context of the rule of the Left Front and substantial tenancy reform through *Operation Barga* in West Bengal.

7. CONCLUSION:

We have seen that despite a strong pro poor state intervention in the state, the differentiation of the peasantry is still going on based on the higher command of resources by the labour hiring classes. This has been reflected in positive association between ascending classes / acreage groups and per acre and per holding productivity. The issues highlighted in this paper are- (i) Landlessness is a prominent feature in rural West Bengal, also concentration of land asset is higher in higher economic class. This reflects the ongoing process of peasant class differentiation in rural West Bengal. (ii) In West Bengal, the farm size grouping shows a broad direct association between the size of farm and the net labour days hired in and thus a broad inverse relation between the size of farm and net days hired out on wages. (iii) Compared to all classes of exploited and self-employed, the labour hiring classes registers higher yield level refuting the populist view that family labour based farms are more 'efficient' in the sense of registering higher yields compared to hired labour based farms representing the capitalistic tendency.

END NOTE:

1. List of quantitative criteria in the combined census-2011, dataset are listed below-1) Total Area, 2) Number of Occupied Residential Houses, 3) Number of Households, 4) Total Population, 5) Total Male Population, 6) Total Female Population, 7) Male and Female Population Below Age Seven, 8) Male and Female SC Population, 9) Male and Female ST Population, 10) Male and Female Literates, 11) Total Main Workers- Male and Female, 12) Number of Cultivators- Male and Female, 13) No of Agricultural Labourers – Male and Female, 14) Livestock, Forestry, Fishing etc and allied activities, Number of Workers- Male and Female, 15) Mining and Quarrying, Number of workers- Male and Female, 16) Manufacturing and Processing in Household industry, Number of workers- Male and Female, 17) Manufacturing and Processing in Other Than Household Industry, Number of workers- Male and Female, 18) Construction, Number of workers- Male and Female, 19) Trade and Commerce, Number of workers- Male and Female, 20) Storage and Communication, Number of workers- Male and Female, 21) Other Services, Number of workers- Male and Female, 22) Number of Marginal Workers- Male and Female, 23) Number of Non-Workers- Male and Female, 24) Total Irrigated Area, 25) Un-irrigated Land, 26) Cultivable Waste, 27) Land not Available for Cultivation.

2. List of Indicative Criterion in the census- 2011 dataset are listed below- 28) Village Status- Merged in Town or Not, 29) Availability and Distance of any Educational Institutions- of which 30) Primary School, 31) Middle School, 32) High School, 33) Pre-University Colleges, 34) Graduate Colleges, 35) Adult Literacy Center, 36) Industrial School, 37) Training

School 38) Other Educational Institutions, 39) Availability and Distance of Any Medical Institution of which- 40) Hospital, 41) Maternity and Child Welfare Center, 42) Maternity Homes, 43) Child Welfare Center, 44) Primary Health Center, 45) Health Center, 46) Primary Health Sub-Center, 47) Dispensary, 48) Family Planning Center, 49) Tuberculosis Clinic, 50) Nursing Home, 51) Community Health Workers, 52) Registered Private Practitioner, 53) Subsidiary Medical Practitioner, 54) Other Medical Centers, 55) Availability and Distance of any Type of Drinking Water Facility- of which 56) Tap Water, 57) Well Water, 58) Tank Water, 59) Tube well Water, 60) Hand Pump Water, 61) River Water, 62) Fountain, 63) Canal, 64) Lake, 65) Spring, 66) Nalllah, 67) Other Drinking Water Sources, 68) Availability and Distance of any Type of Post and Telegraph Facility- of which 69) Post Office, 70) Telegraph Office, 71) Post and Telegraph Office, 72) Telephone Connection, 73) Availability and Distance of any Type of Market Fecility- of which 74) Market day is Monday, 75) Market day is Tuesday, 76) Market day is Wednesday, 77) Market day is Thursday, 78) Market day is Friday, 79) Market day is Saturday, 80) Market day is Sunday, 81) Market is Daily, 82) Market is Fortnightly, 83) Market is Monthly, 84) Availability and Distance of any Type of Communication Facility - of which 85) Bus Stop, 86) Taxi or Tempo Stand, 87) Railway Station, 88) Navigable Water Ways, 89) Approach Pukka Road, 90) Approach-Kachcha Road, 91) Approach Foot Path, 92) Approach- Nevigable River, 93) Approach Nevigable Canal, 94) Approach Nevigable Ways (other than River and Canal), 95) Distance of Nearest Town, 96) Availability, Types and Distance of Various Types of Power Supply Facility- of which 97) Power for Domestic Purpose, 98) Power for Agriculture, 99) Power fro Industrial- Commercial Purpose, 100) Power for all Purpose, 101) Availability and Distance of Different Types of Irrigation- of which 102) Irrigation by Govt. Canal, 103) Irrigation by Well Without Electricity, 104) Irrigation by Private Canal, 105) Irrigation by Well and Electricity, 106) Irrigation by Tube- Well Without Electricity, 107) Irrigation by Tube-Well With Electricity, 108) Irrigation by Tank, 109) Irrigation by Rivers, 110) Irrigation by lake, 111) Irrigation by Waterfall, 112) Irrigation by Other Sources.

3. Sengupta (1981) observed that landholding of 90.3 per cent of household in West Bengal is upto 5 acres. John Harris (1993) in his study of jungul in Birbhum also found that land holding of the 95per cent of the total household is within 5 acre.

4. Utsa patnaik (1985) in her book peasant class differentiation in Haryana projected the contradiction between acreage grouping and economic class grouping and showed that size of holding cannot be equated with mode of production adopted. In other words acreage size has nothing to do with the economic class.

5. Dasgupta (1995), Harris (1993), Ghosh (1981) have discussed this point

REFERENCES:

Azzi, C. F. and Cox, J.C. (1976), "A Theory and Test of credit Rationing : Comment", *American Economic Review*, December.

Bandyopadhyay, Abhijit Vinayak and Ghatak Maitresh (2000), (in Bengali) 'Pashchimbanger Krishi o Bamfronter Krishi Niti' Calcutta, Anandabazar Patrika, April 20.

Bardhan, P. (1970), "The Green Revolution and Agricultural Labourers", *Economic and Political Weekly*, Special Number, July.

Basu, K. (1983), "The Emergence of Isolation and Interlinkage in Rural Markets", *Oxford Economic Papers*, Vol. 8, No. 2.

Basu, K. (1984), "Implicit Interest Rates, Usury and Isolation in Backward Agriculture", *Cambridge Journal of Economics*, Vol. 8, No. 2.

Bell, C. (1990), "Interactions between Institutional and Informal Credit Agencies in Rural India", *The World Bank Economic Review*, September, Vol. 4, No. 3.

Bhaduri, A. (1973), "A study in Agricultural Backwardness under Semi feudalism", *Economic Journal*, March

Bhaduri, A. (1984), *The Economic Structure of Backward Agriculture*, London, Academic press.

Bhaduri, A. (1993a), "On The Formation of Usurious Interest Rates in Backward Agriculture", in A. Bhaduri (ed.) *Unconventional Economic Essays*, Delhi, Oxford University Press.

Bhaduri, A. (1993b), "Class Relations and Patterns of Accumulation in an Agrarian Economy", in A. Bhaduri (ed.) *Unconventional Economic Essays*, Delhi, Oxford University Press.

Bhaduri, A. (1993c), "The Evolution of Land Relations in Eastern India Under British Rule", in A. Bhaduri (ed.) *Unconventional Economic Essays*, Delhi, Oxford University Press.

Bhaduri, A. (1993d), "Mathematical Appendix: A Model of Differentiation among Initially Indebted Peasants", in A. Bhaduri (ed.) *Unconventional Economic Essays*, Delhi, Oxford University Press.

Bhattacharyya, Sudipta (2001), 'Capitalist Development, Peasant Differentiation and the State: Survey Findings from West Bengal', Journal of Personal Studies, Vol. 28, No. 4.

Bhaumik, Sankar Kumar (1993), Tenancy Relations and Agrarian Development, A Study of West Bengal, New Delhi. Sage.

Blinder, A.S. (1987), "Credit Rationing and Effective Supply Failures", *Economic Journal*, June.

Bottomley, Anthony (1964), "The determination of Pure Rates of Interest in Underdeveloped Rural Areas", *Review of Economics and Statistics*, Vol. 46.

Byres, T. J. (1996), 'Introduction: Development Planning and the Interventionist State Versus Liberalisation and the Neo-liberal State: India, 1989-96', in State, Development Planning and Liberalisation in India, Delhi: Oxford University Press.

Centre for Monitoring the Indian Economy – CMIE (1993), *Performance of Agriculture in Major States (1967-68 to 1991-92)*, July 1993.

Chayanov, A. V. (1966), *Theory of Peasant Economy*, Ed. by D. Thorner, R. E. F. Smith and B. Karblay, Homewood, Illinois, Irwin.

Chavan, Pallavi (2005) 'Banking Sector Liberalisation and the Growth and Regional Distribution of Rural Banking', Economic and Political Weekly, Special Issue on Microfinanace, *Economic and Political Weekly*, Vol. 40, No. 43 (Oct. 23-28), pp. 4647-4649.

Dasgupta, Biplab (1995), 'Institutional Reform and Poverty Alleviation in West Bengal' *Economic and Political Weekly*, October 14-21.

Datta Ray, S. (1994a), 'Agricultural Growth in West Bengal', *Economic and Political Weekly*, July 16.

Datta Ray, S. , (1994b), 'Growth of Agriculture in West Bengal', *Economic and Political Weekly*, November 19.

Eswaran M. and A. Kotwal (1989), "Credit and Agrarian Class Structure", in P. Bardhan, ed., *The Economic Theory of Agrarian Institutions* , Clarendon Press, Oxford.

Frank. S ; The Micro Finance Development and Regulation Bill, Regulation or Strangulation, Peoples Democracy, March 11, 2007, P-7.

Gothaskar, S.P. (1988), "On some Estimates of Rural Indebtedness", *Reserve Bank of India Occassional Papers*, Vol.1, No.4, December 1998.

Jaffee, D.M. and Russell, T. (1976), "Imperfect Information, Uncertainty, and Credit Rationing", *Quarterly Journal of Economics*.

Kalecki, Michal (1970), "Problems of Financing Economic Development in a Mixed Economy" in Michal Kalecki (1972) *Selected Essays on the Economic Growth of the Socialist and the Mixed Economy*, Cambridge, Cambridge University Press.

Kautsky, Karl (1988), *The Agrarian Question, Vol.1*, London, Zwan.

Lenin, V. I. (1970), *Two Tactics of Social Democracy in the Russian Revolution*, Selected Works, Vol. 1, Moscow, Progress Publishers.

Mukherjee, Badal and Mukhopadhyay, Swapna (1995), "Impact of Institutional Change on Productivity in a Small-Farm Economy : Case of Rural West Bengal", *Economy and Political Weekly*, August 26.

Nair, Tara. S. (2005) 'The Transforming World of Indian Microfinance', Economic and Political Weekly, Vol. 40, No. 17 (Apr. 23-29, 2005), pp. 1695-1698.

Patnaik Utsa (1987), *Peasant Class Differentiation, A Study in Method with Reference to Haryana*, Delhi, Oxford University Press.

Patnaik, Utsa (1988), "Ascertaining the Economic Characteristics of Peasant Classes-in-Themselves in Rural India" *Journal of Peasant Studies*, Vol. 15, No.3, April.

Prabhu, K. Seeta, Nadkarni, Avadhoot and Achuthan, C. V. (1988), 'Rural Credit: Mystery of the Missing Households', *Economic and Political Weekly*, December 10.

Reserve Bank of India (1974), Report of the Study Team on Overdues of Co operative Credit Institutions, Bombay, Agricultural Credit Department.

Reserve Bank of India (1989), *A Review of the Agricultural Credit System in India: Report of the Agricultural Credit Review Committee* (Chairman: A. M. Khusro), Bombay.

Reserve Bank of India (1991), *Report of the Committee on the Financial system* (Chairman: M Narasimhan), Bombay.

Saha, Anamitra and Swaminathan, Madhura (1994a), "Agricultural Growth in West Bengal in the 1980s: A Disaggregation by Districts and Groups", *Economic and Political Weekly*, March 26.

Sen, Abhijit and Sengupta, Ranja (1995), "The Recent Growth in Agricultural Output in Eastern India, with Special Reference to the Case of West Bengal", Paper Presented at a Workshop on `Agricultural Growth and Agrarian Structure in Contemporary West Bengal and Bangladesh', Calcutta, January 1995.

Sen, Amartya and Sengupta, Sunil (1983), "Malnutrition of Rural Indian Children and Sex Bias", *Economic and Political Weekly,* Review of Agriculture, 16, (25-6).

Sen, A. K. (1996), "Peasant and Dualism With or Without Surplus Labour", *Journal of Political Economy,* 74.

Sengupta, Sunil and Gazdar, Haris (1998), "Agrarian Politics and Rural Development in West Bengal", in Jean Dreze and Amartya Sen (1997) edited *Indian Development: Selected Regional Perspectives*, Clarendon Press, Oxford.

Stiglitz, J. E. and Weiss, A. (1981), "Credit Rationing in Markets with Imperfect Information", *American Economic Review*, June.

Swaminathan, Madhura (1991), 'Segmentation, Collateral Undervaluation, and the Rate of Interest in Agrarian Credit Markets: Some Evidence from Two Villages in South India', *Cambridge Journal of Economics*, 15, 161-178.

Swaminathan, Madhura and Ramchandran, V. K. (1999), 'New Data on Calorie Intakes', *Frontline*, March 12.

Ramchandran And Swaminathan (2002), Rural Banking And Landless Labour Households: Institutional Reform And Rural Credit Markets In India, Journal Of Agrarian Change, Vol. 2, No. 4, October, Pp.502-44.

APPENDIX – II

PATNAIK'S LABOUR EXPLOITATION CRITERION

The Marxist concept of the process of class differentiation is that, under a regime of commodity production, the rich peasant class increasingly employs the labour of others and thereby appropriates surplus. A poor peasant on the other hand is increasingly obliged to work for others and is thereby increasingly subjected to exploitation. The self-employed are in a vulnerable position. While a few of them might be able to transform themselves into rich peasant, the majority of them are always under the constant threat of being pushed down into

the ranks of the semi-proletariat. At one of the two poles of the rural class structure, and more or less distinct from the peasantry, stands the landlord, defined by 'possession of substantial means of production and non-involvement in any manual labour, living entirely by appropriating surplus labour of others'. The landless labourer has no self-employment, for he posses no means of production at all and is obliged to live entirely by selling his labour.

The labour-exploitation index seeks to give an empirical approximation to the analytical concept of the class status of the household. The class-status is essentially determined by the extent of the use of outside labour or to the extent the family works for others, relative to the extent of self-employment. It is identical, under certain simplifying assumptions with the surplus labour appropriated or parted with, relative to surplus labour with self-employment.

$$E = X/Y = \{(Hi-Ho) + (Lo-Li)\}/F$$

Where, Hi = Labour-days hired on the operational holding of the household
Ho = Family labour days hired out to others
Li = Labour days worked on leased in land (whether by family or hired labour)
Lo = Labour days similarly worked on land leased out by the household
F = Labour days worked by household workers on the operational holding.

The index is a ratio, or a pure number, which can have positive or negative values depending on whether the household is a net employer of outside labour or is itself on balance working for others (as labourer or tenant). The range of values of E is from plus infinity to minus infinity, for at the two poles of the rural class structure, there will be diametrically opposite types of households for whom F will be zero or near zero: first, the big landlords have such a large resource endowment that they perform no manual labour themselves, but rely entirely on employing others' labour; and the landless labourers, with zero resource endowment, hence zero self-employment, who are entirely dependent on working for others'. (Patnaik, 1988; p.305)

Classes within the cultivating peasantry are identified by looking at the degree of working for others or of employing others' labour, relative to self employment. For this purpose certain limits are set upon the values of the E-ratio which are given in the following Table. All subsequent use of class categories in this book refers to the definitions given in the Table-A.II which is taken from Patnaik (1976, 1987).

TABLE – A.II: Patnaik's E-Criteria

Class	Defining Characteristic	Value of E = X/ F	Reason
1. Landless labourers	No self-employment; working entirely for others	$(E \to -\infty)$	$F = 0$ $X < 0$ and large
2. Poor peasant (Poor tenant and labourer with land)	Working for others to a greater extent than self-employment	$(E \leq -1)$	$F > 0$, $X < 0$, $\lvert X \rvert \geq F$
3. Small peasant	Zero employment of others or working for others; and working for others to smaller extent than self-employment	$(0 \geq E > -1)$	$F > 0$, $X \leq 0$, $\lvert X \rvert < F$
4. Middle peasant	Smaller employment of others' labour than self-employment	$(1 > E > 0)$	$F > 0$, $X > 0$, $X < F$
5. Rich peasant	At least as large an employment of others' labour as self-employment	$(E \geq 1)$	$F > 0$, $X > 0$, $X \geq F$
6. Landlord	No manual labour in self-employment, large employment of others' labour	$(E \to -\infty)$	$F = 0$, $X > 0$, and large

Source: Utsa Patnaik (1987), Peasant Class Differentiation : A Study in Method with Reference to Haryana, Delhi, Oxford University Press.

Gouriprasad Nanda
Assistant Professor
Department of Economics
Umeschandra College, Kolkata

The Political Economy of Decentralisation : A Review

Seemantini Chattopadhyay

Abstract

Decentralisation is conceptualized as the transfer of authority from the higher levels of governments to the lower levels of governments. However, the specifics of the authority and natures of their transfer differ vastly across the countries with disparate socio-economic-political scenarios and therefore, the forms of decentralisation are very complex. Theoretically, decentralisation is assumed to improve the delivery of public services by devolving decision-making powers and resource mobilisation to the local governments and to make the local governments more accountable to their citizens (Faguet, 2014; Bardhan 2002; Oates 1999). However, the empirical evidences produce mixed results. Historical and local contextual factors play critical role in both shaping the process of decentralisation and consequently determining it's effects on the mechanisms of accountability, resource mobilisation and public service delivery. To reap the full potentials of decentralisation, it is crucial to understand the processes through which various forms of decentralization contribute to the intended development outcomes.

Introduction

Traditionally, many developing nations used to rely on spatial centralisation, large scale technology transfer and industrialization for promoting and facilitating economic development. However, the failure of centralised economic planning processes in promoting adequate economic development necessitated a rethinking of the role of planning processes and the actors involved including the public sector, private sector and civil society. In many Latin African and African countries, decentralisation was implemented to involve people in development decision making and improve government effectiveness. Political imperatives for transformation from authoritarian or apartheid systems towards democratic systems forced the governments of Brazil and South Africa to decentralise (Eaton *et al.*, 2010; Faguet, 2014)

These countries experience comprehensive decentralisation in terms of devolution of larger responsibilities with independent constitutional authority. China, on the other hand with strong central government, implemented administrative devolution to improve the management of government functions (Mookherjee, 2015). According to the Peruvian government, decentralization was implemented to improve citizen participation in government for ensuring equal access to public resources for all (Government of Peru, 2011). In Uganda and Cambodia, decentralization was expected to increase people participation and strengthen government accountability and service delivery (Government of Cambodia, 2005; Mun˜oz *et al.*, 2006). Similarly, the Mexican government adopted decentralization to improve the political involvement

Chattopadhyay, Seemantini : The Political Economy of Decentralisation : A Review
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 20, No. 1, June 2023, Pages : 89-104, ISSN 2249-4332

of the people in public decision making (Munoz *et al.*, 2006). While the main purpose of adopting decentralization in Bolivia was effective citizen participation and inclusive development, in Ethiopia, decentralisation's main aim was to provide political representation to different ethnic groups and to respond their heterogenous needs (Government of Bolivia, 2010; Faguet, 2014). Quite a large number of countries, for example, Tanzania, Chile, and Cote d Ivoire implemented decentralisation to improve the delivery of basic services (Faguet, 2014). This is also one of the important motivating factors behind the decentralisation initiatives of several South Asian countries including India and Pakistan (Faguet, 2014). Moreover, in India, the central governments intended to empower to local government to counter the political strength of the regional parties. However, because of local governance in India being a state subject, the regional governments implemented decentralisation according to their own priorities, resulting in significant heterogeneity in the pattern devolution across the country (Mookherjee, 2015). Overall, these different countries have embraced decentralisation to address disparate governance challenges.

Concepts of Decentralisation

In general, decentralisation is conceptualized as the transfer of authority from the higher levels of governments to the lower levels of governments. However, the specifics of the authority and natures of their transfer differ vastly across the countries with disparate socio-economic-political scenarios and therefore, the forms of decentralisation are very complex. Dillinger (1993) discusses four different types of decentralisation – *deconcentration; delegation; devolution and privatisation or deregulation*. Deconcentration refers to dispersion of responsibilities of a central government to a regional branch office or organization. Apart from spatial distribution of authority, the regional units do not enjoy any substantial autonomy over decision making processes. In other words, deconcentration involves redistribution of financial and management authorities as well as responsibilities among different levels of the central government only. So, this form is generally considered to be the weakest form of decentralisation. However, owing to the possibilities of strong monitoring and enforcements by the central organizations, deconcentration can improve the local administrative capacities of the regional organizations (Rondinelli, 1999).

Under delegation, the local governments or agencies execute certain functions on behalf of the central governments. The concept of devolution is closer to the concept of decentralisation as it entails not only implementation but also the shifting of decision-making authorities to the local bodies. In other words, devolution involves transfer of responsibilities to local governments comprising of locally elected representatives with both the power to make decisions and to raise resources for carrying out their responsibilities. In some cases, privatization in the form of transfer of responsibility to non-government organisations or the private sector is also considered as decentralisation.

These four different forms are grouped under the domain of *administrative decentralisation* and essentially refer to the transfer of responsibility for planning, financing, and managing certain public functions from the higher levels of governments to local units or local governments or private authorities (Kim, 2008; Ozmen, 2014). Among these forms, Rondinelli*et al.*, (1983) underscores the importance of 'autonomous and independent' local governments with 'clear geographical boundaries within which they exercise an exclusive authority to perform explicitly granted or reserved functions'. Some scholars conceptualize decentralisation as 'devolution of political and administrative decision-making power to elected local bodies' (Bardhan and Mookherjee, 2015). Access to and authority over financial and administrative resources are also important for autonomy of the local government as well as the form of decentralisation (Manor, 1999).

Apart from administrative decentralisation, the literature often refers to two other domains, namely, *fiscal decentralisation and political decentralisation. Under fiscal decentralisation,* sub-national governments have independent decision-making power for both raising revenue and expenditure responsibilities (Ahmed *et al.*, 2005). In contrast, Falleti (2013) considers only the revenue generation aspects for fiscal decentralisation and puts the expenditure related decisions within the ambit of administrative decentralisation. Political decentralisation exists when public officials (e.g., mayor, council members) at local levels are elected by voting and local governments enjoy independent decision-making power by constitutional provisions. However, scholars differ in conceptualizing the political decentralisation – Montero and Samuels (2004) emphasizes only on direct elections of local government officials while Triesman (2007) categorically stresses on exclusive local decision-making authority.

Overall, there is lack of consensus, let alone clarity, on the understandings of the different forms and domains of decentralisation. However, one point is clear – 'it is better to understand decentralisation as an evolutionary process for allocating administrative, fiscal or political power to sub-national governments, rather than defined precisely in terms of specific features' (Kim 2008).

Theoretical Justifications for Decentralisation

Literature on fiscal federalism justifies decentralisation through the lens of efficient resource allocation. These are considered as the first-generation theories of fiscal federalism (Weingast, 2014). The traditional theory of fiscal federalism discusses three categories of fiscal functions, namely, stabilization function, redistribution function and allocation function (Musgrave, 1959). The first two functions fall under the purview of the central governments. It is presumed that the local governments with limited resources as well as expenditure authorities and weak administrative capacities cannot exercise traditional macroeconomic control policies. Moreover, the redistributive functions under the local government control are likely to be inefficient as, for example, income support for the poor people by the local governments might attract poor

people to move in and induce rich people to move out of the local jurisdiction. In contrast, local governments are closer to the people compared to the central governments and possess greater knowledge of customer's preferences. So, local governments are in the best position to assume the responsibilities of allocation function.

Local government with complete knowledge of the peoples' preferences can maximise welfare and would provide the Pareto-efficient levels of public goods which is not achievable under more uniform levels of the same services under central provision. In particular, "for a public good - the consumption of which is defined over geographical subsets of the total population, and for which the costs of providing each level of output of the good in each jurisdiction are the same for the central or the respective local governments-it will always be more efficient (or at least as efficient) for local governments to provide the Pareto-efficient levels of output for their respective jurisdictions than for the central government to provide any specified and uniform level of output across all jurisdictions" (Oates, 1972). At the same time, Oates's analysis mentions that interjurisdictional externalities and the loss of economies of scale may produce inefficiencies under the decentralization. So, these costs are to be weighed against the benefits of greater capacity of decentralized governments in addressing the preference heterogeneity to decide on the optimal choice of service delivery arrangements (Mookherji, 2015).

The benefit jurisdiction model provides similar justification for decentralization. According to this framework, given the heterogeneous tastes and preferences of the local people, sub-national governments should be assigned decision control over the services whose benefits are confined to local 'benefit' jurisdiction so that the level and mix of such services can vary according to local preferences and welfare gains can be achieved. Framework of local tax and election provide information on local preferences (Dillinger, 1993). The "principle of subsidiarity" also argues for assignment of public policy and it's implementation, in general, to the lowest level of government with the capacity to achieve the objectives (Oates, 1999). Such assignments produce two distinct advantages (Tanzi, 1996). First, when local officials are directly responsible for providing a public service and, therefore, have ownership rights over the outcome, their incentives to provide better services are likely to be higher. Second, under decentralisation, local governments can experiment with the modes of service provision as they are free to provide the service in any way, they see appropriate.

Assignment of Appropriate Revenues to Local Governments

Although the existing literature stresses on matching expenditure responsibilities of the local governments with their revenue raising authorities, the crucial question is which taxes local government can collect and utilize given the principles of economic and administrative efficiency and accountability. Bird (2000) mentioned broadly the guiding principles and they are: (a) matching of expenditure and revenue at different levels of governments, (ii) ensuring all governments bear significant expenditure responsibility for which they are responsible, and

(iii) ensuring non-distortionary nature of the local taxes. Benefit taxation, i.e., mobile economic units paying for the use of services provided by the local government, can make the tax system efficient.

However, several country specific factors influence the revenue raising potentials of the local government (Tanzi, 1996). First, tax assignment collection systems vary across the countries. In some counties, national governments collect all taxes and share the proceeds with the local government. This arrangement can destroy the theoretical link between tax collection and expenditure decisions with negative impact on accountability and autonomy of the local governments. In contrast, some countries allow their local government to collect all the taxes and then share it with the national governments. In practice local governments use taxes on property, advertisement tax, entertainment tax and charges user fees to finance their expenditures. However, these taxes are burdened with the problems of administrative difficulties, inelastic tax bases and political compulsions of lower tax rates, thereby severely hampering their revenue potentials. In many cases, the taxes being imposed bear very little relationships with the benefits received by the tax payers.

Acknowledging the difficulty in identifying an appropriate local tax, Bird (2000) discusses important characteristics for a tax to be local and they are (i) assessment of tax by the local governments, (ii) the tax rate decided by local governments, (iii) collection of tax local governments and (iv) the accrual of tax proceeds to the local governments. Empirical literature notes high correlation between greater revenue raising devolution and higher expansionary effects of expenditure decentralization on local services across the countries (Mookherjee, 2015). So, a significant degree of discretion in maneuvering the level and composition of revenues is required for the local governments to ensure local autonomy as well as local accountability (Klugman, 1994).

Role of Intergovernmental Transfer System

Grants from the higher levels of governments and borrowing are the two options to address the problems of 'unfunded mandates' of the local governments. Central governments provide grant to the local governments for internalizing the spillover benefits to other jurisdictions, reducing fiscal inequity among the local governments and ensuring at least some minimum level of basic services. In contrast, borrowing is less preferred, as in the absence of hard budget constraint in most of the developing countries, local governments resorting to borrowing options could engender macroeconomic instability, putting pressure on the central governments to bail out the local governments (Kim 2008: 12).

Based on conditionalities imposed by the central governments, grants are categorized as unconditional grant (local governments enjoy discretion over it's utilization) and conditional grants (utilization of grants depends on central mandates). In the presence of spillover benefits of some services to other jurisdictions, conditional grant can be useful for internalizing the spillover benefits and increasing expenditures on those services (Rao and Bird, 2011). In

contrast, unconditional grants can address the differential patterns of 'fiscal need' and 'fiscal capacity' among the local governments.

Under the 'power equalization' approach, local governments continue to raise same per capita tax revenue with a given tax rate and tax base while the central governments provide revenue support in the form of grant by matching the revenue efforts of the local governments (Oates, 1999).Moreover, given the scope of under provision of public goods by the local governments owing to factor mobility and tax competition, conditional grant could ensure access and availability of a minimum standards of those goods and this could contribute in reducing the inter- jurisdictional expenditure competition and facilitating free flow of goods and services and factors of production.

Available empirical literature points to the arbitrariness ingrained in the design of intergovernmental transfer systems in most of the developing countries. Nevertheless, Bird (2000) and Devas (2002) argue that properly designed intergovernmental transfer system could even better local governments' efficiency and accountability as local citizens are more concerned with the utilization of such grants and attendant improvement in the delivery of basic services in their jurisdictions. Reliable and transparent grant system helps the local governments in plan and implementation of service delivery programs.

Contextualisation of the Decentralisation Theories in the Developing Countries

In most of the developing countries, citizens can not move easily across the local jurisdictions, thereby reducing the electoral pressure and limiting decentralisation's potential to improve service delivery by the local governments (Bardhan, 2002). Even when the citizens are mobile, plausibility of sufficient heterogeneity in terms of factor productivity across local jurisdictions may produce uneven mobility of the citizens and the poorly endowed local jurisdictions can become less business-friendly and experience higher corruption, negating the superiority of decentralisation to solve the agency problems (Cai&Treisman, 2005).Moreover, in the developing countries, income instead of taste and preferences predominantly shapes the citizens' heterogeneity. So, the central governments are assumed to better address the needs and priorities of the local governments (Prud'homme 1994). Further, citizens' access to information on government performances or their ability to assess such information may be limited and they may not hold the government accountable over performances regarding the public good (Banerjee *et al.*, 2018).

Likelihood of capture of the local governments by interest groups is higher in the developing countries with highly unequal distribution of social, economic and political power. At the local level with smaller society, fewer parties and interest groups, the majority can be found within the same party and these individuals can more easily plan and execute their development strategies (Mookherjee, 2004). Following the local capture, decentralisation may result in increasing disparities in access to basic services among the different socio-economic groups. There are number of other factors e.g., the extent of political competition;

levels of political awareness, nature of participation, local inequality and the power of media and civil society influence the severity of capture at the local level, In particular, greater political competition, higher transparency in local governance, smoother information flows and stronger media oversight are associated with lower incidence of local capture (Mookherjee, 2015). Interestingly, withdrawal of the local elites from the system of public provision could be problematic as such exit is likely to weaken the influential voices necessary to maintain the delivery system of public services Dreze and Sen (2013).

India's Journey Towards Decentralisation

After achieving Independence in 1947, the central government assumed a major role in social and economic transformation of India. It was assumed that the western educated urban upper caste men at the central government level are insulated from the caste and other conflicts of rural India and are more likely to be impartial towards the needs of socially disadvantageous people including minorities than the rural elite led state government (Mooij, 2005). The Planning Commission prepared the five-year plans and allocated funds under different central schemes. Elected representatives – MPs and MLAs and civil servants played important roles in the plan preparation and it's implementation with the help of the local bureaucracy. Unfortunately, the developmental outcomes were pathetic as the government majorly failed to deliver programs and services to the people and some scholars described India as a 'flailing' state (Vyasulu, 2004; Pritchett, 2009; Kapur, 2010).

Decentralisation initiatives in the Indian context draws heavily on Gandhiji's vision of village swaraj. But the earlier initiatives towards decentralisation were never much successful on account of unwillingness of the State governments in devolving substantive power to the local level, a resistant bureaucracy and the powerful local elites (Rao, 2000). India's efforts towards rural decentralization culminated in the enactment of 73rd Constitutional Amendment Act in 1992 which is designed to promote self-governance through statutory recognition of rural local bodies. The important features of the 73rd CAA are as follows: (i) establishment of a three-tier *panchayat* structure, with elected bodies at village, block and district levels for five year terms; (ii) reservation of one-third of all seats for women and reservation for SCs and STs proportional to their populations; (iii) reservation for chairperson of the *panchayats* following the same guidelines; (iv) constitution of *gram sabha,*with all eligible voters within a *gram panchayat* area to serve as the formal deliberative body at the village level; (v) determination of functional domain of the *panchayats* by identifying 29 areas of operation and (vi) establishment of State Finance Commission (SFC) to review and revise the financial position of the *panchayats* on five year intervals and to make recommendations to the state government about the distribution of *panchayat* funds. The provisions of the 73rd CAA would enable the *panchayats* to improve the lives and wellbeing of rural people. The most important provision relates to creation of *gram sabha*which is constituted of all eligible voters within a *grampanchayat* and is meant to serve as a principal mechanism for transparency and

accountability.

Local governance in India is a state subject. The state governments exercise their discretionary powers to devolve functions and funds to the rural local governments (Gupta and Chakraborty, 2019). In fact, in most states, government officials (e.g., district magistrate) and MPs and MLAs have the authority to interfere in the functioning of the local governments (Chaudhuri, 2006). In terms of political decentralization, India's attempts received scholarly applaud but in terms of functional and fiscal decentralisation, the progress has not been satisfactory (World Bank, 2000; Chattopadhyay and Chattopadhyay, 2012). Since 1993, local elections were held in rural intervals in almost all the states. The constitutional provisions for reservation of seats for women and marginalised sections of the society have been followed, at least in paper. The financial health of the gram panchayats is fragile with poor as well as declining mobilisation of resources from own source revenue and increase in the expenditure responsibilities (Oommen*et al.*, 2017). To bridge the revenue-expenditure gap, gram panchayats depend heavily on grants from the higher levels of governments. The State Finance Commissions (SFCs) are constitutionally mandated to evaluate the fiscal health of the rural local bodies and recommend appropriate measures to for fiscal empowerment and strengthening. However, the SFCs have rarely been constituted in many states. Gupta and Chakrabarty (2019) notes that in as many as 25 states, SFCs took, on an average, 32 months to submit report with average delay of about 16 months. State governments also did not place the ATRs before the State legislature in a timely manner and failed to act promptly on the recommendations of SFCs. Moreover, there was hardly any uniformity in the definition of divisible or the shareable pool of resources and the quantum of transfers. Non-availability of data of the finances of local governments and infrastructure only made the task more difficult for the SFCs (Gupta and Chakrabarty, 2019).

Local Elections

Regular local elections are one of the most important mechanisms to hold politicians accountable. Indian experiences revealed wide variations in peoples' political participation and awareness of local government politics as well as policies across different socio-economic groups (Crook and Manor, 1998; Krishna, 2006). The turnouts in local elections were above 90 percent in different states. In the context of West Bengal, Bardhan*et al.*, (2011) found comparatively lower political participation and awareness among people with less education, engaged in non-agricultural activities and who were immigrants. However, people owning less land or belonging to scheduled castes (SC) or tribes (STs) participated more actively in local elections (Bardhan*et al.*, 2009). Importantly awareness about the government performances influenced the turnouts in the elections. Peoples' positive expectations regarding the potential of the panchayat policies in qualitatively improving their lives ensured greater participation in panchayatelections (Sadanandan, 2017). In contrast, incidence of corruption and malpractices (e.g., embezzlement of funds etc.) made the people sceptical about the

efficacy of the local governance and they withdrew themselves from any participatory practices including panchayat elections (Dutta, 2012; Sadanandan, 2017). These evidences indicate that greater awareness about government performance can strengthen peoples' participation in local election and, in turn, better government responsiveness in matching citizen needs.

The Deliberative Potentials of the Gram Sabha

Creation of *gram sabha*consisting of all eligible voters within a *grampanchayat* is the most important constitutional provision for discussion as well as plan for local development programs and, thereby, is meant to serve as a principal mechanism for transparency and accountability at the village level. Gram panchayats holding gram sabha meeting at regular intervals witnessed positive participatory and development outcomes. A study on the *panchayat* system in four states of south India indicates that comparatively greater proportion of people who were illiterate, landless and belonging to SC/ST groups attended the *gram sabha* meetings. This resulted in better targeting of government programs towards the socially disadvantageous groups (Besley*et al.*, 2007). In conformity with the 73rd CAA, West Bengal has the provision for 'gram Sabha (village council level annual meeting of the voters) and the gram sansad (constituency level six-monthly meetings of the entire electorate of a constituency)' to make the rural decision-making processes and village level planning more decentralised and participatory (Ghatak and Ghatak, 2002). Bardhan*et al.*, (2011) in the context of West Bengal Gram Panchayats, finds that villages holding regular gram sabha meetings provided more benefits to SC/ST households. A study of 72 Gram Panchayats in Kerala highlights the most important role played by the gram sabhas in selection of beneficiaries for government schemes. The Gram Sabhas served as the effective forums for facilitating public discussions on matters of local interest between belonging to different socio-economic groups and increased the responsiveness of the gram panchayats (Heller *et al.*, 2007). The specific nature of the Gram Sabha meetings – incidence of meetings, who participates, how they participate, issues for deliberations and planning for local development – has crucial implications for the mechanisms for accountability at the village level. However, there are studies that depict irregular incidence of gram sabha meetings in many Indian states (Chattopadhyay and Chattopadhyay, 2012). Rate of participation in the Gram Sabha meetings is low with bare minimum number or without requisite quorum (Behe*et al.*, 2002; Mandal, 2015). The villages in Karnataka reported 17 percent attendance (Crook and Manor, 1998) and the villages in West Bengal reported 12 percentattendance (Ghatak and Ghtatak, 2002) which exceeded the requisite 10 percent figures for a quorum in gram sabha/gram sansad meetings. Several studies identified disparate reasons for such low participation and they are: peoples' lack of awareness about meetings, lack of awareness about their rights as well as responsibilities in the meetings, especially prevalent among the people belonging to the disadvantageous groups, inconvenient meeting time and venue, lack of opportunity to raise voices on local issues, peoples' disillusion about futility of those meetings, peoples' lack of capacity to effectively participate in the meetings,

corruption, and so on (Chattopadhyay *et al.*, 2010; Chattopadhyay and Chattopadhyay, 2012).

Socio-economic backgrounds of the people significantly shape their nature of participation in the Gram Sabha meetings. Better educated people participated more actively in the gram sabha meetings of the villages in West Bengal (Bardhan*et al.*, 2011; Das and Das, 2017). Economic conditions of the households, represented by land holding and household income, did not influence peoples' participation in the selected villages of West Bengal (Bardhan*et al.*, 2011; Samanta and Nayak, 2015). However, people belonging to the disadvantageous sections exhibited greater inclination to participate in the gram sabha meetings (Heller *et al.*, 2007; Samanta and Nayak, 2015; Mandal, 2015). This has got two contrasting implications for local governance. On the one hand, such higher representations indicate inclusive nature of the gram sabha meeting, greater incorporation of the needs of disadvantageous sections and better allocation of public resources towards them. In Kerala, significant proportion of women and SC people received benefits both in terms of greater access to public resources and greater voice as well as empowerment (Heller *et al.*, 2007). On the other hand, greater likelihood of participation of SC/ST including the poor is indicative of practice of cleintelsim in which these people, in lieu of their showcasing loyalty to political party in power through their participation in the gram sabha meetings, attempted to ensure their access to the public resources (Bardhan*et al.*, 2011; Samanta and Nayak, 2015).

In conformity with the experiences of the other developing countries, incidence of 'elite capture' appears to be a serious problem in India, *albeit* showing considerable heterogeneity across and within the states with regard to the extent of local capture. Multiple factors including the socio-economic inequalities that are ingrained in rural India, political awareness and peoples' participation determine the extent of elite capture (Mookherjee, 2014). Also, 'Political capture' of the functioning of the gram panchayats weakened the system of rural local governance (Ghataka and Ghatak, 2002; Kundu, 2009; Bakshi, 2011; Mandal, 2015). some scholars argue that 'panchayati raj established formal processes and spaces which are intended not only to ensure efficient implementation of welfare measures, but also to allow some degree of local control over rural development planning….the CPI(M) explicitly linked its creation and management of these spaces to its broader commitment to ruling in the interests of the rural poor' (Williams and Nandigama, 2018). The Gram Sabha meetings were used as a political space for building broad alliance of rural people belonging to different socio-economic groups (Mandal, 2015). The people having different political allegiance even did not receive any information on the gram sabha meetings. One of the prime motivating factors for the villagers in attending the gram sabha meeting was to express loyalty and ensured access to government welfare programs (Mandal, 2015). Interestingly, the voting patterns of the rural voters in West Bengal in favour of the Left Front in 2003 was associated with their myriad short-term benefits – e.g., subsidized agricultural inputs, cheap loans, employment in government work schemes etc.

State of Gram Panchayat Finances

Sound financial health of the local governments is an important precondition for successful decentralisation. Lack of reliable data constrains the analysis of panchayat finance in India. Successive Central Finance Commissions noted this paucity of information and data on the panchayat finances and underscored the importance of creation of database at the local body level. In general, the mismatch between the functional assignment and financial power engenders fiscal imbalance at the gram panchayat level.

In the three tier Panchayati Raj Institutions in India, only the gram panchayats have been assigned the constitutional power to levy, collect and own revenues from tax and non-tax sources.

Rao and Rao (2008) discussed about 66 different types of taxes, user fees and charges that are used by the gram panchayats in India. In particular, they can utilize the following sources for taxation: (i) tax on land and building not subject to agricultural assessment; (ii) taxes on entertainment; (iii) taxes on vehicles excluding motor vehicles; (iv) taxes on advertisements and hoardings; (v) pilgrimage fees and fair fees for sites where gram panchayats make arrangements for water and sanitation; (vi) market fees; (vii) fees for registration of cattle; (viii) fees on buses, autos, ferry ghats etc. for which gram panchayats provide facilities to the users; (ix) fees for grazing cattle and (x) license fees from businesses and trading activities. The gram panchayats in different states of India lack financial autonomy as reflected through insignificant and declining shares of own source revenue (tax revenue and non-tax revenue) in total revenue (Oommen, 2006; Datta, 2007; Rao, 2008; Rao and Rao, 2008; Jena and Gupta, 2008; Oommen*et al.*, 2017). Based on the study of selected gram panchayats in Kerala over the period 2004-14, Oommen*et al.*, (2017) reported decline in share of own source revenue in total revenue from 10.7 percent in 2007-08 to 7.43 percent in 2013-14. In case of West Bengal, the corresponding figure was even lower at 6 percent over the period 2003-2005 (Bahl*et al.*, 2010). Low revenue generation capacities of the gram panchayats were also evident from 1 percent contribution of panchayat revenue in total revenue generated in the state in 2005 (Bahl*et al.*, 2010).). In general, weak capacity of the gram panchayats in administering and levying the revenue instruments turns out to be a serious problem not only for the gram panchayats in West Bengal but in other states as well (Datta, 2007; Rao and Rao, 2008). All these contribute towards the constraints faced by the gram panchayats to act as an independent local self-government.

Summing up

The decentralised planning promises to achieve efficient allocation of resources and equitable development by ensuring active participation of the local people in the decision making process and by assigning appropriate functions to the local government. But the empirical evidences produce mixed results. Historical and local contextual factors play critical role in both shaping the process of decentralisation and consequently determining it's effects on the mechanisms

of accountability, resource mobilisation and public service delivery. To reap the full potentials of decentralisation, it is crucial to understand the processes through which various forms of decentralization contribute to the intended development outcomes (Kalirajan and Otsuka, 2013). There are studies on decentralisation focussing predominantly on identification of causal effects of decentralization and determinants of accountability, using experimental or quasi-experimental methods. Comparatively few studies examine the political economy of rural local governments in any given context (Faguet, 2014). This is partly due to the challenges inherent in the process of collecting and using data required to empirically capture the issues of accountability and participation in public decision-making and to relate them to the processes as well as outcomes of decentralisation.

In particular, Faguet (2014) mentions that, 'In the specific context of decentralization, the following issues are emerging as important new areas of investigation: (a) the widening of the conceptual apparatus of political economy distortions beyond capture and corruption; (b) effects on a wider range of relevant dimensions, such as intercommunity allocations, and the functioning of local democracy itself (civic participation, political competition, legitimacy, leadership, and learning); (c) evaluations of decentralization vis-à-vis other organizational alternatives; (d) design issues highlighted by first-generation theories of fiscal federalism, such as interjurisdictionalspillovers, intercommunity allocations, and hardness of budget constraints; (e) the appropriate domain and extent of devolution; and (f) the political economy of implementation'. A better understanding of the process of decentralisation involving substantial information and research would complement the existing literature towards identification of methods and approaches for improving the development outcomes under decentralisation.

Reference:

Ahemd, J., Devarajan, S., Khemani, S. and Shah, S. (2005). Decentralization and service delivery. *World Bank Policy Research Working Paper 3603*, Washington. D.C.

Bahl, R., Sethi, G. and Wallace, S. (2010). Fiscal decentralization to rural local governments in India : a case study of West Bengal state. *Publius: The Journal of Federalism*. volume 40 number 2. 312-331.

Bakshi, A. (2011). Weakening panchayats in West Bengal. *Review of Agrarian Studies*. 202-214

Banerjee, A., Hanna, R., Kyle, J., Olken, B.A. and Sumato, S. (2018). Tangible information and citizen empowerment : identification card and food subsidy programs in Indonesia. *Journal of Political Economy.* 126 (2), 451-491.

Bardhan, P. (2002). Decentralization of governance and development. *Journal of Economic Perspectives.* 16(4):185-205.

Bardhan, P. (1998). The Political Economy of Development in India. Delhi: Oxford University Press.

Bardhan, P. and Mookherjee, D. (2015). Decentralization and development: dilemmas, trade-

offs and safeguards. in E. Ahmed and G. Brosio (eds) *Handbook of Multi-level Finance*. 461-470. Cheltenham, UK : Edward Elger Publishing.

Bardhan, P. and Mookherjee, D. (2011). Political clientelism-cum-capture: theory and evidence from West Bengal. *Working Paper. Institute for Economic Development.* Boston University, Boston, MA

Bardhan, P., Mitra, S., Mookherjee, D. and Sarkar, A. (2011). Political participation, clientelism and targeting of local government programs: results from a rural household survey in West Bengal, India. Paper presented at Columbia University Conference on Institute for Policy Dialogue. Aavailable at: http://people.bu.edu/dilipm/wkpap/IPDVolumearticle.pdf

Behar, A. and Kumar, Y. (2002). Decentralisation in Madhya Pradesh in India: from panchayati raj to gram swaraj (1995-2001). *Working Paper No. 170, Overseas Development Institute*. London.

Besley, T. and Coate, S. (2003). Centralized versus decentralized provision of local public goods : a political economy approach. *Journal of Public Economics*. 87, 2611–37.

Bird, R. (2000). Intergovernmental fiscal relations: universal principles, local applications. *Working Paper 00-2, Andrew Young School of Policy Studies.* Georgia State University.

Cai, H. and Triesman, D. (2005). Does competition for capital discipline governments? decentralization, globalization and public policy. *American Economic Review.* 95(3), 817-830.

Chandra, M. (2004). Bridging everyday and high politics - the 74th CAA and inclusion in Kolkata, India. *Development Planning Unit*. University College London. London.

Chattopadhyay, R., Chakrabarti. B and Nath, S. (2010). Village forums or development councils : peoples' participation in decision making in rural West Bengal, India. *Commonwealth Journal of Local Governance*. 5. 66-85.

Chattopadhyay, S. and Chattopadhyay, S. (2012). Contours of governance reforms in India : constraints and possibilities. *South Asian Survey*. 19 (1). 113-132.

Crook, R.C. and Manor, J. (1998). *Democracy and Decentralisation in South Asia and West Africa Participation, Accountability and Performance*. Cambridge University Press. Cambridge.

Das, S. C. and Das, G. (2017). Public resource allocation through grassroots democratic institutions: evidence from Assam, India. *International Journal of Public Administration*. DOI : 10.1080/01900692.2017.1387918

Datta, P. (2007). Devolution of financial power to local self-governments : the 'feasibility frontier' in West Bengal. *South Asia Research*. Vol. 27 (1). 105–124.

Dillinger, B. (1993). *Decentralisation and its implications for municipal service delivery lessons from urban lending*. Urban Development Division. World Bank Publications.

Dreze, J. and Sen, A. (2013). *An Uncertain Glory: India and Its Contradictions.* Princeton:

Princeton University Press.
Devas, N. (2002). Issues in fiscal decentralization: ensuring resources reach the (poor at) the point of service delivery. Paper for the *DFID Workshop on Improving Service Delivery in Developing Countries*, 24-30 November.
Dutta, S. (2012). Power, patronage and politics: A study of two panchayat elections in the North Indian State of Uttar Pradesh. *South Asia: Journal of South Asian Studies*. 35:2. 329-352. DOI: 10.1080/00856401.2012.667364
Faguet, J.-P. (2014). Decentralization and governance. *World Development*, 53, 2-13. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002
Falleti, T.G. (2013). Decentralization in time: a process-tracing approach to federal dynamics of change. In Arthur Benz and JorgBroschek (ed) Federal Dynamics: Continuity, Change and the Varities of Federalism. pp.140-166, Oxford: Oxford University Press.
Ghatak, M. and Ghatak, M. (2002). Recent Reforms in the Panchayat System in West Bengal: Toward Greater Participatory Governance? *Economic Political Weekly*.
Government of Bolivia (2010). Framework law of autonomies and decentralization. La Paz : Government of Bolivia.
Government of Cambodia (2005). Strategic framework for decentralization and de-concentration reforms. Phnom Penh : Government of Cambodia.
Gupta, M. and Chakraborty, P. (2019). State Finance Commission: how successful they have been in empowering local governments. *NIPFP Working Paper. No. 263*. New Delhi.
Hellar, P., Harilal, K. N. and Chaudhuri, S. (2007). Building local democracy: evaluating the impact of decentralization in Kerala, India. *World Development*. 35(4). 626-648.
Jena, P.R. and Gupta, M. (2008). Revenue efforts of panchayats: evidence from four states. *Economic and Political Weekly*. 125-130. July.
Kalirajan, K. and Otsuka, K. (2013). Fiscal decentralization and development outcomes in India : an exploratory analysis. *World Development*. 40(8). 1511-1521.
Kapur, D. (2010). The political economy of the state. In NirajaGopalJayal and Pratap Bhanu Mehta (eds). *The Oxford Companion to Politics in India*. pp. 446-471. Delhi: Oxford University Press.
Kim, A. (2008). Decentralisation and provision of public services: framework and implementation. *Policy Research Working Paper 4503*, The World Bank Development Research Group, January.
Klugman, J. (1994). Decentralisation: a survey of literature from a human development perspective. *Occasional Paper 13*.
Krishna, A. (2006). Poverty and democratic participation reconsidered: evidence from the local level in India. *Comparative Politics*. 38 (4). 439-458.
Kundu, M. (2009). Panchayati raj or party raj? Understanding the nature of local government in West Bengal. In B.S. Baviskar and G. Mathew (eds) *Inclusion and Exclusion in*

Local Governance Field Studies from Rural India. New Delhi: Sage. pp. 107-136.
Mandal, A. (2015). Governance at grassroots: operation of gram sabha in Kerala and West Bengal. *Indian Journal of Public Administration*. LXI (2). 303-318.
Manor, J. (1999). The political economy of democratic decentralization. Washington, DC. World Bank.
Montero, A. P. and Samuels, D.J. (2004). The political determinants of decentralization in Latin America: causes and consequences. In Alfred P. Montero and David J. Samuels (eds) Decentralization and Democracy in Latin America. pp. 3-32. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
Mookherjee, D. (2015). Political decentralization. *Annual Review of Economics*. 7, 231-249.
Mookherjee, D. (2014). Accountability of local and state governments in India: an overview of recent research. *Indian Growth and Development Review.* 7 (1), 12-41.
Mookherjee, D. (2004). *The crisis in government accountability: governance reforms in the Indian economy*. Oxford University Press. New Delhi.
Mooij, J. (2005). Introduction in Jos Mooij (ed) The Politics of Economic Reforms in India. pp. 15-45. New Delhi. Sage Publications.
Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance.* New York: McGraw Hill.
Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*. Vol. XXXVII September, 1120-1149.
Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism.* New York: Harcourt, Brace, Jovanovich.
Oomen, M. A., Wallace, S. and Muwonge, A. (2017). Towards streamlining panchayat finance in India a study based on gram panchayats in Kerala. *Economic and Political Weekly*. LII (38). 49-58.
Oomen, M. A. (2006). Fiscal decentralisation to sub-state local government. *Economic and Political Weekly.* 41(10). March.
Ozmen, A. (2014). Notes to the concept of decentralization. *European Scientific Journal*. 10 (10), 415-424.
Pritchett, L. (2009). A review of Edward Luce's in spite of the gods: the strange rise of modern India. *Journal of Economic Literature*. 47(3). 771-780.
Prud'homme, R. (1994). On the dangers of decentralization. *Policy Research Working Paper 1252*. World Bank. Washington, D.C.
Rao, G.B. (2000). Strengthening of Panchayats : beyond contractor's role. Paper presented at Workshop on Role of Panchayati Raj Institutions in Natural Resource Management. February 2-3. New Delhi.
Rao, M.G. and Bird, R.M. (2011). Coping with change: the need to restructure urban governance and finance in India. *Working Paper 12-03*. International Center for Public Policy. Georgia State University, Atlanta.
Rao, M.G. and Rao V U A (2008). Expanding the resource base of panchayats: augmenting

own

Rondinelli, D. (1999). What is Decentralization? in J. Litvack and J. Seddon (eds).

Sadanandan, A. (2017). Explaining popular participation in India's local democracy: Some lessons from panchayats in West Bengal. *India Review.* 16:2. 212-225. DOI: 10.1080/14736489.2017.1313563

Samanta, D. and Nayak, N.C. (2015). Determinants of people's participation: a study of rural West Bengal, India. *Development in Practice*. 25:1.71-85. DOI: 10.1080/09614524.2015.986065

Tanzi, V. (1996). Fiscal federalism and decentralization: a review of some efficiency and macroeconomic aspects. Paper presented at *Annual World Bank Conference on Development Economics.*

Triesman, D. (2007). *The Architecture of Government: Rethinking Political Decentralization*. New York : Cambridge University Press.

Vyasulu, V. (2004). Transformation in governance since 1990s some reflections. *Economic and Political Weekly*. June 5. 2377-2385.

Weingast, B. R. (2014). Second generation fiscal federalism: political aspects of decentralization and economic development. *World Development*. 53, 14-25.

Williams, G. and Nandigama, S. (2018). Managing political space: authority, marginalized people's agency and governance in West Bengal. *International Development Planning Review*. 40 (1) 2018 https://doi.org/10.3828/idpr.2018.4

World Bank. (2000). *Overview of Rural Decentralization in India*. Volume 1. Washington, DC: World Bank.

ISSN: 2249-4332

Journal Guidelines

Submission of Manuscript

All papers must be submitted to journalopeneyes@gmail.com

The corresponding author will get a reply in a return mail. After an initial evaluation, the paper will be sent out for external peer review. While Open Eyes aims to notify authors of acceptance, rejection, or need for revision within three months of submission, the high volume of submissions and demands on referees may not always permit attaining this target evaluation and peer review timeline. Nevertheless, Open Eyes aims to have manuscripts reviewed within six months.

Ethical Responsibilities of Authors

This journal is committed to upholding the integrity of the scientific record. The journal will follow the **COPE** guidelines on how to deal with potential acts of misconduct. Articles submitted for publication must be original, not published previously, and not being considered for publication elsewhere.

No requirement of publication fee

Open Eyes does not require payment from authors to publish their papers in the journal. All submissions undergo the same rigorous process of evaluation and peer review.

Scope of Publication

Open Eyes publishes papers related to the areas of Social Sciences, Commerce and Humanities

Open Eyes Style Guide (For details consult the website)

Submission Format

Articles must be in Bengal or in English (British) with the content arranged as follows :

The first page of the article should contain title of the article; author's complete name, affiliation, and address (omit social titles). Also include an abstract (maximum of 300 words) and Keywords.

The main text will not carry the name of the author and will constitute separate word file. For references use MLA style (8th ed.) (Author-date format).

The length of each article must not exceed 6,000 words. References should be limited to literature cited only in the main text. The manuscript must be submitted as an MS Word file, font size 12, typed 1.5 spaces on A4 paper setting.

Tables, Figures

Each table and figure (accompanied by the original tabulated data) must be on a separate sheet of paper, numbered in order, and placed at the end of the article. To facilitate layout and typesetting, the editable files of the tables and figures will be required when a paper is accepted for publication.

Text for tables should not be smaller than 9 points. Scanned or digital photos should be of high resolution (minimum of 300 dpi).

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 20, No. 1, June 2023

Published by :
S.R.L. Mahavidyalaya, Majdia, Nadia, West Bengal, India.
Printed by :

Price : One hundred fifty only